



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
February 2023

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের নজর কোনো দেহধারীর দিকে যেন না যায়, কেননা তোমাদের যিনি পড়ান তিনি হলেন স্বয়ং নিরাকার জ্ঞান সাগর বাবা"

- *প্রশ্নঃ - উচ্চ পদের জন্য কোন্ একটি পরিশ্রম বাচ্চারা তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও করতে পারো?
- *উত্তরঃ - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কেবল জ্ঞান কাটারী চালাও। স্বদর্শন চক্রধারী হও আর শঙ্খধ্বনি করতে থাকো। চলতে ফিরতে অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো আর সেই সুখে থাকো, তবে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। এটাই হলো পরিশ্রম।
- *প্রশ্নঃ - যোগের দ্বারা তোমাদের কোন্ ডবল লাভ হয়ে থাকে?
- *উত্তরঃ - এক তো এই সময় কোনও বিকর্ম হয় না, দ্বিতীয়তঃ পাস্টে করা বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়।
- *গীতঃ- মাতা তুমি হলে সকলের ভাগ্য বিধাতা...

ওম্ শান্তি। সৎসঙ্গ বা কলেজ ইত্যাদিতে দেখতে পাওয়া যায় যে - কে পড়াচ্ছে? দৃষ্টি চলে যায় শরীরের দিকে। কলেজের ক্ষেত্রে বলবে অমুক প্রফেসর পড়ান। সৎসঙ্গে বলবে অমুক বিদ্বান শুনিয়ে থাকেন। মানুষের দিকেই নজর যায়। এখানে তোমাদের নজর কোনো দেহধারীর প্রতি যায় না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এই তনু দ্বারা শোনান। বুদ্ধি চলে যায় মাতা-পিতা আর বাপদাদার দিকে। বাচ্চারা যখন অন্যদেরকে শোনায় - তখন বলা হবে জ্ঞান সাগর বাবার থেকে শুনে শোনাচ্ছে। তফাৎ হয়ে যায় তাতে তাই না? সৎসঙ্গ গুলিতেও যখন শোনানো হয়, তখন বুঝতে পারে যে অমুক ব্যক্তি বেদ শোনাচ্ছে। মানুষের পদমর্যাদার উপরে, জাতি-পাতির দিকে দৃষ্টি যায় যে, এ হিন্দু এ মুসলিম, দৃষ্টি সেইদিকে চলে যায়। এখানে তোমাদের দৃষ্টি যায় শিব বাবার দিকে যে শিব বাবা পড়াচ্ছেন। এখন বাবা ভবিষ্যৎ নতুন দুনিয়ার জন্য উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছেন আর এমন কেউ বলতে পারবে না যে হে বাচ্চারা তোমাদেরকে স্বর্গের জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছি। এখন গীত তোমরা শুনলে। এই গীতটা তো হলো পাস্টের। এই রকম জগৎ অস্বা ছিলেন। অবশ্যই তিনি নিজের সৌভাগ্য বানিয়েছেন, যার মন্দিরও রয়েছে। কিন্তু তিনি কে ছিলেন, কীভাবে এসেছিলেন, কেমন ভাগ্য বানিয়েছেন, কিছুই মানুষ জানে না। তো এই পড়াশোনা আর সেই পড়াশোনার মধ্যে রাত দিনের পার্থক্য রয়েছে। এখানে তোমরা বুঝতে পারো যে, জ্ঞান সাগর পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা মুখের দ্বারা পড়ান। বাবা এসেছেন। ভক্তদের কাছে ভগবানকে আসতেই হবে। নাহলে ভক্ত ভগবানকে কেন স্মরণ করে? সব কিছুই হলো ভগবান - একথা তো রং হয়ে যায়। সর্বব্যাপীর জ্ঞানের যারা তারা নিজেদের বক্তব্যকে সিদ্ধ করবার জন্য নিজেদের বিশ আঙুলের জোর লাগিয়ে দেয়। তোমাদের বোঝানো হলো অন্য ধারার। অসীম জগতের বাবার থেকে বাচ্চাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সন্ন্যাসীদের হলো বৈরাগ্য মার্গ, নিবৃত্তি মার্গ। তাদের থেকে কখনোই প্রপার্টির অধিকার পাওয়া যাবে না। তারা তো প্রপার্টি চায়-ই না। তোমরা তো সদাকালের সুখের প্রপার্টি চাও। নরকের ধন সম্পদে রয়েছে দুঃখ। ধনী ব্যক্তি হয়েও আচার আচরণ অত্যন্ত মন্দ, টাকা পয়সা ওড়াতে থাকে। তারপর বাচ্চারা না খেতে পেয়ে মরে। ফলে নিজেকে দুঃখী, বাচ্চাদেরকেও দুঃখী করে। ইনি হলেন অসীম জগতের বাবা, ইনি বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। জগতে তো ভিন্ন ভিন্ন অনেক বাবা রয়েছে, যার থেকে অল্প কালের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। যদি সে রাজাও হয়, তবুও সে সীমিত ক্ষেত্রের। সীমিত অল্প কালের সুখ। এই অসীম জগতের বাবা অবিনাশী সুখ দিতে এসেছেন। তিনি বোঝান যে, ভারতবাসী দ্বি মুকুটধারী ছিল, এখন নরকের মালিক হয়ে গেছে। নরকে হলো দুঃখ, এছাড়া এমন কোনো নদী ইত্যাদি নেই যে রকম রৌরব নরক, বিষয় বৈতরনী নদী ইত্যাদির চিত্র গড়ুর পুরাণে দেখানো হয়েছে। এ তো শাস্তি ভোগ করতে হয়। তাই এই সব রৌরব নরকের কথা লিখে দিয়েছে। পূর্বে তো যে যেই অঙ্গ দিয়ে খারাপ কাজ করতো সেই অঙ্গ কেটে দেওয়া হতো। অত্যন্ত কড়া সাজা পেতে হতো। এখন এত কড়া সাজা পেতে হয় না। ফাঁসি কোনো কড়া সাজা নয়। এটা তো খুবই ইজি। মানুষ অপঘাতও স্বেচ্ছাতেই করে। শিবের উপরে দেবতাদের উপরে বলি চড়ে। তোমরা জানো যে, আত্মা দুঃখী হলে তখন চায় এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নিই। যারা অপঘাত করে তারা এইরকম ভাবে না। তারা তো এখানেই এক শরীর ছেড়ে তারপর এখানেই খারাপ জন্ম নেয়। জ্ঞান তো তাদের নেই, কেবল শরীরকে শেষ করে দেয় - দুঃখের কারণে। তবুও দুঃখের জন্মই পায়। তোমরা জানো যে আমরা তো নতুন দুনিয়ার যোগ্য হয়ে উঠছি। জীবঘাত যারা করে তাদের মধ্যেও ভ্যারাইটি থাকে। যেমন কোনো কোনো স্ত্রী, স্বামী মারা গেলে সহমরণে যায়। সেটা অবশ্য আলাদা ব্যাপার। মনে করে আমি পতি লোকে যাব, কারণ সে শুনেছে বহু মানুষ তা করেছে। শাস্ত্রেও রয়েছে পতি লোকে যায়। কিন্তু দেখা গেলো সেই পতি তো

কামুক। তবুও তো এই মৃত্যুলোকেই আসতে হবে। এখানে তো জ্ঞান চিতাতে বসলে স্বর্গে চলে যাবে।

এখন তোমরা জানো যে, এই জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা যারা স্থাপনার জন্য নিমিত্ত হয়েছেন, এরাই পরে স্বর্গে পালনকর্তা হবেন। মানুষ তো জানে না যে বিষ্ণু কুল কাকে বলে। বিষ্ণু তো হলো সূক্ষ্মলোকনিবাসী, তার কুল কীভাবে হতে পারে? এখন তোমরা জানো যে, বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে সৃষ্টির পালন করেন, রাজত্ব করেন। এ হলো জ্ঞান চিতা। তোমরা যোগ লাগিয়ে থাকো সেই এক পতিদেরও পতির সাথে। তিনি হলেন শিব বাবা, তিনিই হলেন পতিদেরও পতি, পিতাদেরও পিতা। তিনিই হলেন সবকিছু। তাঁর মধ্যেই সর্ব সম্বন্ধ এসে যায়। বাবা বলেন, এই সময় তোমাদের যে সব কাকা মামা চাচা ইত্যাদি রয়েছে, তারা সবাই তোমাকে দুঃখের মতামতই দেবে। উল্টো রাস্তার আসুরিক মতই দেবে। অসীম জগতের বাবা এসে বাচ্চাদেরকে সোজা মত দেবেন। মনে করো লৌকিক বাবা বললেন কলেজে পড়ে ব্যারিস্টার ইত্যাদি হও। সেটা কি কখনো উল্টো মত হতে পারে? শরীর নির্বাহের জন্য সেটা তো একদম রাইট মত। এই পুরুষার্থ তো করতেই হবে। তার সাথে সাথে তারপর ভবিষ্যতের ২১ জন্মের শরীর নির্বাহের জন্যও পুরুষার্থ করতে হবে। পড়াশোনা করাই হয় শরীর নির্বাহের জন্য। শাস্ত্র অধ্যয়নও হয় নিবৃত্তি মার্গের লোকদের শরীর নির্বাহের জন্য। তারা নিজের শরীর নির্বাহের জন্যই শাস্ত্র পাঠ করে থাকে। সন্ন্যাসীও শরীর নির্বাহার্থে কেউ ৫০, কেউ ১০০, কেউ হাজার টাকাও রোজগার করে। এক কাস্মীরের রাজার মৃত্যুর পরে আর্য সমাজই তো কতো কতো টাকা পেয়েছিল। সুতরাং এ সব করেই পেটের জন্যই। সম্পত্তি ছাড়া তো সুখ হয় না। ধন থাকলে তবে মোটর গাড়ি ইত্যাদিতে ঘুরতে পারবে। আগে সন্ন্যাসীরা টাকা পয়সা নিত না। তারা জঙ্গলে চলে যেত। এই জগৎ সংসার থেকে বিরক্ত হয়েই নিজেকে সব কিছুর থেকে দূরে নিয়ে যায়। কিন্তু দূর তো হয় না। বাকি পবিত্র অবশ্যই থাকে। পবিত্রতার বল এর দ্বারাই তারা ভারতকে ধরে রাখে। এরাও ভারতকে সুখ দেয়। এরা যদি পবিত্র না থাকতো তাহলে ভারতবর্ষ টু মাচ বেশ্যালয় হয়ে যেত। পবিত্রতা শেখাতে পারে একমাত্র এই নিবৃত্তি মার্গের লোকেরা আর দ্বিতীয় হলো বাবা। সেটা হলো নিবৃত্তি মার্গের পবিত্রতা। এ হলো প্রবৃত্তি মার্গের পবিত্রতা। ভারতে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। আমরা দেবী-দেবতারা পবিত্র ছিলাম। এখন অপবিত্র হয়ে গেছি। পুরো অর্ধ কল্প ৫ বিকারের দ্বারা আমরা অপবিত্র হই। মায়া একটু একটু করে পুরোপুরি অপবিত্র, পতিত বানিয়ে দিয়েছে। জগতের কোনো মানুষই জানে না যে আমরা পবিত্র থেকে পতিত কীভাবে হয়ে যাই। মনে করে যে, এটা হলো পতিত দুনিয়া। মনে করো কোনো বাড়ির আয়ু হলো ১০০ বছর, তখন বলা হবে ৫০ বছর নতুন, ৫০ বছর পুরানো, ধীরে ধীরে পুরানো হতে থাকে। এই সৃষ্টিরও সেই রকমই। একদম নতুন দুনিয়া তো সুখ থাকে, তারপর অর্ধ কালে পুরানো হয়। বলাও হয়ে থাকে যে, সত্যযুগে অগাধ সুখ। এরপর পুরানো দুনিয়া হতে থাকে, তখন দুঃখ শুরু হয়। রাবণ দুঃখ দেয়। পতিত রাবণই করেছে, যার কুশপুতলিকাকে দহন করা হয়। এ হলো অনেক বড় শত্রু। কেউ কেউ গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাপ্লিকেশন করেছে যে, রাবণ দহন যেন না করা হয়, অনেকের তার ফলে দুঃখ হয়। বলা হয়ে থাকে রাবণ বিদ্বান ছিল। মিনিস্টার ইত্যাদিরা কিছুই বোঝে না। এখন তোমরা জানো যে, রাবণ রাজ্য দ্বাপর থেকে শুরু হয়। ভারতেই রাবণ দহন করা হয়। বাবা বোঝান যে, দ্বাপর থেকে এই ভক্তি, অজ্ঞান মার্গ শুরু হয়। জ্ঞানের দ্বারা দিন, ভক্তির দ্বারা রাত।

এখন দেখো জগৎ অম্বার গীত গাওয়া হয়। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে, তিনি সৌভাগ্য বিধাতা কীভাবে হন? (তাঁর) কত বড় মেলা বসে। কিন্তু জগদম্বা কে সেটাও তারা জানে না। বাংলায় কালীকে খুব মানে। কিন্তু জানে না যে কালী আর জগৎ অম্বার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? জগদম্বাকে গৌর বর্ণের দেখায়, কালীকে কালো বানিয়ে দিয়েছে। জগদম্বাই লক্ষ্মী হন, তখন তিনি গৌর বর্ণের। তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে কালো হয়ে যান। তো মানুষ কতখানি বিভ্রমে রয়েছে। বাস্তবে কালী অথবা অম্বা তো একই। মানুষ কিছুই জানে না - একে বলা হয় অন্ধশ্রদ্ধা। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে পাস্টে জগৎ অম্বা ছিলেন - তিনি ভারতের ভাগ্য নির্মাণ করেছিলেন। তোমরাও ভারতের সৌভাগ্য নির্মাণ করছো। মাতাদেরই মুখ্য নাম রয়েছে। সন্ন্যাসীদেরও মাতাদেরকেই উদ্ধার করতে হবে। এও নির্ধারিত রয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা ডায়রেকশন দিয়েছেন এদেরকে (জ্ঞান) বাণ নিষ্ক্ষেপ করো। তোমরা হলে সীমিত জগতের সন্ন্যাসী, আমরা হলাম অসীম জগতের। আমাদেরকে বাবা রাজযোগ শেখানই তখন যখন তোমাদের হঠযোগ সম্পূর্ণ হয়। হঠযোগ আর রাজযোগ দুটোই একসাথে থাকতে পারে না। তো টাইম এখন আর বেশী বাকি নেই, খুব অল্প টাইম বাকি রয়েছে। বাবা বলেন বাচ্চারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতো হও। ব্রাহ্মণদেরকেই পদ্ম ফুলের মতো থাকতে হবে। কুমারীরা তো হলোই পবিত্র, পদ্ম ফুলের মতো। প্রত্যেকে স্বদর্শন চক্রধারী হও। (জ্ঞান) শঙ্খ বাজাও। জ্ঞান কাটারী চালাও, তাহলে তরী পার হয়ে যাবে। পরিশ্রম রয়েছে, পরিশ্রম ছাড়া এতখানি উচ্চ পদ পাওয়া সম্ভব নয়। চলতে ফিরতে সেই সুখের মাঝে থাকো। বাবাকে স্মরণ করো। অনেক সুখ দেয় যে, তারই তো স্মরণ বেশী থাকে, তাই না! এখন তোমাদেরকে স্মরণ করতে হবে অসীম জগতের বাবাকে। তাঁর পরিচয়ই (সবাইকে) দিতে হবে। বোঝাতে হবে, বলা, তুমি রাজবিদ্যা এই জন্মে পড়ে

ব্যারিস্টার ইত্যাদি হবে। আচ্ছা মনে করো, পড়তে পড়তে কিম্বা পরীক্ষা পাশ করার সাথে সাথেই যদি তোমার আয়ু শেষ হয়ে যায় (মৃত্যু হয়), শরীর ত্যাগ হয়ে গেলে তখন তো পড়াশোনা এখানেই শেষ হয়ে যাবে। কেউ পরীক্ষায় পাশ করে লন্ডনে গেলো, সেখানে তার মৃত্যু হলো, তাহলে তো তার পড়াশোনারও ইতি হয়ে গেলো। সে'সব হলোই বিনাশী পড়াশোনা। এ হলো অবিনাশী পড়াশোনা। এর কখনো বিনাশ হয় না। তোমরা জানো যে, নতুন দুনিয়াতে এসে আমাদেরকে রাজত্ব করতে হবে। ওখানে হলো অল্প কালের সুখ, সেও যদি ভাগ্যে থাকে তবেই। বলা যায় না কার সময় কখন শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এখানে হলো সার্টেন (নিশ্চিত)। পরীক্ষা শেষ হলো আর তোমরা গিয়ে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য নেবে। জাগতিক বাবা, টিচার, গুরুর থেকে সীমিত সম্পদের উত্তরাধিকারই প্রাপ্ত হয়। মনে করে গুরুর কাছ থেকে শান্তি পেলাম। আরে এখানে কখনো কি শান্তি পাওয়া যেতে পারে? অরগ্যান্স এর দ্বারা কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন আত্মা শরীরের থেকে ডিট্যাচ হয়ে যায়। বাবা বলেন, শান্তি হলো তোমাদের স্বধর্ম। এগুলো হলো অরগ্যান্স, কাজ যদি করতে ইচ্ছে না হয় তবে চুপ করে বসে পড়ো। আমরা হলাম অশরীরী, বাবার সাথে যোগ যুক্ত হলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়। যদি কোনো সন্ন্যাসীর কাছ থেকে শান্তি পেলে কিন্তু তার দ্বারা তো বিকর্ম বিনাশ হবে না। এখানে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্মজিত হয়ে যাবে। আচ্ছা তারা যদি শান্তিতে বসে তবে তাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। ডবল লাভ। পুরানো বিকর্মও বিনাশ হবে। এই যোগবল ছাড়া পুরানো বিকর্ম কোনো মতেই কারো বিনাশ হওয়া সম্ভব নয়। প্রাচীন যোগ ভারতের বিষয়েই প্রখ্যাত। এর দ্বারাই জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হয়ে থাকে, আর কোনো উপায়েই হয় না। এখন এই লোক সংখ্যার বৃদ্ধিও বন্ধ হতে হবে। গভর্নমেন্টও চায় যাতে বেশী বৃদ্ধি না হয়। আমরা তো বৃদ্ধি এত কম করি যে, সেখানে লোক সংখ্যাও কম থাকবে, বাকি সবাই চলে যাবে। মানুষ মনেও করে যে, বিনাশ হবে কিন্তু যুদ্ধ বিবাদ বন্ধ হয়ে গেলে ভাবে কি জানি, হবে কি হবে না ভেবে নিশ্চুপ হয়ে যায়। বাবা বোঝান যে - বাচ্চারা সময় আর অল্পই বাকি, সেইজন্য গাফিলতি করো না।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শরীরের থেকে ডিট্যাচ হয়ে, অশরীরী হয়ে সত্যিকারের শান্তির অনুভব করতে হবে। বাবার স্মরণের দ্বারা নিজেকে বিকর্মজিত বানাতে হবে।

২) অবিনাশী প্রালব্ধ বানানোর জন্যে অবিনাশী পড়াশোনার উপরে পুরোপুরি ধ্যান দিতে হবে। উল্টো মত গুলিকে বর্জন করে সঠিক মত এর উপরে চলতে হবে।

বরদানঃ:- উচ্চ স্টেজে থেকে প্রকৃতির অস্থিরতার প্রভাব থেকে উর্ধ্বে থাকা প্রকৃতিজিৎ ভব মায়াজিৎ তো হয়ে উঠছেই, কিন্তু এখন প্রকৃতিজিতও হও। কেননা এখন অত্যধিক প্রকৃতির অস্থিরতা হতে থাকবে। কখনো সমুদ্রের জল নিজের প্রভাব দেখাবে, তো কখনো ধরিত্রী নিজের প্রভাব দেখাবে। যদি প্রকৃতিজিৎ হবে, তবে প্রকৃতির কোনও অস্থিরতাই নাড়াতে পারবে না। সদা সাক্ষী হয়ে সব খেলাকে দেখবে। ফরিস্তাকে যেমন সদা উঁচু পাহাড়ের উপরে দেখায়, সেই রকমই তোমরা ফরিস্তারা সদা উচ্চ স্টেজে থাকো, তবে যত উঁচুতে থাকবে ততই অস্থিরতার থেকে স্বভাবতঃই উপরে উঠে যাবে।

স্লোগানঃ:- নিজের শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশনের দ্বারা সকল আত্মাদেরকে সহযোগের অনুভূতি করানোও হলো তপস্যা।

এই মাসের সকল মুরলী (ঐশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব বাবা ব্রহ্মা মুখকমল এর দ্বারা তাঁর ব্রহ্মাবৎসদেরকে অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ এর পূর্বে উদ্ভারণ করেছিলেন। এগুলি হলো কেবল ব্রহ্মাকুমারীজ এর অধীকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি. কে. বিদ্যার্থীদেরকে শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এক ঈশ্বরের মত-ই হল শ্রেষ্ঠ মত, যে মত অনুসারে চললেই তোমরা সত্যিকারের সোনা হতে পারবে, এটা ছাড়া বাকি সব মত মিথ্যা বানিয়ে দেয়”

*প্রশ্ন:- কোন পার্ট এক জ্ঞান সাগর বাবার মধ্যেই ভরা আছে, যেটা কোনও মনুষ্যাত্মার মধ্যে নেই?

*উত্তর:- বাবা বলছেন - আমি আত্মার মধ্যে ভক্তদেরকে দেখাশোনা করার, সবাইকে সুখ দেওয়ার পার্ট ভরা আছে। আমি জ্ঞান সাগর বাবা সকল বাচ্চাদের উপর অবিনাশী জ্ঞানের বর্ষণ করি, যে জ্ঞান রঞ্জের কেউ মূল্য দিতে পারবে না। আমি হলাম মুক্তিদাতা, আত্মিক পান্ডা হয়ে আত্মারা তোমাদেরকে পুনরায় শান্তিধামে নিয়ে যাই। এই সব হল আমার পার্ট। আমি কাউকে দুঃখ দিই না, এইজন্য সবাই আমাকে চোখের পালকের উপরে রাখে। রাবণ শত্রু দুঃখ দেয়, এইজন্য তার কুশপুতুল পোড়ানো হয়।

*গীত:- যে পিয়ার সাথে আছে...

ওম্ শান্তি । বাবা ওম্ শব্দের অর্থ তো বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা। ব্যস্, অর্থই এতটাই ছোটো। এমন নয় যে - আই অ্যাম্ গড। পন্ডিতের কাছে জিজ্ঞাসা করবে যে - ওম্ এর অর্থ কি? তো সে অনেক লম্বা চওড়া ভাষণ দিয়ে দেবে আর যথার্থও শোনাবে না। যথার্থ আর অযথার্থ, সত্য আর মিথ্যা। সত্য তো হলেনই এক বাবা। তাছাড়া এই সময় হলই তো অসত্যতার রাজ্য। রামরাজ্যকেই সত্যতার রাজ্য বলা হবে। রাবণ রাজ্যকে অসত্যতার রাজ্য বলা হয়। তারা অযথার্থই শোনাতে থাকে। বাবা হলেন সত্য, তিনি সবকিছু সত্য শুনিয়ে সবাইকে সত্যিকারের সোনা বানিয়েদেন। পুনরায় মায়া অসত্য বানিয়ে দেয়। মায়া প্রবেশের কারণে মানুষ যা কিছু বলবে, সব অসত্যই বলবে, যাকে আসুরীক মত বলা যায়। বাবার হল ঈশ্বরীয় মত। আসুরীক মতাদর্শীরা মিথ্যাই বলবে। জগতে অনেক আসুরীক মত আছে। গুরুও অনেক আছে। তাকে শ্রীমত বলা হবে না। এক ঈশ্বরের মতকেই শ্রীমত বলা হবে। এখন বাচ্চার তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা শ্রীমত অনুসারে চলে শ্রেষ্ঠ হচ্ছি। সবথেকে শ্রেষ্ঠ হলেনই পরমপিতা পরমাত্মা। যিনি থাকেনও সর্বোচ্চ স্থানে। সকল ভক্ত তাঁকে স্মরণ করে। ভক্তরা শ্রীমতকে স্মরণ করে, তাহলে এটাই বোঝায় যে তারা আসুরীক মতে চলে। এখন তোমরা শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হচ্ছো, এরপর আর সেখানে ভগবান বলে স্মরণ করার দরকার হবে না। দেবী-দেবতাদের কোনও দুঃখ নেই যে স্মরণ করতে হবে। ভক্তদের তো দুঃখের সীমা নেই। এখন তো অনেক দুঃখের পাহাড় ভেঙে পরবে। মহাযুদ্ধ, এটাই হল দুঃখের পাহাড় - মানুষের জন্য। বাচ্চারা তোমাদের জন্য হল সুখের পাহাড়। দুঃখের পর সুখ অবশ্যই আসবে। এই বিনাশের পর তোমাদেরই রাজত্ব হবে। অনেক ধর্মের বিনাশ হবে আর যে ধর্ম এখন প্রায়লোপ হয়ে গেছে, তার স্থাপনা হবে। মানে এই মহাযুদ্ধের দ্বারা স্বর্গের গেট খুলবে। এই গেট দিয়ে কে কে যাবে? যারা রাজযোগ শিখছে। শেখাচ্ছেন বাবা। যে পিয়ার সাথে আছে তার জন্য জ্ঞানের বর্ষাও আছে। প্রিয়তম - বাবাকেই বলা হয়। সেই বর্ষা তো জলের সাগর থেকে নির্গত হয়। এটা হলো অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের বর্ষা। যে প্রিয়তম জ্ঞান সাগরের সাথে আছে, তার জন্য অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের বর্ষা আছে। এই অবিনাশী জ্ঞান রক্ত তোমাদের বুদ্ধি রূপী ঝুলিতে ধারণ হয়। এডুকেশন (শিক্ষা) বুদ্ধিতে ধারণ করতে হয় তাই না। আত্মা মন বুদ্ধির সাথেই আছে তাই আত্মাই ধারণ করে। যেরকম এটা হল আত্মার শরীর, সেইরকমই আত্মার মন বুদ্ধি আছে। বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করে। গ্রহণ (ধারণা) তখন হয়, যখন যোগযুক্ত থাকে। এই সব কথা বাবা বসে খুব সহজ করে বোঝাচ্ছেন। জাগতিক মানুষ তো অনেক ডিফিকাল্ট কথা শুনিয়ে দেয়। শাস্ত্রেও অনেক মত মতান্তর আছে। গীতা হলো বহুল প্রচারিত। কত সংখ্যক গীতা বানিয়ে দিয়েছে। আর অন্য কোনও শাস্ত্র নেই যার জন্য বলা যাবে যে অমুকের বেদ, অমুকের শাস্ত্র। গীতার জন্যই বলে - গান্ধী গীতা, টেগোর গীতা, জ্ঞানেশ্বর গীতা, অষ্টাবক্র গীতা... গীতার অনেক নাম রেখে দিয়েছে, অন্যান্য বেদ শাস্ত্রের কখনও এত নাম শুনতে পাবে না। কিন্তু মানুষ বুঝতে কিছুই পারে না। এই জ্ঞানই প্রায়লোপ হয়ে গেছে। এখন দৈবী সার্বভৌমত্ব কোথা থেকে আসবে? অবশ্যই যিনি সত্যযুগ স্থাপনা করেছেন, তিনিই দেবেন। এখন বাবা এসে গেছেন, বাচ্চারা তোমাদেরকে স্বর্গের রাজত্ব প্রদান করতে। সেটাও ২১ জন্মের জন্য। গাওয় হয় কুমারী সে, যে ২১ কূলের উদ্ধার করে। এখন সেই কুমারী কারা? তোমরা সবাই হলে কুমার কুমারী। তোমরা যে কাউকে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করাতে পারো, শ্রীমতের দ্বারা বা বাবার মতানুসারে। পাঠশালাতে যারা পড়াশোনা করে তারা জানে যে তারা হল স্টুডেন্ট। অন্যান্য সংসঙ্গে নিজেদেরকে স্টুডেন্ট মনে করে না। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিতে এইম্ অবজেক্ট থাকে। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় স্টুডেন্ট। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই, মানুষ থেকে দেবতা তৈরী করি। দেবতাদের রাজধানী ছিল। যথা

রাজা-রানী দেবী দেবতা তথা প্রজা... এই এইম্ অবজেক্ট হল ফার্স্ট। এমন নয় যে রাজা রাম বা রানী সীতা বানাবেন। এটা হলই রাজযোগ। রাজাদেরও রাজা বানাবেন। প্রতি কল্পে আমি পুনরায় আসি, হারিয়ে যাওয়া রাজ্য ফিরিয়ে দিতে। তোমাদের রাজ্য কোনও মানুষ ছিনিয়ে নেয়নি। মায়া ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন মায়ার উপরে জয়ী হতে হবে। জাগতিক লড়াই হয় রাজাদের মধ্যে। একে অপরের উপরে জয়ী হওয়ার লড়াই। এখন তো প্রজার উপরে প্রজার রাজ্য হয়ে গেছে। পার্থিব জগতের রাজাদের অনেক অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। তার দ্বারা পার্থিব রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েছে আর এই যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের রাজধানী স্থাপন করছো, একে অহিংসক যুদ্ধ বলা যায়। এখানে লড়াই বলতে মরে যাওয়া বা মেরে ফেলার কথা বলা হয়নি। এটা হল যোগবল। কত সহজ। বাবার সাথে যোগ লাগালে আমরা বিকর্মািজিং হতে পারি। তারপর আর কখনও মায়ার আক্রমণ হবে না। হাতেমতাই-এর খেলা দেখানো হয়। সে মুহলরা (চুম্বিকাঠি) মুখে রাখলেই মায়া পালিয়ে যেত। মুহলরা বের করলেই মায়া এসে যেত। আল্লাহ্ অবলদীনের নাটকও আছে। হাত তালি দেওয়ার সাথে সাথেই স্বর্গে উপস্থিত হয়ে গেলো। সেটা হল বহিস্ত বা স্বর্গ। তো বাবা বসে ব্রহ্মার দ্বারা বহিস্তের স্থাপনা করছেন। পরমপিতা পরমাত্মা কোনও নরকের স্থাপনা খোড়াই করবেন। এইরকম হলে তো তারও কুশপুতুল দাহ করতো। কুশপুতুল তো রাবণের তৈরী করে, কেননা রাবণই হলো সকলের শত্রু। বাবা, যিনি স্বর্গ স্থাপন করেন, তাঁকে তো চোখের উপরে রাখা হয়। বাবা বলছেন আমাকে ভক্ত স্মরণ করে বলে - এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করো। এইজন্য আমি এসে মুক্তি দিই। বাবা হলেন মুক্তিদাতাও আবার আধ্যাত্মিক পান্ডাও। তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন নিজের শান্তিধামে। যে পিয়ার সাথে আছে, তার জন্য অবিনাশী স্তান রত্নের বর্ষা আছে, যে স্তান রত্নের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। বাবা হলেন স্তান সাগর তো অবশ্যই আত্মার মধ্যে পাট নিহিত আছে। পরমপিতা পরমাত্মা নিজেও বলেন আমি আত্মা, যাকে তোমরা পরমাত্মা বোলো, আমার মধ্যেও পাট নিহিত আছে। ভক্তদের দেখা, সবাইকে সুখ প্রদান করা। দুঃখ তো মায়া দেয়। ভক্তদের অল্পকালের জন্য সুখ দেওয়ারও পাট আছে। আমিই সাক্ষাৎকার করাই আর দিব্য বুদ্ধি প্রদান করি। যাকে স্তানের তৃতীয় নেত্র বলা হয়। যার দ্বারা তোমাদের বুদ্ধির গোদরেজের তালা খুলে যায়। আমারও পাট আছে, তো যে বাবার সাথে থাকে তার জন্য স্তানের বর্ষণ আছে। এখন প্রশ্ন হলো এত সব বাচ্চা কীভাবে একসাথে থাকতে পারবে! তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে তার মানে বাবার সাথেই থাকবেন। কেউ লন্ডন, কেউ অন্য কোনও জায়গায়, তাহলে একসাথে কোথায় আছে? তাদের কাছেও মুরলী যায়। যে চালাক বুঝদার হয় সে এক সপ্তাহ যদি ভালো ভাবে বোঝে তাহলে তাকেও স্বদর্শন চক্রধারী বানিয়ে দিই। ৮৪ জন্মের স্বদর্শন চক্রের রহস্য এখন তোমরা বুঝেছো। যে স্বদর্শন চক্র ঘুরিয়ে মায়া রাবণের গলা কেটে দাও অর্থাৎ তার উপর জয়ী হও। এছাড়া সত্যিকারের গলা কাটার কোনও কথা নেই। তারা তো আবার হিংসক অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে শঙ্খ হল এই মুখ। চক্র ঘোরানো হলো বুদ্ধির কাজ। তো এই অলংকার ভক্তি মার্গে অনেক দিয়ে দিয়েছে। শাস্ত্র ইত্যাদি যেগুলি ভক্তি মার্গে চলছে, ড্রামা অনুসারে পুনরায় সেগুলি বের হবে। হতে পারে এই সত্য গীতাও কারো না কারো হাতে চলে আসে তো কিছু এর মধ্যেও লিখে দেবে। বাকি সবকিছু সেখানেই বের হবে। কিছু কিছু শব্দ সেখানে, এখানকারও আছে। ভগবানুবাচ - ঠিক আছে। রাজযোগও ঠিক আছে। বাবা বলছেন যে এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। এই শরীরের সাথে সবকিছু ভুলতে হবে, এর বদলে তোমাদের পিওর শরীর প্রাপ্ত হবে। আত্মাও পিওর হয়ে যাবে। ধনও তোমাদের কাছে অগণিত থাকবে। তোমাদের মধ্যে অনেক লোভ আছে। কিন্তু একে শুদ্ধ লোভ বলা যায়, এর দ্বারা সমগ্র ভারত শুদ্ধ হয়। ভারতবাসী রামরাজ্য চায়, ওয়ান গভর্নমেন্ট, ওয়ান নেশন হোক, এক মত, অদ্বৈত মত হোক। অদ্বৈতের অর্থই হল দেবতা। এ হলো আসুরী মত। শ্রীমত ব্যতীত বাকি সবই হল আসুরীক মত। যার কারণে একে অপরের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যেত। ঈশ্বরের সন্তান না হওয়ার কারণে অনাথ হয়ে গেছে। সত্যযুগে দেবতারা অনেক ধনী হবে। সেখানে জন্তু জানোয়ারও কখনও নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে না। এখানে তো সবাই যুদ্ধ করতে থাকে। সত্যযুগে সবাই অসীম সুখে থাকবে।

বাচ্চারা এখন তোমরা জানো যে আমরা বাবার থেকে ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার নিষি। ঈশ্বর সম্মুখে আছেন তাই না। বলছেন - আমি প্রতি কল্পে আসি - স্বর্গ স্থাপন করতে। বাচ্চারা তোমাদের জন্য আশ্চর্যমন্ডিত উপহার নিয় আসি। বাবা বলছেন আমার হারানিধি বাচ্চারা, ৫ হাজার বছর পর তোমরা এসে আমার সাথে মিলিত হও। এইরকম আর কেউ বলতে পারবে না। যদি নিজেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু এইরকম কথা কেউ বলতে আসবে না। এটা কেউ কপি করতে পারবে না। বাবা বলছেন আমার প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা ৫ হাজার বছর পর পুনরায় তোমরা এসে মিলন করছো। কেবল তোমরাই। অনেক বাচ্চারা এসে মিলিত হবে। রাজধানী স্থাপন করতে অনেক পরিশ্রম লাগে। রাজা রাণী এক, তারপর তাদের বাচ্চা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করবে। ভারতে প্রিন্স প্রিন্সেস কতো হবে। মনে করো ২ লাখ, প্রজা হবে ৪০-৫০ কোটি। তো গন্তব্য স্থল অনেক উঁচু। এটা হল বাবার কলজ। তাই কতো ভালো ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা তো বলবেন রাজাদেরও রাজা হও, না কি প্রজা! হবে সে-ই, যে কল্প পূর্বেও হয়েছিল। আমি সাক্ষী হয়ে দেখবো, কে কোন

প্রকারের উত্তরাধিকার নেয়। কেউ তো একেবারে আঁকড়ে ধরে। অতি প্রিয় বাবা। চুশ্বকের প্রতি সূঁচ আকৃষ্ট হয়ে আসে। কারো মধ্যে জঙ বেশী থাকে, কারো মধ্যে কম। যারা নিকটে থাকে, তারা তো এসে আঁকড়ে ধরবে, পরিস্কার সূঁচ শীঘ্রই আকৃষ্ট হবে। বাবা জঙ ছাড়িয়ে এমন চমকপ্রদ করেদেন যে বাচ্চারা তোমরা সেখানে একসাথে থাকবে। তোমাদেরকে রুদ্র মালার দানা হতে হবে। গায়নও আছে কিন্তু জানে না যে এই মালা কাদের স্মরণিক। বাবা বলছেন আমার মালাতে যারা আসবে তারাই স্বর্গের মালিক হবে। ভক্তমালাকেও তোমরা বুঝে গেছো। সেটা হল রাবণের মালা। প্রথমে রাবণের মালাতে কে আসে, পূজ্য থেকে পূজারী কে হয়? নিজেই পূজ্য দেবতা, তারপর পূজারী হয়। এই সব কতোই না রহস্যযুক্ত কথা, বোঝার জন্য।

তোমরা হলে ফেলানথ্রফিস্ট (মহাদানী, পরোপকারী)। দেহ সহ সবকিছু বাবাকে দিয়ে বলি চড়ে থাকো। সন্ধ্যাসীরা ফেলানথ্রফিস্ট হয় না। তারা তো ঘর-বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়। তোমরা সবকিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করে থাকো। এভরিথিং ফর গড ফাদার (Everything for God Father)। তাই বাবা বলেন - আমার সবকিছু বাচ্চারা তোমাদের জন্য। মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সবকিছু করণীঘোরকে (শ্মশানের ব্রাহ্মণ) দিয়ে দেয়। বাবা বলছেন - আমিও হলাম করণীঘোর। তোমাদের কাছে পুরানো নোংরা যাকিছু আছে, সব দান করে দাও। বাবার প্রতি সমর্পণ হয়ে যাও। এসব তো তোমাদেরই কাজে আসে। বাবা তো মহল ইত্যাদিও নিজের জন্য তৈরী করেন না। শিববাবা তো হলেন দাতা। সমগ্র স্বর্গের রাজত্ব তোমাদেরকে দিয়ে দেন, এইজন্য ঐনাকে সওদাগরও বলা হয়। কতইনা মিষ্টি মিষ্টি কথা। পরীক্ষা সম্পূর্ণ হতে চলেছে। বাবা অবশেষে পরীক্ষা কবে সম্পূর্ণ হবে? বাবা বলেন - যখন তোমাদের মৃত্যুর সময় আসবে, জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে তখন এই বিনাশ আরম্ভ হবে। তারপর গোল্ডেন স্প্রিং ইন মাউথ (সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম গ্রহণ করবে)। জন্ম নেবে আর চামচ পাবে। এখানে তো ৩০-৪০ বছর পড়াশোনা করে, তো এখানেই তার ফল ভোগ করে। তোমাদের তো হল ভবিষ্যতের জন্য। তোমাদের নতুন জন্মে তোমরা প্রিন্স হবে। পরীক্ষা তখন সমাপ্ত হবে যখন বিনাশ শুরু হবে। একদিকে পড়া সম্পূর্ণ হবে আর অন্যদিকে বিনাশ শুরু হবে। এছাড়া রিহার্সাল তো হতেই থাকবে। তোমাদের এই পড়ার ফল তোমাদের নতুন দুনিয়ায় প্রাপ্ত হবে। সেখানে আত্মা, শরীর, রাজত্ব সবকিছু নতুন হবে। এসব হল অনেক রহস্য যুক্ত ধারণা করবার মতো কথা। পড়াশোনা কখনো ছাড়বে না। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, আশ্চর্যের বিষয়, তাই না। যারা দেবী করে আসছে তারাও যদি অতি শীঘ্র জ্ঞান যোগে লেগে পড়ে তাহলে তারাও উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শরীর আর আত্মা দুটোকেই পবিত্র বানানোর জন্য এই পুরানো শরীরের সাথে সব কিছু ভুলে যেতে হবে। দেহ সহ বাবার উপর সম্পূর্ণ বলি (সমর্পণ) চড়ে ফেলানথ্রফিস্ট (মহাদানী) হতে হবে।

২) বাবার শ্রীমতে চলে অসীম সুখ নিতে হবে। এই শুদ্ধ লোভ রাখতে হবে, যার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব সুখী হবে। এটা ছাড়া বাকি সব অশুদ্ধ লোভ ত্যাগ করতে হবে।

বরদান:- অমৃতবেলার মহত্বকে জেনে মহান হয়ে বিশেষ সেবানারী ভব সেবানারী অর্থাৎ চোখ খোলা আর সর্বদা বাবার সাথে বাবার সমান স্থিতি অনুভব করা। যে বিশেষ বরদানের সময়কে জানে আর বরদানগুলিকে অনুভব করে সে-ই হল বিশেষ সেবানারী। আর যদি এমন অনুভব না হয় তাহলে হলো সাধারণ সেবানারী, বিশেষ নয়। যার মধ্যে অমৃতবেলার, সংকল্পের, সময়ের আর সেবার মহত্বের জ্ঞান আছে, এইরকম সকল মহত্বের জ্ঞাতা মহান হয় আর অন্যদেরকেও এই মহত্বকে জানিয়ে মহান বানায়।

স্লোগান:- জীবনের মহানতা হলো সত্যতার শক্তি, যাতে সকল আত্মারা স্বভাবতঃই নত হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য পারফেক্ট ব্রাহ্মণ হও, সত্যিকারের ব্রাহ্মণ সে, যার মধ্যে কোনও বিকার রূপী শত্রু নেই”

*প্রশ্নঃ - বাবার রিগার্ড কোন বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয়? সুবুদ্ধিমান কারা ?

*উত্তরঃ - বাবার রিগার্ড তাদের প্রাপ্ত হয় যারা যন্ত্রের প্রতিটি কাজ রেম্পন্সিবিলিটি নিয়ে করে। কখনও গাফিলতি করে না। পবিত্র বানানোর রেম্পন্সিবিলিটি বুঝে সেই সেবায় তৎপর থাকে। চলন খুব রয়্যাল থাকে, কখনও নাম বদনাম করে না। অলরাউন্ডার হয়। সুবুদ্ধিমান হল সে, যে ফুল পাস হওয়ার চেষ্টা করে। কখনও দুঃখদায়ী হয় না। কোনও উল্টো কর্ম করে না।

*গীতঃ- আজ নয়তো কাল বর্ষিত হবে এই মেঘ.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের এই ডায়রেকশন কে প্রদান করেন? অসীম জগতের পিতা, যাঁকে বাচ্চারা এতখানি পিতৃত্বতা হয়ে স্মরণ করে না। বাবা বলেন বাচ্চারা এখন ফিরে যেতে হবে। বাচ্চা কাদের বলা হয়? যারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী তাদেরকে বাবা, সন্তান বা বাচ্চা বলবেন কারণ তারা তাঁর সন্তান হয়েছে। বাবা বসে বোঝান যখন নতুন সৃষ্টির রচনা হয় তখন পুরানো সৃষ্টির আত্মাদের ঘরে ফিরতে হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা, পিতাকে আর পিত্রালয়কে অর্থাৎ পরম ধামকে জেনেছো। এটা তো ঠিকই অনেকে বাবাকে ভালোই স্মরণ করে। শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলে, কেউ আবার দেহ-অভিমানের বশে স্মরণ করে না। পবিত্র থাকে না। ব্রাহ্মণ হল ঈশ্বরীয় সন্তান, ব্রহ্মা মুখ বংশী। রচয়িতা হলেন পিতা, গায়নও আছে তাইনা যে, ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা সন্তান রচিত হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যথার্থই আমরা ঈশ্বরের সন্তান ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ হয়েছি। ব্রাহ্মণ তাদের বলা হয় যারা পবিত্র থাকে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পবিত্রতার উপরে। একে বলা হয় অপবিত্র পতিত দুনিয়া। মানুষ মাত্রই পতিত, তারা পবিত্র কথার অর্থ বোঝে না। কলিযুগ হলো পতিত দুনিয়া, সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া - এই কথা কেউ জানেনা। কেউ কেউ তো বলে দেয় সত্য যুগ, ত্রেতাতেও পতিত মানুষ থাকে, যেমন সীতার হরণ হয়েছিল এ'হল পবিত্র দুনিয়ার গ্লানি করা। যেমন দৃষ্টি, তেমন সৃষ্টি, এমনটাই দেখতে পাওয়া যায়। পবিত্র দুনিয়ায় পতিত যদি থাকে তবে কি বাবা পতিত দুনিয়ার রচনা করবেন? বাবা তো পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা করেন। গাওয়াও হয়ে থাকে - পতিত-পাবন এসো, এসে এই সৃষ্টিকে, তার মধ্যেও বিশেষ করে ভারতকে পবিত্র বানাও। এখন এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নাম তাদেরকেই দেওয়া হয় যারা পবিত্র থাকে। পতিতকে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী অথবা বি.কে. বলা হবে না। তারা হল গর্ভজাত বংশাবলী। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী তো বলা হয় না (গর্ভজাত বংশ নয়)। তারা হলো পতিত। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান এইজন্য হয়েছে যাতে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হও। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বা ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয়ে যদি পতিত হয় অথবা বিকার গ্রস্ত হয় তবে সে বি.কে. নয়। ব্রাহ্মণ কখনও বিকার গ্রস্ত হবে না। বিকারের বশে বশীভূত হলে শূদ্র বলা হয়। ঈশ্বরের সন্তান এজন্যই হও যাতে ঈশ্বরের কাছে আমরা রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি। রাজত্বের (স্বর্গের) অধিকার প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করা উচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা নর থেকে নারায়ণ হবো।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে নম্বর ওয়ান হলো কাম। সেকেন্ড নম্বরে ক্রোধ। ক্রোধ ইত্যাদির ভূত থাকলে তারা সম্পূর্ণ বর্সার অধিকারী হয় না। বলা হয় কাম বা ক্রোধ রূপী ভূতের বশে, পর-বশ হয়েছে। বাবাকে স্মরণ না করার দরুন রাবণের বশে বশীভূত হয়ে যায়। এমন ক্রোধযুক্ত বা কামযুক্ত আত্মারা নর থেকে নন্দ্রায়ন পদ প্রাপ্ত করতে পারে না। এখানে চাই পারফেক্ট ব্রাহ্মণ । বাবা বোঝান প্রথম নম্বরের ভূত আসে দেহ-অভিমানের। যদি দেহী-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে তো বাবা অবশ্যই সাহায্য করবেন। যে যতখানি স্মরণ করে তার ততই সাহায্য প্রাপ্ত হয়। সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হল সে যার মধ্যে বিকার রূপী শত্রুদের অবস্থান থাকবে না। মুখ্য দেহ-অভিমানের কারণেই অন্য শত্রুরা আসে। এই ভারত ছিল শিবালয় তখন দুঃখের কোনও কথা ছিল না। এ'কথা মানুষ জানেনা। তারা তো বলে দেয় মায়াও আছে, ঈশ্বরও আছে। ঈশ্বর নিজ সময়ে আসেন, মায়া নিজ সময়ে আসে। অর্ধেক কল্প হলো ঈশ্বরীয় রাজ্য, অর্ধেক কল্প হলো মায়ার রাজ্য। এই তথ্য শাস্ত্রে নেই। ওটা হল ভক্তিমার্গ। জ্ঞানের সাগর একমাত্র বাবা যাঁকে পতিত-পাবন বলা হয়। যারা বাবাকে স্মরণ করেনা তাদের দ্বারা পতিত কর্ম অবশ্যই হতে থাকবে। তাদেরকে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বলা হবে না। খুবই সূক্ষ্ম কথা। শিববাবাকে (ঠাকুরদা) স্মরণ না করলে বর্সা প্রাপ্ত হবে কোথা থেকে। তখন তাদের পুরানো দুনিয়ার

আত্মীয় পরিজনদের কথা স্মরণে আসে। ভালো ভাবে বাবাকে স্মরণ করলে বাবাও সাহায্য করবেন। তোমরা মুরলী ক্লাস করাতে গিয়ে কোথাও আটকে গেলে শিববাবা স্বয়ং এসে মুরলী চালাবেন। বাচ্চারা এই কথা বুঝতে পারে না যে শিববাবা এসে সাহায্য করেন। তারা ভাবে তারা ভালো মুরলী ক্লাস করিয়েছে। আরে আজ ভালো করেছে, আগে কেন চালাওনি। তোমরা কি এটাও বুঝতে পারো নাকি যে - শিববাবা বলছেন নকি ব্রহ্মাবাবা বলছেন! শিববাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা আমার ঈশ্বরীয় সন্তান, আমাকে স্মরণ করো। এমন কেউ আর বলতে পারে না। আমিই এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করে বলতে পারি। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। তোমরা জ্ঞানী আত্মায় পরিণত হচ্ছে। তাই যারা বাবার সাথে যোগযুক্ত থাকে বাবাও এসে তাদের সহায়তা করেন। দেহ-অভিমানী স্মরণ করবে না। বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। অহংকার আসা উচিত নয় - আমি ভালো মুরলী ক্লাস করাই। না, বুঝতে হবে শিববাবা এসে মুরলী ক্লাস করিয়েছেন। ক্ষণে ক্ষণে শিববাবাকে স্মরণ করা উচিত। অনেক বাচ্চারা সম্পূর্ণ রূপে স্মরণ করে না তাই কর্ম ভোগও দূর হয় না। অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। বিকর্ম বিনাশ হয় না।

বাচ্চাদেরকে বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হবে। আমরা হলাম রাজযোগী। বাবার থেকে রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হবে। আমরা নর থেকে নারায়ণ হবো। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে আমি এমন পড়াশোনা করি যাতে সূর্য বংশে যাই। এমন নয়, প্রথমে দাস-দাসী হয়ে পরে রাজত্ব লাভ হবে। বাবাকে স্মরণ করলে বাবার সহযোগিতা প্রাপ্ত হবে। নাহলে কিছু পাপ, ক্ষতি ইত্যাদি হবে। তারা অত্যন্ত দুঃখদায়ী হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো হলেন সুখদায়ী, তাইনা। সুবুদ্ধিমান বাচ্চারা চেষ্টা করবে ফুল পাস করার। এমন নয়, যা পেলাম সেটাই ঠিক আছে। প্রতিটি বিষয়ে অলরাউন্ড পুরুষার্থ করা উচিত। এমন নয় এই কাজ তো আমার নয় আমি কেন করবো, বাবা অলরাউন্ড কাজ করেন তাইনা। বাচ্চাদের আচরণ ঠিক থাকে না তখন বাবার নাম বদনাম করায়। বাবা বলেন আমার সন্তান হয়ে উল্টো কর্ম করলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এমন ভাববে না যে ব্রহ্মাবাবা ডায়রেকশন দিচ্ছেন। শিববাবা স্মরণে থাকা উচিত।

বাচ্চাদের বুঝতে হবে দুনিয়াকে পবিত্র করার দায়িত্ব রয়েছে মাথার উপরে। আমরাই হলাম রেম্পন্সিবল। ভারতকে পবিত্র বানানোর অনেক বড় রেম্পন্সিবিলিটি রয়েছে। যন্ত্রের প্রতিটি কর্ম রেম্পন্সিবিলিটির সাথে করতে হবে। কোনও গাফিলতি যদি না থাকে তবেই বাবা রিগার্ড দেবেন। নাহলে ধর্মরাজের এমন দন্ড ভোগ করবে যে, কখনও জেলে বন্দিরাও এমন দন্ড ভোগ করেনি। তাই বাবা বলেন বিনাশের পূর্বে সব বিকর্ম যোগের দ্বারা ভস্মীভূত করো। তা নাহলে জন্ম-জন্মান্তর বিকর্মের সাজা ধর্মরাজপুরীতে ভোগ করতে হবে, তাই গাফিলতি করবে না। এ হল অন্তিম জন্ম। পরে তো যাবে স্বর্গে। দন্ড ভোগ করে প্রজা পদ প্রাপ্ত করাকে পুরুষার্থ বলা হবে না। সেই সময় গ্রাহি গ্রাহি করতে হবে। এমন সাক্ষাৎকারও বাবা করাবেন যে বার বার বাবা বুঝিয়েছিলাম, ব্রাহ্মণ হওয়া মাসির বাড়ি যাওয়ার মতন সহজ কথা নয়। ঈশ্বরের সন্তান হয়ে কোনও বিকার থাকা উচিত নয়। তার মধ্যেও কাম বিকার হলো মহা শত্রু। যারা কাম বিকারের বশীভূত হয়ে পড়ে তাদেরকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না। মায়া খুব প্রহার করবে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও কর্ম করবে না। ফ্যামিলিয়ারিটির হাঙ্কা নেশা - এটাও হলো একপ্রকারের মায়ার নেশা। বাবা বুঝিয়েছেন এর দ্বারাও কর্মের বোঝা বাড়বে। তোমরা ব্যভিচারী হয়ে গেছো। ঈশ্বরীয় সন্তানের মধ্যে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি শয়তান কখনো থাকে কি? সেসব হল শয়তান আসুরিক গুণ। অনেকে আছে যারা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে মায়ার আপন হয়ে যায়। দেহ-অভিমানে এসে যায়। বাবার শ্রীমৎ অনুসরণ করলে বাবা রেম্পন্সিবল হবেন। ব্রহ্মার মতের গায়নও আছে। ব্রহ্মার মত অনুসরণ করলেও শিববাবা রেম্পন্সিবল থাকবেন। তাহলে নিজের উপরে রেম্পন্সিবিলিটি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বাপ-দাদা, দুই জনের মত-ই হল সুবিখ্যাত। মাতার মতানুসারেও চলা উচিত কারণ মাতা হলেন গুরু। ওই মাতা-পিতা আলাদা। এই সময় মাতাকে গুরু বানানোর প্রচলন আছে।

তোমরা পুরুষার্থ করছো শিবালয়ের জন্য। সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয়। পরমাত্মার অ্যাক্যুয়েট নাম হলো শিব। শিব জয়ন্তীর গায়ন আছে। শিবকে কল্যাণকারী বলা হয়, তিনি হলেন বিন্দু স্বরূপ। পরম পিতা পরমাত্মার রূপ হলোই স্টার। স্বর্ণ বা রৌপ্যের ছোট স্টার তৈরি করে কপালে টিপও পরে। বাস্তবে সেটাই সঠিক আর স্টার অবস্থানও করে ব্রুকুটিতে। কিন্তু মানুষের জ্ঞান নেই। কেউ আবার কপালে ত্রিশূলও আঁকে। ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শীর নিদর্শন অর্থাৎ দিব্য দৃষ্টি, দিব্য বুদ্ধিকে বোঝায়। এখন বাচ্চারা, তোমাদের এই জ্ঞান আছে। তোমরা চাইলে স্টার লাগাতে পারো। আমাদের চিহ্ন শ্বেত স্টার। আত্মার রূপও হল স্টারের মতো। বাবা সব রহস্য বুঝিয়ে দেন। সতর্কও করে দেন। বি.কে. তারা, যারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, পাপ কর্ম কখনও করবে না। এই কথাটি স্মরণে রাখতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবে না। যদি দুঃখ দাও তবে শিববাবার সন্তান নয়। শিববাবা আসেন সুখ প্রদান করার জন্য। সেখানে যথা রাজা রানী তথা প্রজা - সবাই একে

অপরকে সুখ প্রদান করে। এখানে সবাই শ্যাম বর্ণের হয়ে গেছে, কাম কাটারী চলতে থাকে। এটা হলোই একে অপরকে দুঃখ দেওয়ার দুনিয়া। সত্য যুগ হল একে অপরকে সুখ দেওয়ার দুনিয়া। বোঝানো উচিত যে, আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি। আমরা কোনও পাপ করি না। নাহলে পুণ্য আত্মাদের দুনিয়ায় এত উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে না। প্রত্যেকের নাড়ি দেখে বোঝা যায় যে এরা আমাদের কুলের কিনা।

আমরা এ'কথা বলে থাকি যে, ভগবানুবাচ তো প্রখ্যাত আছেই যে - আমি তোমাদেরকে রাজযোগের শিখিয়ে থাকি। ভগবান তো একমাত্র নিরাকারকে বলা হয়। তাহলে উনি কবে এসে রাজযোগ শেখাবেন? নিশ্চয়ই যখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে। নতুন দুনিয়ার জন্য অবশ্যই পুরানো দুনিয়ায় আসতে হবে। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। কোথাকার জন্য? নরকের জন্য? পবিত্র দুনিয়ার জন্য। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। তাহলে কবে এসেছিলেন, উনি কে, পুনরায় কবে আসবেন? নিশ্চয়ই সত্য যুগের জন্যই শেখাবেন। খুব সহজ। কিন্তু যদি কারো ভাগ্যে না থাকে তবে তো বুদ্ধিতে বসবে না। এমন যেন তপ্ত লোহার চাটু ছোঁতে করেই উবে যায়। তখন বুঝতে হবে তারা আমাদের সূর্য বংশী, চন্দ্র বংশী রাজ্যের নয়। যদিও প্রজা তো অসংখ্য তৈরী হবে।

আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি ৫ হাজার বছর পরে এসে বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার নিতে আসা বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কারো মনে কখনো দুঃখ দেবে না। প্রতিজ্ঞা করতে হবে কখনও কোনও পাপ কর্ম করবো না। সদা সুখদায়ী হবো।

২) কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো রকমের উল্টো কর্ম করবে না। বাবা আর দাদার (শিববাবা ও ব্রহ্মাবাবা) মতানুসারে চলে নিজের বোঝা (কর্মের বোঝা) নামিয়ে দিতে হবে।

বরদান:- অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত মর্যাদা অনুসারে চলা মর্যাদা পুরুষোত্তম ভব সঙ্গম যুগের মর্যাদা -ই পুরুষোত্তম বানায়, সেইজন্যই মর্যাদা পুরুষোত্তম বলা হয়। তমোগুণী বায়ুমন্ডল, ভাইব্রেশন থেকে বাঁচার সহজ সাধন হলো এই মর্যাদা গুলি। মর্যাদার সীমারেখার ভিতরে যারা থাকে তারা পরিশ্রম অনুভব করে না। প্রতিটি কদমের জন্য বাপদাদার দ্বারা মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিলে স্বভাবতঃই মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়া যায়। অতএব অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত মর্যাদায় পরিপূর্ণ জীবন থাকলে তখনই বলা হবে পুরুষোত্তম অর্থাৎ সাধারণ পুরুষদের চেয়ে উত্তম আত্মারা।

স্নোগান:- যেকোনো বিষয়ে যে নিজেকে মোহিত করে নেয় সে-ই সর্বজনের আশীর্বাদের (দুআ'র) পাত্র হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে সকল সম্বন্ধের সুখ প্রাপ্ত করতে হলে বাকি সমস্ত কিছুর থেকে বুদ্ধি যোগ উঠিয়ে নিয়ে শুধু আমাকে স্মরণ করো, এটাই হলো মূল লক্ষ্য"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা এই সময় কোন্ ভালো কাজ করে থাকো, যার রিটার্নে (প্রতিদানে) তোমরা অগাধ বিত্তশালী হয়ে যাও?

*উত্তরঃ - সর্বোত্তম কর্ম হলো - জ্ঞান রত্নের দান করা। এই অবিনাশী জ্ঞান ভান্ডারই পরে ২১ জনমের জন্য বিনাশী ধন সম্পত্তি তে ট্রান্সফার হয়, এতেই তোমরা অগাধ সম্পত্তির মালিক হও। যে যত জ্ঞানরত্নকে ধারণ করে অন্যদেরকে ধারণ করায় সে ততো ধনসম্পত্তির মালিক হয়। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করা - এটাই হলো সর্বোত্তম সেবা।

ওম্ শান্তি। শিববাবা তাঁর শালগ্রাম বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে থাকেন। এ হলো পরমাত্মার নিজের সন্তানদের অর্থাৎ আত্মাদের জন্য জ্ঞান। এক আত্মা কখনো অন্য আত্মাকে জ্ঞান দিতে পারে না। পরমাত্মা শিব এসে, ব্রহ্মা সরস্বতী এবং তোমাদের মতো লাকি স্টার বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বোঝান। সেইজন্য একে পরমাত্মা জ্ঞান বলা হয়। পরমাত্মা তো একজনই আছেন বাদবাকি সবই হলো ক্রিয়েশন (রচনা), ক্রিয়েটরের (রচয়িতা)। ঠিক যেমনভাবে লৌকিক বাবা কখনো এমন বলবে না যে, আমার সন্তানেরা হলো আমারই রূপ। না, তিনি বলবেন এরা আমারই রচনা। এখন শিব বাবা হলেন আত্মিক পিতা, তিনিও তাঁর নিজের ভূমিকা পালন করছেন। তিনিই হলেন প্রধান অ্যাক্ট, ক্রিয়েটর আর ডায়রেক্টর। আত্মাকে কখনো ক্রিয়েটর (রচয়িতা) বলা যায় না। পরমাত্মার বিষয়েই বলা হয় যে, তোমার মতিগতি ভুমিই জানো। জাগতিক গুরুদের তো নিজ নিজ পৃথক মতাদর্শ আছে। সেই কারণে পরমাত্মা এসে এক মত প্রদান করেন। তিনি তো মোস্ট বিলাভেট (সকলের সবচেয়ে প্রিয়)। সেই এক এর সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করতে হবে আর বাকি যাদের সাথে তোমাদের প্রীতি আছে, তারা শুধু ধোঁকা দেবে, সেই কারণেই সেই সমস্ত কিছুর থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নাও। আমি তোমাদেরকে সকল সম্বন্ধের সুখ দেবো, শুধুমাত্র মামেকম্ (স্মরণ করো) - এটাই হলো লক্ষ্য। আমি সকলের প্রিয় পিতাও, শিক্ষকও আবার গুরুও। এখন তোমরা জানো যে সেই জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা জীবনমুক্তি পাবে। এটাই সেই অবিনাশী জ্ঞানের রত্ন ভান্ডার। এই রত্ন ভান্ডার পরিবর্তিত হয়ে পড়ে ২১ জন্মের জন্য জাগতিক ধনসম্পত্তি হয়ে যায়। ২১ জন্ম ধরে আমরা ভরপুর হয়ে যাই। রাজার রাজা হয়ে যাই। এই অবিনাশী ধনের দান করতে হবে। আগে যখন পূর্বে যখন বিনাশী অর্থ সম্পত্তি দান করতে, তার ফল স্বরূপ পরবর্তী জন্মে অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ প্রাপ্ত হত। বলা হয় যে পূর্বজন্মে নিশ্চয় কিছু দান ধ্যান করে পূণ্য অর্জন করেছিল, তারই ফল এখন পাচ্ছে। কিন্তু সেই ফল শুধুমাত্র এক জন্মের জন্যই প্রাপ্ত হয়। জন্ম জন্মান্তরের প্রাপ্তি নয়। এখন আমরা যা করব তার প্রাপ্তি আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে পাবো। সুতরাং এ হলো অনেক জন্মের বাজি ধরা। পরমাত্মার কাছ থেকে অনন্তের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। সর্বোত্তম কর্ম হলো অবিনাশী জ্ঞানের ভান্ডার দান করা। যতটা নিজে ধারণ করে অন্যকে ধারণ করাতে ততোই নিজেও অগাধ সম্পত্তির মালিক হবে আর অন্যকেও তাই বানাবে। এ হলো সর্বোত্তম সেবা, যার দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত হয়। দেবতাদের রীতিনীতি দেখো কেমন - সম্পূর্ণ নির্বিকারী, অহিংসা পরম ধর্ম। পিউরিফিকেশন (সম্পূর্ণ পবিত্রতা) সত্য যুগ এবং ত্রেতা যুগেই শুধু থাকে। দেবতারাই স্বর্গের অধিবাসী, অত্যন্ত উচ্চ হিসেবেই তাদেরকে স্মরণ করা হয়। সত্যযুগে সূর্যবংশে যারা জন্মগ্রহণ করে তারাই হলেন সম্পূর্ণ। তারপর থেকে একটু একটু করে খাদ্য পড়তে থাকে। এখন তোমরা জানো যে, দেবতারা কোন্ বেহস্তের (স্বর্গের) নিবাসী। বৈকুণ্ঠ হল ওয়ান্ডারফুল দুনিয়া, সেখানে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যেতে পারবে না। এই সমস্ত ধর্মের রচয়িতা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবত (ভগবান)। ব্রহ্মা, এই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন না। ব্রহ্মাবাবা বলেন আমি তো ইম্পিওর ছিলাম, আমার মধ্যে এই জ্ঞান কোথা থেকে এলো। বাকি সমস্ত পবিত্র আত্মারা ওপর থেকে আসে নিজ নিজ ধর্ম স্থাপন করার জন্য। এখানে স্বয়ং পরমাত্মা ধর্ম স্থাপন করেন। যখন তিনি এঁনার মধ্যে আসেন তখন এঁনার নাম রাখেন ব্রহ্মা। বলা হয় ব্রহ্মাদেবতায় নমঃ, বিষ্ণুদেবতায় নমঃ.... এখন প্রশ্ন ওঠে যে তাহলে এই সকল দেবতাদের থেকে মনুষ্য সৃষ্টি রচিত হয়েছে কি? না। পরমাত্মা বলেন - আমি যে সাধারণ দেহে প্রবেশ করি তার নাম রেখেছি ব্রহ্মা। উনি হলেন সূক্ষ্ম ব্রহ্মা সুতরাং দু'জন ব্রহ্মা হয়ে গেল। এনার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়েছে, কারণ ঈশ্বর বলেন যে - আমি সাধারণ দেহে আসি। ব্রহ্মার মুখকমল থেকে ব্রাহ্মণ রচনা করি। আদি দেব থেকে হিউম্যানিটি রচিত হলো, ইনি হলেন হিউম্যানিটির (মনুষ্য) প্রথম

বাবা, অতঃপর ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এখন আমি তোমাদেরকে রাজার রাজা বানাই। কিন্তু যখন দেহ সহ দেহের সমস্ত সম্বন্ধের থেকে মোহ ত্যাগ করতে পারবে তবেই হতে পারবে। বাবা, আমি শুধু তোমারই, ব্যসা। এই দৃঢ় নিশ্চয় তো অবশ্যই আছে যে তোমরা রাজকুমার হবে। চতুর্ভুজ এর সাক্ষাৎকার হয়, তাইনা। চতুর্ভুজ হলো যুগল মূর্তি। ছবিতে ব্রহ্মাকে ১০, ২০ ভুজ বিশিষ্ট দেখানো হয়। মা কালকে বহুভুজা দেখানো হয়েছে, কখনো কারোর এতগুলি হাত হয় না। এ সমস্তই হল অশ্রুশব্দ। আমাদের এই পথ হল প্রবৃত্তি মার্গ। সুতরাং ব্রহ্মার যে এতগুলি হাত দেখানো হয় - এই ভেবে যে এই যে ব্রহ্মার এতগুলি সন্তান, তারা যেন তাঁর হাত। এছাড়া এই কালী ইত্যাদি বলে কিছু নেই, যেমন শ্রীকৃষ্ণকে কালো দেখানো হয়েছে, তেমনভাবে মা কালীর চিত্রকেও কালো করে দেওয়া হয়েছে। এই জগদম্বাও ব্রাহ্মণী। আমরা নিজেদেরকে ভগবান অথবা অবতার বলি না। বাবা বলেন - শুধুমাত্র মামেকম স্মরণ করো। বাস্তবে সকল শিবকুমারই হল শালগ্রাম। তারপর যখন তোমরা মানব তনে আসো, তখন তোমরা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী নামে পরিচিত হও। ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারীরা তারপর সত্যযুগে গিয়ে বিষ্ণুকুমার বিষ্ণুকুমারী হবে। বাবা ক্রিয়েট করেন তারপর তাদের লালন-পালনও করতে হয়। এই রকম ডিয়ারেস্ট ড্যাড এর উত্তরাধিকারী তোমরা। তাঁর সাথে তোমরা সওদা করে থাকো। ইনি (ব্রহ্মাবাবা) তো এর মাঝখানে দালাল মাত্র।

বাবা হলেন হোলি গভর্নেন্ট। তিনি এসেছেন এই গভর্নেন্টকেও পাওব গভর্নেন্ট বানাতে। আমাদের এই সার্ভিস হলো অত্যন্ত উচ্চ এবং মহান। গভর্নেন্টের প্রজাকে আমরা মানুষ থেকে দেবতা করে তুলি, বাবার সহায়তায়। সুতরাং আমরা তো তাদের সার্ভেন্ট, তাই না। আমরা ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট, আমরা বাবার সাথে এসেছি সমগ্র দুনিয়ার সেবা করতে। আমরা এর পরিবর্তে কিছু নিই না। বিনাশী ধনসম্পত্তি মহল ইত্যাদি নিয়ে আমরা কি করব? আমাদের তো শুধুমাত্র ৩ পদ ভূমি (তিন পা পৃথিবী) চাই।

বাম্বারা এখন তোমরা প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত করছো, শাস্ত্রের জ্ঞানকে জ্ঞান বলা হয় না, সে তো ভক্তি মাত্র। জ্ঞানের অর্থই হলো সদগতি। সদগতির অর্থ হল মুক্তি-জীবনমুক্তির প্রাপ্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত না জীবনমুক্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তও হতে পারবে না। আমরা জীবনমুক্ত হয়ে যাই, বাকি সকলে মুক্ত হয়। তাইতো বলে যে তোমার মতি গতি তুমিই জানো। পরমাত্মা যে সর্বব্যাপী - এই কথা প্রমাণিত হয় না। পরমাত্মা বলেন যে, আমি কল্প-কল্প ধরে এসে নিজের মত এর দ্বারা সকলের সদগতি করি। সন্নতির সাথে গতিও এসেই যায়। নতুন দুনিয়াতে খুব অল্পসংখ্যকই থাকবে। আগে আমরা বলতাম যে - এই জগতে এখানেই সূর্য এখানেই চাঁদ আর এখানেই ৯ লক্ষ নক্ষত্র রয়েছে... প্রকৃতপক্ষে সূর্য এখন এই সময় এখানেই রয়েছে। শিব এই জগতে এসেছেন, যখন এত বিস্তার হয়েছে। এখন এখানে মাগ্মা, বাবা আর তোমরা বাম্বারা সৌভাগ্যবান নক্ষত্র মন্ডলী রয়েছে। বিবেকও বলে যে সত্যযুগে নিশ্চয়ই খুব কম সংখ্যক জন থাকবে। তারপর জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ সমস্তই ভালো করে বুঝে নেওয়ার বিষয়। যে যত পবিত্র হবে সে ততটা ধারণ করতে পারবে। অপবিত্রতা থাকলে ধারণ কম হবে। পবিত্রতা সর্বপ্রথম প্রয়োজন। ক্রোধের ভূত যদি থেকে যায় তবে মায়ায় সাথে যুদ্ধে হেরে যাবে। এ তো যুদ্ধ, তাই না? ওস্তাদের হাতে নিজের হাত দিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে দিতে হবে। না হলে এই প্রবল মায়া ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যাদের হাত তাঁর হাতে সম্পূর্ণভাবে দেওয়া আছে এই জ্ঞানের রিমঝিম বর্ষা, শুধু তাদেরই জন্য রয়েছে। বাবা সাক্ষী হয়ে নিজের পাটও পালন করেন আর দেখতেও থাকেন। এখন এটা তো তোমরা বুঝতেই পারো যে মা বাবা আর লাকি স্টার্স, অনন্য যারা তাঁদেরকে ফলো করতে হবে। বাবা তো বুঝিয়েছেন যে মুরলী পড়া কখনো ছেড়ে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস ২৩-১২-৫৮

দেখো সর্বশক্তিমান বাবার কত আত্মিক কারখানা (সেন্টার) এখানে রয়েছে। যেখান থেকে প্রত্যেকে আত্মিকরত্ব প্রাপ্ত করে। সব কারখানার শেঠ হলেন বাবা। ম্যানেজাররা সামলাচ্ছে আর দোকান চলছে। একে দোকানই বলা আর হোস্টেলই বল... এইসব তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের পরিবারও বটে। তোমাদেরকে নিজেদের জীবন তৈরী করতে হবে এডুকেশন এর দ্বারা। এখানে আত্মিক এবং শারীরিক দুটোই রয়েছে। দুইই হলো অসীম জগতের। আর ওখানে হলো আত্মিক এবং শারীরিক উভয়ই জাগতিক এর। গুরু গন যে সকল শাস্ত্র ইত্যাদির শিক্ষা প্রদান করেন সে সবই সীমিত বা জাগতিক। আমরা কোনো মানুষকে গুরু হিসেবে মানি না। আমাদের তো কেবল এক সঙ্কর, যিনি একটিই রথে চেপে

আসেন। ক্ষণে ক্ষণে তাকে স্মরণে রাখলে তবেই তো বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা এই সমস্ত ধন সেই গ্র্যান্ডফাদারের কাছ থেকে পাও, সেই কারণেই তাকে স্মরণ করতে হবে। এমন কোনো কর্ম কখনো করোনা যা, বিকর্ম হয়ে যায়। সত্যযুগে সমস্ত কর্মই অকর্ম হয়, এখানে সকল কর্মই বিকর্ম হয়ে যায়, কারণ ৫ ভূতের প্রভাব পড়ে। আমরা সম্পূর্ণ সেফ। বাবা বলেন বিকর্ম দান করে দিলে পুনরায় যদি তা ফেরত নিয়ে নাও তাহলে লোকসান হয়ে যাবে। কখনো এটা ভেবো না যে লুকিয়ে গোপনে করলে বাবা জানতে পারবে না। ধর্মরাজ তো সবই জানতে পারবে। এই সময় বাবাকে অন্তর্মামী বলা হয়, প্রত্যেক বাচ্চার রেজিস্টার শুধু বাবাই দেখতে পান। যেহেতু তিনি বাচ্চাদের অন্তরের অন্তস্থল অন্দি জানতে পারেন তাই তাঁর কাছ থেকে কোনো কিছু লুকিয়ে রেখো না। বাচ্চারা বাবাকে চিঠি লেখে যে, বাবা আমাদের ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও, ধর্মরাজের দরবারে সাজা দিও না। যেন সরাসরি শিব বাবাকে চিঠি লেখে। বাবার নামে এই পোস্ট বক্সে চিঠি দিয়ে দেয়। বাবার কাছে ভুল স্বীকার করে বলে দিলে অর্ধেক সাজা মার্ফ হয়ে যায়। এখানে অত্যন্ত পবিত্রতার প্রয়োজন। সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পন্ন এখানেই হয়ে উঠতে হবে। এখানে তো রিহার্সাল হবে তারপর ওখানে সত্যযুগে প্র্যাকটিক্যালি পাঠ করতে হবে। নিজেকে যাচাই করে নিতে হবে, কোনো বিকর্ম করি না তো? সংকল্প অনেক আসবে, মায়া অনেক পরীক্ষা নেবে, কিন্তু ভয় পেয়ো না। অনেক লোকসান হবে, ব্যবসা চলবে না, পা ভেঙে যেতে পারে, অসুস্থ হয়ে পড়বে..... যাই হয়ে যাক না কেন, বাবার হাত কখনো ছেড়ে না। অনেক রকমের পরীক্ষা আসবে। সবার প্রথমে তা বাবার সামনে আসে। তাই বাবা বলে দেন যে, সাবধান থেকো, দুর্বল না হয়ে পালোয়ান হয়ে ওঠো।

দেখো ভারতে যত ছুটি থাকে আর কোথাও তা পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে আমাদের এক সেকেন্ডও ছুটি নেই, কারণ বাবা বলেন প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে বাবার স্মরণে থাকো। এক একটি শ্বাস অত্যন্ত মূল্যবান, তাহলে তা নষ্ট কি করে করবে? যে অপচয় করে সে পদব্রষ্ট হয়ে যায়। এই জন্মের এক একটি শ্বাস অত্যন্ত মূল্যবান। দিনরাত বাবার সেবায় নিযুক্ত থাকতে হবে। তোমরা সর্বশক্তিমান বাবার প্রেমী নাকি তিনি যে রথে আরোহণ করে আসেন তার প্রেমী? নাকি উভয়েরই? অবশ্যই দুজনেরই প্রেমী হতে হবে। বুদ্ধিতে এটা থাকবে যে বাবা এই রথে আছেন। তার জন্যই তোমরা এই রথকেও ভালবাসো। শিবের মন্দিরে ষাঁড়ের মূর্তি রয়েছে। শিবের সাথে তারও পূজা হয়। কতখানি গুট রহস্য এ' সব। যারা রোজ শোনে না, তারা অনেক পয়েন্ট মিস করে ফেলে। যারা রোজ শোনে তারা কখনও পয়েন্টস্ এ ফেল হবে না। তাদের ম্যানার্সও খুব ভালো থাকবে। বাবার স্মরণে থাকলে অনেক প্রফিট। তারপর হলো বাবার নলেজকে স্মরণে রাখা। তখন যোগেও লাভ হবে, জ্ঞানেও লাভ হবে। বাবাকে স্মরণ করলে তাতে সবচেয়ে বেশি লাভ, কারণ তার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয় আর উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর শুভরাত্রি। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, একটিও শ্বাস যেন ব্যর্থ না যায়। কখনো এমন কর্ম করবে না যা বিকর্মে পরিণত হয়।

২) ওস্তাদের হাতে নিজের হাত দিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে উঠতে হবে। কখনো ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মায়ার সাথে যুদ্ধে হেরে যেও না। পালোয়ান হয়ে উঠতে হবে।

বরদানঃ:- সমর্থ স্থিতির আসনে বসে ব্যর্থ আর সমর্থের নির্ণয়কারী স্মৃতি স্বরূপ ভব এই জ্ঞানের এসেম্ব (সারমর্ম) হলো স্মৃতি স্বরূপ হওয়া। প্রতিটি কাজ কাজ করার আগে এই বরদানের দ্বারা সমর্থ স্থিতির আসনে বসে নির্ণয় করো যে - এটা ব্যর্থ নাকি সমর্থ, তারপর তা কর্মে নিয়ে এসো। কর্ম করার পরে চেক করো যে কর্মের আদি মধ্য এবং অন্ত - এই তিনকাল সমর্থ ছিল তো? এই সমর্থ স্থিতির আসনই হল হংস আসন - এর বিশেষত্বই হলো নির্ণয়শক্তি। নির্ণয় শক্তির দ্বারাই সর্বদাই মর্যাদা পুরুষোত্তম স্থিতিতে অগ্রসর হতে থাকবে।

স্লোগানঃ:- অনেক রকমের মানসিক অসুস্থতাকে দূর করবার সাধন হলো - সাইলেন্সের শক্তি।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"একাগ্রতার শক্তিতে দূততার দ্বারা সহজ সফলতার প্রাপ্তি"

আজ ব্রাহ্মণ সংসারের রচয়িতা চতুর্দিকে নিজের ব্রাহ্মণ পরিবারকে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। এটা 'অভিনব ও অনুপম' (স্বতন্ত্র) এবং অতি প্রিয় ছোট একটা অলৌকিক ব্রাহ্মণ সংসার। সমগ্র ড্রামাতে অতি শ্রেষ্ঠ সংসার, কারণ ব্রাহ্মণ সংসারের সব গতিবিধি অনুপম এবং অভিনব ও বিশেষ। এই ব্রাহ্মণ সংসারের ব্রাহ্মণ আত্মারা এই বিশ্বের মধ্যেও বিশেষ আত্মা। সেইজন্যই এটা বিশেষ আত্মাদের সংসার। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি আর শ্রেষ্ঠ কৃতি বিশ্বের সকল আত্মাকে শ্রেষ্ঠ বানানোর নিমিত্ত। এই বিশেষ দায়িত্ব তোমরা সব আত্মার উপরে ন্যস্ত, তো সকলে তোমরা নিজেদের এই দায়িত্ব অনুভব করো? কত বড় দায়িত্ব! সমগ্র বিশ্বের পরিবর্তন! না শুধু আত্মাদের পরিবর্তন করো, বরং প্রকৃতিরও পরিবর্তন করো। কিন্তু এই স্মৃতি সদা বজায় থাকবে তাতে নশ্বর ক্রমে রয়েছে। সব ব্রাহ্মণ আত্মার ভিতরে সদা সঙ্কল্প থাকে যে, আমি বিশেষ আত্মা যেন নশ্বর ওয়ান হই, কিন্তু সঙ্কল্প আর কর্মে প্রভেদ হয়ে যায়। এর কারণ কী? কর্মের সময় নিজের স্মৃতিকে সদা অনুভাবী স্থিতিতে নিয়ে আসে না। যা কিছু তোমাদের শোনা, জানা সে' দুটো তোমাদের মনে থাকে, কিন্তু নিজেকে সেই স্থিতিতে মেনে নিয়ে এগিয়ে চলাতে মেজরিটি কখনো অনুভাবী আর কখনো তোমাদের কেউ কেউ শুধু মানে আর জানে। এই অনুভবকে বাড়ানোর জন্য দুটো বিষয়ের বিশেষ মহত্বকে জানো। এক, নিজের মহত্বকে, দুই, সময়ের মহত্বকে। নিজের সম্পর্কে তোমরা অনেক জানো। যদি তোমাদের যে কোনো কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি কী ধরনের আত্মা? অথবা, এমনকি যদি তুমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে, আমি কে, তবে কত কথা স্মৃতিতে আসবে? এক মিনিটের মধ্যেই কত স্বপ্নান স্মরণে এসে যায়। অনেক কিছু স্মরণ হয়, তাই না। কত লম্বা লিস্ট নিজের মহত্বের! তো জানার সময় তো খুব হুঁশিয়ার হও, হও তো না? তাহলে অনুভব করতে কেন তফাৎ হয়ে যায়? কারণ সময়কালে সেই স্থিতির সীটে সেট থাকো না। যখন তোমরা সীটে সেট থাকো তখন কোনও কিছু, তা' দুর্বল সংস্কার হোক বা কোনো আত্মা, প্রকৃতি হোক বা কোনও রকমের রয়্যাল মায়া তোমাদের আপসেট করতে অপারগ। যেমন, অনেক আত্মার শারীরিক ভাবেও এক সীটে বা এক জায়গায় একাগ্র হয়ে বসার অভ্যাস যদি না হয় তাহলে তারা কী করবে? নড়তে থাকবে তো না। ঠিক তেমনই, মন আর বুদ্ধি যদি অনুভবের সীটে সেট হওয়া না জানে তবে এই মুহূর্তে সেট হবে, পর-মুহূর্তে আপসেট। শরীরকে বসানোর জন্য থাকে স্থূল স্থান আর মন-বুদ্ধিকে বসানোর স্থান শ্রেষ্ঠ স্থিতি। তো বাপদাদা বাচ্চাদের এই খেলা দেখতে থাকেন – এই মুহূর্তে ভালো স্থিতির অনুভবে স্থিত থাকে আর পরমুহূর্তে নিজের স্থিতি থেকে দোলাচলে এসে যায়। যেমন ছোট বাচ্চারা চঞ্চল হয়, তো তারা এক জায়গায় বেশি সময় টিকে থাকতে পারে না। কিছু বাচ্চা শৈশবের এই খেলা খুব খেলে। এক্ষুনি দেখবে খুব একাগ্র আর পরক্ষণেই একাগ্রতার পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিতে রাস্তা ভুলে যেতে থাকে। তো এইরকম সময়ে বিশেষ অ্যাটেনশন প্রয়োজন যাতে মন আর বুদ্ধি একাগ্র থাকে।

একাগ্রতার শক্তি সহজে নির্বিঘ্ন বানায়, সেইজন্য পরিশ্রম করার আবশ্যিকতা নেই। একাগ্রতার শক্তি আপনা থেকেই 'এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই' - সদা এই অনুভূতি করায়। একাগ্রতার শক্তি সহজ ভাবে একরস স্থিতি বানায়। একাগ্রতার শক্তি সদা সকলের প্রতি একই কল্যাণ-বৃত্তি সহজে বানায়।

একাগ্রতার শক্তি সকলের প্রতি ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টি আপনা থেকেই তৈরি করে দেয়। একাগ্রতার শক্তি প্রত্যেক আত্মার সাথে তোমার সম্বন্ধের মধ্যে স্নেহ, সম্মান, স্বপ্নানের কর্ম সহজভাবে অনুভব করায়।

অতএব, এখন কী করতে হবে? কোন অ্যাটেনশন দিতে হবে? 'একাগ্রতা'। স্থিত তো হও, অনুভবও করো কিন্তু একাগ্র অনুভাবী হও না। অনুভবে কখনো শ্রেষ্ঠ, কখনো মধ্যম, কখনো সাধারণ — এই তিনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকো। এতটা সমর্থ হও যাতে মন-বুদ্ধি সদা তোমার অর্ডার অনুসারে চলে। স্বপ্নেও সেকেন্ড মাত্রও যাতে তারা দোলাচলে না আসে। মন যেন মালিককে পরবশ না বানায়।

পরবশ আত্মার নিদর্শন - সেই আত্মা বশীভূত অবস্থায় সুখ, নিশ্চিন্ততা, আনন্দের অনুভূতি চাইলেও করতে পারবে না। ব্রাহ্মণ আত্মা কখনো কারও পরবশ হতে পারে না, এমনকি, নিজের দুর্বল স্বভাব আর সংস্কারের বশেও নয়। বাস্তবে, 'স্বভাব' শব্দের অর্থ 'স্ব-এর ভাব।' স্ব-এর ভাব তো ভালোই হয়, খারাপ হয় না। 'স্ব' বললে কী স্মরণে আসে? আত্মিক স্বরূপ

স্মরণে আসে তো না। সুতরাং স্ব-ভাব অর্থাৎ স্ব-এর প্রতি এবং সর্ব প্রতি আত্মিক ভাব থাকবে। যখনই দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে ভাবো যে, আমার স্বভাব কিংবা আমার সংস্কারই এরকম, কী করবো, আমি এরকমই...এগুলো কোন ধরনের আত্মা বলে? এই শব্দ বা সঙ্কল্প পরবশ আত্মার। সুতরাং, যখনই এই ধরনের সঙ্কল্প আসবে যে, আমার স্বভাব এরকম, তো শ্রেষ্ঠ অর্থে স্থিত হয়ে যাও। সংস্কার সামনে যদি আসে যে, আমার সংস্কার..., তো তৎক্ষণাৎ ভাবো যে, এই সংস্কার কি আমি-বিশেষ আত্মার! যাকে আমার সংস্কার বলছি? আমার সংস্কার বলছি, তাইতো, আমি স্বভাবের কারণে দুর্বল সংস্কারও ছাড়ে না, কারণ এটা নিয়মই যেখানে আমি স্বভাব থাকে সেখানে 'আমার' বোধ থাকে আর যেখানে 'আমার' বোধ থাকে সেখানে দেহ অন্তর্গত সবকিছুতে অধিকার বোধ থাকে। সুতরাং দুর্বল সংস্কারকে যদি নিজের বানিয়ে নাও, তাহলে সেই দুর্বল সংস্কারগুলো তাদের নিজের অধিকার ছাড়বে না, সেইজন্য পরবশ হয়ে বাবার সামনে আর্জি পেশ করো কি ছাড়িয়ে দাও ছাড়িয়ে দাও। 'সংস্কার' শব্দ বলার সাথে সাথে স্মরণ করো, অনাদি সংস্কার, আদি সংস্কারই আমার সংস্কার। এটা মায়ার সংস্কার, আমার নয়। সুতরাং একাগ্রতার শক্তি দ্বারা পরবশ স্থিতিকে পরিবর্তন করে মালিক ভাবের স্থিতির সীটে সেট হয়ে যাও।

যোগে বসো তো ঠিকই, বসো সবাই আগ্রহের সাথে, কিন্তু যতটা সময়, যে স্থিতিতে স্থিত হতে চাও, ততটা সময়ই একাগ্র স্থিতি থাকবে, তার আবশ্যকতা রয়েছে। তাহলে, কী করতে হবে? কোন বিষয়কে আন্ডারলাইন করবে? (একাগ্রতা) একাগ্রতাতেই দৃঢ়তা। আর যেখানে দৃঢ়তা সেখানে সফলতা গলার হার। আচ্ছা!

চতুর্দিকের অলৌকিক ব্রাহ্মণ সংসারের বিশেষ আত্মাদের, যারা সदा শ্রেষ্ঠ স্থিতির অনুভবের সীটে সেট থাকে এমন আত্মাদের, যারা সदा নিজের মহত্ব অনুভব করে, সदा একাগ্রতার শক্তি দ্বারা মন-বুদ্ধিকে একাগ্র করে, সदा একাগ্রতার শক্তি দিয়েই দৃঢ়তা দ্বারা সহজে সফলতা প্রাপ্তকারী সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা বিশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার -

উড়তি কলায় যাওয়ার জন্য ডবল লাইট হও, কোনও আকর্ষণ যেন আকৃষ্ট না করে :

সবাই তোমরা নিজেদেরকে বর্তমান সময় অনুসারে তীর গতিতে উড়ছ, অনুভব করো? সময়ের গতি তীর নাকি আত্মাদের পুরুষার্থের গতি তীর? সময় তোমাদের পিছনে পিছনে আছে নাকি তোমরা সময় অনুসারে চলছ? সময়ের অপেক্ষায় তোমরা নেই তো না যে অন্তে সব ঠিক হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, বাবা সমান হয়ে যাবে? এরকম নয় তো না! কেননা ড্রামার হিসেবে বর্তমান সময় খুব তীরগতিতে চলে যাচ্ছে, অতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কাল যা ছিল তার থেকে আজ আরও অতি-তে যাচ্ছে। এটা জানো তো না? সময় যেমন অতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনই তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মাও পুরুষার্থের অতি তীর অর্থাৎ ফাস্ট গতিতে যাচ্ছে? নাকি কখনো টিলা কখনো তেজগতি? এমন হতে দিও না যে, নিচে এসে আবার উপরে যাবে। যাদের উপর-নিচে হয় তাদের গতি কখনো একরস ফাস্ট হতে পারে না। সুতরাং তোমরা সदा সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বা তীরগতিতে উড়ে থাকো। এমনিতে গায়ন আছে - 'উত্তরণ কলা সবার জন্য ভালো' কিন্তু এখন কী বলবে? 'উড়তি কলা সবার জন্য ভালো।' এখন উত্তরণ কলার সময়ও সমাপ্ত হয়েছে, এখন উড়তি কলার সময়। সুতরাং উড়তি কলার সময় যদি কেউ উত্তরণ কলা দ্বারা পৌঁছাতে চায় তাহলে পৌঁছাতে পারবে? না। তো সदा উড়তি কলা হতে হবে। উড়তি কলার নিদর্শন হলো সदा ডবল লাইট। ডবল লাইট না হলে উড়তি কলা হতে পারে না। সামান্যতম বোঝাও তোমাদের নিচে নিয়ে আসে। যেমন, প্লেন যখন যায়, ওড়ে, কিন্তু যদি মেশিনারীতে কিংবা পেট্রোলে সামান্যতম নোংরা জিনিস যদি থাকে তবে কী অবস্থা হয়? উড়তি কলা থেকে পতন কলায় এসে যায়। তো এখানেও যদি কোনো ধরনের বোঝা আছে, তা' নিজের সংস্কারের হোক বা বায়ুমন্ডলের হোক, অথবা কোনো আত্মার সম্বন্ধ-সম্পর্কের, কোনও বোঝা আছে তবে উড়তি কলা থেকে দোলাচলে (অস্থিরসঙ্কল্প) এসে যায়। বলবে, এমনিতে আমি তো ঠিকই আছি, কিন্তু এইসব কারণ আছে তো না, সেইজন্য এই বন্ধন; সংস্কারের, ব্যক্তির, বায়ুমন্ডলের বন্ধন! কিন্তু কারণ যাই হোক, যেমনই হোক তীর পুরুষার্থী সব বিষয় এমনভাবে ক্রস (পার হয়ে যাওয়া) করে যেন কিছুই নেই। পরিশ্রম নয়, বরং মনোরঞ্জন অনুভব করবে। তখনই এমন স্থিতিকে বলা হয়ে থাকে উড়তি কলা। তাহলে, উড়তি কলায় আছ তোমরা? নাকি কখনো কখনো মন চায় নিচে আসতে, চক্কর দিতে। কোনকিছুর প্রতি যেন আকর্ষণ বোধ না হয়। আকর্ষণীয় কোনকিছুই সামান্যতম যেন আকর্ষণ না করে। রকেট তখনই উড়তে পারে, যখন পৃথিবীর আকর্ষণের উর্ধ্বে উঠে যায়। নয়তো উপরে উড়তে পারে না। না চাইতেও নিচে এসে যাবে। তাইতো কোনো আকর্ষণ উপরে নিয়ে যেতে পারে না। সম্পূর্ণ হতে দেবে না। অতএব,

চেক করো সঙ্কল্পেও যেন আকর্ষণীয় কোনকিছু আকর্ষণ না করে! বাবা ব্যতীত আর কোনো আকর্ষণ যেন না হয়। পাণ্ডব কী ভাবছে? এই রকম পুরুষার্থী হও। হতে তো হবেই, তাই না! কতবার এই রকম হয়েছে? অনেকবার হয়েছে। তোমরাই হয়েছে নাকি অন্য কেউ হয়েছে? তোমরাই হয়েছে। তাহলে, নম্বরক্রমে তো যাচ্ছ না, তাই না, নম্বর ওয়ানে যেতে হবে। মাতারা কী করবে? নম্বর ওয়ান নাকি নম্বর ক্রমানুসার হলেও চলবে? ১০৮ নম্বর চলবে? ১০৮ নম্বর হবে নাকি প্রথম নম্বর হবে? যদি বাবার হয়েছে, অধিকারী হয়েছে তবে উত্তরাধিকার পুরোপুরি নিতে হবে, নাকি সামান্য কম? তো তোমরা নম্বর ওয়ান হবে, হবে তো না। দাতা ফুল দিচ্ছেন আর যে নেবে সে যদি কম নেয় তো কী বলবে? সেইজন্য নম্বর ওয়ান হতে হবে। হতে পারে একমাত্র নম্বর ওয়ান একই হবে, কিন্তু নম্বর ওয়ান ডিভিশন অনেক আছে তো না। সুতরাং সেকেন্ডে এসো না। নিতে হয় তো পুরো নাও। যারা পূর্ণরূপে নেবে না তারা তো পিছনে পিছনে অনেক আসবে। কিন্তু তোমাদের পুরো নিতে হবে। সবাই তোমরা পূর্ণরূপে নিতে চলেছ, নাকি অল্পতেই সন্তুষ্ট হও? যখন খোলা-ভান্ডার আছে, আর অফুরন্ত আছে তখন কম কেন নেবে? অসীম তো না, যদি সীমিত হতো তাহলে কেউ ৮ হাজার পেতো, কেউ ১০ হাজার পেতো, তখন কী বলা হতো! ভাগ্যে এতটাই ছিল, কিন্তু বাবার খোলা-ভান্ডার, অশেষ, যত নিতে চাও নিতে পারো, তবুও তা' অশেষ, অফুরান। অনন্ত ভান্ডারের মালিক তোমরা। বালক তথা মালিক। তো সবাই সদা খুশি থাকো নাকি অল্প অল্প কখনো দুঃখের তরঙ্গ আসে? দুঃখের তরঙ্গ স্বপ্নেও আসতে পারে না। সঙ্কল্প তো বাদই দাও, এমনকি স্বপ্নেও আসতে পারে না। একেই বলা যায় নম্বর ওয়ান। সুতরাং, কী চমৎকার করে দেখাবে? সবাই তোমরা নম্বর ওয়ানে এসে দেখাবে তো না?

এমনিও দিল্লিকে তো দিল (হৃদয়) বলা হয়। সুতরাং যেমন হৃদয় হবে তেমনভাবেই শরীর চলবে। হৃদয়ই তো আধার, তাই না! হৃদয় হলো দিলারামের হৃদয়। তো হৃদয়ের আসন যথার্থ চাই তো না, নড়বড়ে চাই না। সুতরাং নেশা আছে তো না যে, আমি দিলারামের হৃদয়। তো এখন নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বারা নিজের এবং বিশ্বের পরিবর্তন করো। সঙ্কল্প করা মাত্র কর্মে পরিণত করতে হবে। এমন নয়, ভেবেছিলাম তো অনেক; তোমরা ভাবো তো অনেক, কিন্তু ঘটে অনেক কম, তারা তীব্র পুরুষার্থী নয়। তীব্র পুরুষার্থী অর্থাৎ সঙ্কল্প আর কর্ম সমান হবে, তখনই বাবা সমান বলা যাবে। তোমরা খুশি আর সদা খুশি থাকবে। এই দুটো নিশ্চয় আছে তো না। খুশিতে যারা থাকে তারাই সৌভাগ্যবান। এটা পাকা নাকি অল্প অল্প কাঁচা হয়ে যায়? কাঁচা জিনিস ভালো লাগে? পাকাই পছন্দ হয়ে থাকে। সুতরাং সম্পূর্ণ পাকা থাকতে হবে।

প্রতিদিন অমৃতবেলায় এই পাঠ পাকা করো, যা কিছু হয়ে যাক খুশি থাকতে হবে এবং অন্যদের খুশি করতে হবে। আচ্ছা, আর কোনো খেলা দেখিও না। শুধু এই খেলাই দেখাও, অন্যান্য খেলা করো না। আচ্ছা!

বরদান:- ভাগ্য আর ভাগ্যবিধাতা বাবার স্মৃতিতে থেকে ভাগ্য বন্টন করে দরাজদিল মহাদানী ভব ভাগ্যবিধাতা বাবা আর ভাগ্য উভয়ই যেন স্মরণে থাকে, তবে অন্যদেরও ভাগ্যবান বানানোর উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকবে। যেভাবে ভাগ্যবিধাতা বাবা ব্রহ্মা দ্বারা ভাগ্য বন্টন করেন, তোমরা দাতার বাচ্চারা, ঠিক সেভাবেই ভাগ্য বন্টন করে এগিয়ে চলো। লোকে কাপড় বিতরণ করবে, শস্য বিলি করবে, কোনো গিস্ট দেবে... কিন্তু সেই সব থেকে কেউ তৃপ্ত হতে পারে না। তোমরা ভাগ্য বন্টন করো, তো যেখানে ভাগ্য সেখানে সর্বপ্রাপ্তি। এইভাবে ভাগ্য বন্টনে দরাজদিল, শ্রেষ্ঠ মহাদানী হও। সদা দিতে থাকো।

স্লোগান:- যে একনামি থাকে এবং ইকোনমিক্যালি (সাপ্রয়কররূপে) চলে সে-ই প্রভু প্রিয় হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent

3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রাহ্মণেরা এখন অনেক উঁচু যাত্রাপথে চলেছো, সেইজন্য তোমরা ডাবল ইঞ্জিন প্রাপ্ত করেছো, অসীম জগতের দুই বাবা রয়েছেন তো দুই মা-ও রয়েছেন"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, সঙ্গমযুগে কোন্ টাইটেল তোমরা নিজের কাছে রাখতে পারো না?

*উত্তর:- হিজ হোলীনেস বা হার হোলীনেস এই টাইটেল(উপাধি) তোমরা বি.কে.-রা নিজেদের উদ্দেশ্যে না রাখতে পারো বা লিখতে পারো। কারণ তোমাদের আত্মা পবিত্র অবশ্যই হচ্ছে কিন্তু শরীর তো তমোপ্রধান তত্ত্ব থেকেই তৈরি হয়েছে। এই বড়াই এখন তোমরা করতে পারো না। এখন তোমরা হলে পুরুষার্থী।

*গীত:- এই কাহিনী হলো প্রদীপ আর তুফানের....

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে থাকেন। এ তো বাচ্চারা বুঝে গেছে যে অসীম জগতের দুইজন পিতা তাহলে মাও অবশ্যই দু'জন হবে। এক হলেন জগদম্বা, দ্বিতীয় এই ব্রহ্মাও মাতাই। দু' জনে বসে বোঝান, সেইজন্য তোমাদের যেন ডাবল ইঞ্জিন প্রাপ্ত হয়েছে। পাহাড়ে যখন গাড়ি ওঠে তখন ডাবল ইঞ্জিন লাগানো হয়, তাই না ! এখন তোমরা ব্রাহ্মণরাই উঁচু যাত্রায় চলেছো। তোমরা জানো এখন ঘোর অন্ধকার। যখন অস্তিম সময় আসে, তখন অত্যন্ত হাহাকার হতে থাকে। দুনিয়া যখন পরিবর্তিত হয় তখন এমন হয়। যখন রাজত্ব বদল হয় তখনও এইরকম লড়াই মারামারি হয়ে থাকে। বাচ্চারা জানে যে এখন নতুন রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। ঘন অন্ধকার থেকে পুনরায় আলোকোজ্জ্বল হতে চলেছে। তোমরা সমগ্র এই সৃষ্টির হিস্ট্রির জিওগ্রাফি জানো, সেইজন্য তোমাদের অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। অসংখ্য মাতারা এবং বাচ্চারা রয়েছে যারা স্কুলে পড়ায় তারাও বসে যদি বাচ্চাদেরকে অসীম জগতের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বোঝায়, তাহলে কোনো গভর্নেন্ট এতে অসন্তুষ্ট হবে না। তাদের সিনিয়ারদেরকেও বোঝানো উচিত তাহলে তারা খুশি হবে। ওদের বোঝানো উচিত যতক্ষণ না পর্যন্ত এই অসীম জগতের হিস্ট্রি- জিওগ্রাফিকে বুঝবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চাদের কল্যাণ হতে পারেনা। দুনিয়ায় জয়জয়কার হতে পারে না। বাচ্চাদের সার্ভিস করার ইশারা দেওয়া হয়ে থাকে। টিচার হলে তখন নিজের কলেজে যদি এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী বসে বোঝায় তবেই ত্রিকালদর্শী হতে পারে। আর ত্রিকালদর্শী হলে তখন চক্রবর্তীও হতে পারে। এই চক্রকে সামনে রেখে তোমরা ভালোভাবে বোঝাতে পারো। যেমনভাবে বাবা তোমাদের ত্রিকালদর্শী, স্বদর্শন-চক্রধারী বানিয়েছেন, তোমাদেরও তেমনভাবেই অন্যান্যদের নিজের সমান বানাতে হবে, অন্যদেরকে বোঝাতে হবে যে এখন এই পুরোনো দুনিয়া পরিবর্তিত হচ্ছে। তমোপ্রধান দুনিয়া বদল হয়ে সতোপ্রধান হচ্ছে। সতোপ্রধানে পরিণতকারী হলেন অদ্বিতীয় পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি সহজ রাজযোগ আর স্বদর্শন চক্রধারীর জ্ঞান দিয়ে থাকেন। চক্রকে বোঝানো তো অতি সহজ। যদি এই চক্রকে সামনে রাখা হয় তাহলেও মানুষ এসে বুঝতে পারে যে সত্যযুগে কারা-কারা রাজ্য করতো। তারপর দ্বাপর থেকে কিভাবে অনেক ধর্মের বৃদ্ধি হতে থাকে। এরকম সঠিকভাবে বোঝানো গেলে তখন বুদ্ধির কপাট অবশ্যই খুলবে। এই চক্রকে সামনে রেখে তোমরা ভালোভাবে বোঝাতে পারো। টপিকও (এই বিষয়ও) রাখতে পারো। এসো, তাহলে আমরা তোমাদের ত্রিকালদর্শী হওয়ার রাস্তা বলে দিই, যার দ্বারা তোমরা রাজার রাজা হয়ে যেতে পারো। তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই চক্র কে জানো তবেই তো চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। কিন্তু হবে সে-ই যে এই চক্রকে বুদ্ধিতে ঘোরাতে থাকবে। বাবা তো হলেনই জ্ঞানের সাগর, তিনি বসে বাচ্চাদেরকে সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান শুনিয়ে থাকেন। আর মানুষ তো কিছুই জানে না। ঈশ্বর সর্বব্যাপী বলে দেওয়ায় জ্ঞানের কথাই ওঠে না। ঈশ্বরকে জানার জন্যও কোনো পুরুষার্থ করতে পারেনা তাহলে তো ভক্তিও চলতে পারে না। কিন্তু যা কিছু বলে তার কিছুই বোঝে না। কাঁচার বোঝাতে পারবে না যে কিভাবে সর্বব্যাপী নয়। কেউ একজন বলেছে ব্যস্ সকলেই মেনে নিয়েছে। যেভাবে কেউ আদিদেবকে মহাবীর বলেছে তখন থেকে সেই নামই চলে আসছে। যে যেমন নাম অবুঝ হয়ে রেখেছে সেটাই চলে আসছে। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে তোমরা মানুষ হয়েও ড্রামার রচয়িতা এবং রচনাকে জানানো, দেবতাদের পূজা করো কিন্তু তাদের বায়োগ্রাফি জানো না, তাই একে ব্লাইন্ড ফেইথ (অন্ধশ্রদ্ধা) বলা হয়। এত দেবী-দেবতা রাজ্য করে গেছে তাহলে অবশ্যই তারা সমঝদার ছিল তবেই তো পূজ্য হয়েছে। এখন তোমরা ব্রহ্মা মুখ-বংশীয়রা এই জ্ঞান শুনে সমঝদার হয়ে যাও। এছাড়া সমগ্র দুনিয়াকে তো রাবণ জেলে ভরে রেখেছে। এ হলো রাবণের জেল যেখানে সকলেই শোক বাটিকায় পড়ে রয়েছে। কনফারেন্স করতে থাকে যে কীভাবে শান্তি আসবে? তাহলে অবশ্যই অশান্তি দুঃখ রয়েছে, তার মানেই সকলে শোক বাটিকায় বসে রয়েছে। এখন শোক বাটিকা থেকে অশোক বাটিকায় কেউ চট করে যেতে পারে না।

এইসময় কেউই শান্তি বা সুখের বাগানে (বাটিকা) নেই। অশোক বাটিকা বলা হবে সত্যযুগকে, এ তো হলো সঙ্গমযুগ, তোমাদের কেউ সম্পূর্ণ পবিত্র বলতে পারেনা। কোনো বি.কে. নিজেকে হিজ হোলিনেস বলাতে পারে না বা লেখাতে পারেনা। হিজ হোলিনেস বা হার হোলিনেস সত্যযুগে হয়। কলিযুগে কোথা থেকে আসবে ! অবশ্যই আত্মা এখানে পবিত্র হয় কিন্তু শরীরও তো পবিত্র চাই তবেই হিজ হোলিনেস বলতে পারা যাবে, সেইজন্য বড়াই করা উচিত নয়। এখন তোমরা হলে পুরুষার্থী। বাবা বলেন -- শ্রী শ্রী বা হিজ হোলিনেস সন্ন্যাসীদেরও বলতে পারো না। অবশ্যই আত্মা পবিত্র কিন্তু শরীর পবিত্র কোথায়? তাহলে অসম্পূর্ণ হয়ে গেল, তাই না ! এই পার্থিব দুনিয়ায় হিজ বা হার হোলিনেস কেউই হতে পারে না। ওরা মনে করে আত্মা-পরমাত্মা হলো সদাই শুদ্ধ কিন্তু শরীরও তো শুদ্ধ চাই। হ্যাঁ লক্ষ্মী-নারায়ণকে বলা যেতে পারে, কারণ ওখানে শরীরও সতোপ্রধান পাঁচতন্ত্র দ্বারা নির্মিত। এখানে তন্ত্রও হলো তমোপ্রধান। এই সময় কাউকে সম্পূর্ণ পবিত্র বলা যাবেনা। এরকম পবিত্র তো ছোট বাচ্চারাও হয়ে থাকে। দেবতারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল।

তাহলে বাবা বসে বোঝান যে তোমরা এখন কত সমঝদার হয়ে উঠছো। তোমাদের চক্রেরও সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি হলেন এই চৈতন্য বৃক্ষের বীজ, সমগ্র বৃক্ষের নলেজ ওঁনার রয়েছে, তিনি তোমাদের নলেজ শোনাচ্ছেন। এই সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানের উপর তোমরা যেকোনো কাউকে প্রভাবিত করতে পারো। বোঝানো উচিত - তোমরা পরমধাম থেকে এসে বস্ত্র (শরীর) পরিধান করে নিজের ভূমিকা পালন করছে। এখন শেষসময়ে সকলকে ফিরে যেতে হবে, পুনরায় এসে নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে। এখানে এখন যে পুরুষার্থ করবে সে এ'ভাবেই রাজার রাজত্বে বা ধনবানের কাছে জন্ম নেবে। সকলেই নশ্বরের ক্রমানুসারে পদ পেয়ে থাকে। নশ্বরের অনুক্রমে ট্রান্সফার হতে থাকবে। এও দেখানো হয়েছে, যেখানে জন্ম সেখানেই জন্ম..... এখন এইসব কথা কে আর তোলা হয় না। ভবিষ্যতে আলো পেতে থাকবে, এ তো ঠিক এখন যে শরীর ছাড়ে তার অবশ্যই ভালো ঘরে জন্ম নেবে। যে বাচ্চারা বেশি পুরুষার্থ করে তাদের খুশিও অধিক থাকে। যারা সার্ভিসে তৎপর হয় তাদের নেশাও থাকে। তোমরা ব্যতীত সকলেই তো অন্ধকারে রয়েছে। গঙ্গা-স্নানাদি করে তো কারোরই পাপ ধুয়ে যেতে পারে না। যোগ অগ্নির দ্বারাই পাপ ভস্মীভূত হয়। এই রাবণের জেল থেকে মুক্ত করেন একমাত্র বাবাই তবেই তো গাওয়া হয় পতিত পাবন.... নিজেদের পাপাত্মা মনে করে না। বাবা বলেন -- কন্যারা, কল্প পূর্বেও তোমাদের দ্বারাই এদের উদ্ধার করিয়েছিলাম। গীতাতেও লেখা রয়েছে কিন্তু কেউ বোঝেনা। তোমরা বোঝাতে পারো - এই পতিত দুনিয়ায় কেউই পবিত্র নয়। কিন্তু বোঝানোর জন্যও অত্যন্ত সাহস চাই। তোমরা জানো যে এখন দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। এখন তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছো। এই ব্রাহ্মণ কুল হলো সবথেকে উঁচু। তোমাদের স্বদর্শন চক্রের জ্ঞান রয়েছে। তারপর যখন বিষ্ণুর কূলে যাবে এখন তোমাদের এই জ্ঞান থাকবে না। এখন জ্ঞান রয়েছে সেইজন্য তোমাদের নাম রাখা হয়েছে স্বদর্শন চক্রধারী। এই রহস্যপূর্ণ কথাগুলিকে তোমরা ব্যতীত কেউই জানেনা। কথামাত্রই তো সকলে বলে যে ঈশ্বরের সন্তান তো সকলেই কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি তোমরাই এখন হয়েছো। আচ্ছা!

সকল মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন সুপ্রভাত। বাবার কর্তব্য হলো বাচ্চাদের স্মরণ করা আর বাচ্চাদের কর্তব্য হলো বাবাকে স্মরণ করা। কিন্তু বাচ্চারা এত স্মরণ করে না, যদি স্মরণ করে তাহলে অহো সৌভাগ্য। আচ্ছা -- মিষ্টি মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মিক পিতার নমস্কার।

রাতের ক্লাস -- ৮-৪-৬৮

এ ঈশ্বরীয় মিশন চলছে। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে তারাই চলে আসবে। যেমন ওদের মিশন রয়েছে খ্রীষ্টান বানানোর। যারা খ্রীষ্টান হয়ে যায় তাদের খ্রীষ্টান ডিনাস্টিতে (রাজত্বে) সুখ প্রাপ্ত হয়। ভালো বেতন পায়, সেইজন্য খ্রীষ্টান অনেক হয়ে গেছে। ভারতবাসী এত বেতন-পত্রাদি দিতে পারে না। এখানে করাপশন (দুর্নীতি) অনেক। মাঝে ঘুষ না নিলে তখন চাকরি থেকেই বরখাস্ত। বাচ্চারা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে এই অবস্থায় কি করবো ? বাবা বলবেন যুক্তি অনুসারে কাজ করো, তারপর তা শুভ কার্যে লাগিয়ে দাও। এখানেও সকলে বাবাকে ডাকে যে এসো, এসে আমাদের পতিতদেরকে পবিত্র করো, লিবারেট করো, ঘরে নিয়ে যাও। বাবা অবশ্যই ঘরে নিয়ে যাবেন, তাই না ! ঘরে যাওয়ার জন্যই এত ভক্তি ইত্যাদি করে থাকে। কিন্তু যখন বাবা আসবেন তখনই নিয়ে যাবেন। ভগবান হলেনই অদ্বিতীয়। এমন নয় যে সকলের মধ্যেই ভগবান এসে বলে থাকেন। উনি আসেনই সঙ্গমে। এখন তোমরা এমন-এমন কথা মানবে না। আগে মানতে। এখন তোমরা ভক্তি করো না। তোমরা বলে থাকো যে আমরা আগে পূজো করতাম। এখন বাবা এসেছেন তোমাদের পূজ্য দেবতায় পরিণত করতে। শিখদেরও তোমরা বোঝাও। গায়ন রয়েছে, তাইনা ! মনুষ্য থেকে দেবতা.....। দেবতাদের মহিমা রয়েছে, তাই না! দেবতারা থাকেই সত্যযুগে। এখন হলো কলিযুগ। বাবাও সঙ্গমযুগে পুরুষোত্তম হওয়ার শিক্ষা দেন। দেবতারা হলো সকলের থেকে উত্তম, তবেই তো এতো পূজো করা হয়। যাঁর পূজো করা হয় অবশ্যই

তিনি কখনো ছিলেন, এখন নেই। মনে করে এই রাজধানী পাস্ট (অতীত) হয়ে গেছে। এখন তোমরা হলে গুপ্ত। কেউ জানে নাকি যে আমরা বিশ্বের মালিক হবো। তোমরা জানো আমরা পড়াশোনা করে এ'রকম হয়ে থাকি। পড়ার উপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানান তাহলে কেন স্মরণ করবো না ! তারপর দৈবীগুণও চাই।

দ্বিতীয় -- রাতের ক্লাস ৯-৪-৬৮

আজকাল অনেকেই এই কনফারেন্স করতে থাকে যে বিশ্বে শান্তি কীভাবে হবে। তাদের বলা উচিত যে দেখো সত্যযুগে একটিই ধর্ম, একটিই রাজ্য, অদ্বৈত ধর্ম ছিল। দ্বিতীয় কোন ধর্মই নেই যে তালি বাজবে (বিরোধীতা হবে)। ছিলই রামরাজ্য, তবেই তো বিশ্বে শান্তি ছিল। তোমরা চাও বিশ্ব শান্তি থাকুক। সেতো সত্যযুগে ছিল। পরে অনেক ধর্ম হয়ে যাওয়ায় অশান্তি হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ বুঝবে ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা চাপড়াতে হবে। ভবিষ্যতে সংবাদপত্রেও পড়বে, তারপর এই সল্যাসী প্রভৃতিদেরও কান খুলবে। বাচ্চারা, তোমরা নিশ্চিত যে আমাদের রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। এ নেশাই রয়েছে। মিউজিয়ামের জাঁকজমক দেখে অনেকেই আসবে। ভিতরে এসে অবাক হয়ে যাবে। নতুন নতুন চিত্রের উপর নতুন নতুন যুক্তি শুনবে।

এ তো বাচ্চাদের জানা আছে - যোগ হলো মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্য। সে তো মনুষ্যমাত্র কেউই শেখাতে পারে না। এও লিখতে হবে, পরম পিতা পরমাত্মা ব্যতীত মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্য যোগ কেউই শেখাতে পারে না। সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন একজন। এই কথা পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া উচিত, যাতে মানুষ অবশ্যই পড়ে। সল্যাসীরা কি শিখিয়ে থাকে। যোগ-যোগ যে বলতে থাকে বাস্তবে যোগ কেউই শেখাতে পারে না। মহিমা হলোই একজনের। বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা বা মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রদান করা বাবারই কাজ। এমন-এমনভাবে বিচারসাগর মন্থন করে পয়েন্টস বোঝাতে হবে। এমনভাবে লেখা উচিত যে মানুষ তা সঠিক বলে মনে করে। এই দুনিয়াকে তো বদলাতেই হবে। এ হলো মৃত্যুলোক। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় অমরলোক। অমর লোকে মানুষ কিভাবে অমর থাকে, সেও আশ্চর্যের, তাই না ! ওখানে আয়ুও দীর্ঘ থাকে আর সময়ে নিজেরাই শরীর বদল করে নেয়, যেমনভাবে পোশাক পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। এ'সবই বোঝানোর মতন কথা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মিক পিতা এবং দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন, শুভ রাত্রি এবং নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সৃষ্টি চক্রের স্তানের দ্বারা নিজেকেও ত্রিকালদর্শী আর স্বদর্শন-চক্রধারী হতে হবে আর অন্যান্যদেরও তৈরী করতে হবে।

২) সঙ্গমে শোক-বাটিকার থেকে বেরিয়ে সুখ-শান্তির বাটিকায় যাওয়ার জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ:- স্তানের রমনীয়তাকে স্মরণ করে অগ্রগমনকারী সদা প্রফুল্লিত, সৌভাগ্যশালী ভব এ কেবল আত্মা-পরমাত্মার শুদ্ধ স্তান নয়। অত্যন্ত রমনীয় স্তান, রোজ কেবল নিজের নতুন নতুন টাইটেল স্মরণে রাখো - আমি হলাম আত্মা কিন্তু কোন্ ধরনের আত্মা, কখনো আর্টিস্টের আত্মা, কখনো বিজনেসম্যানের আত্মা.... এইভাবে রমনীয়তার সাথে এগিয়ে যেতে থাকো। যেমন বাবাও রমনীয়, কখনো ধোপা হয়ে যান, কখনো বিশ্বের রচয়িতা, কখনো ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট.... তাই যেমন বাবা তেমনই বাচ্চারাও। এইভাবেই এই রমনীয় স্তানকে স্মরণ করে প্রফুল্লিত হয়ে থাকো তবেই বলা হবে সৌভাগ্যশালী।

স্নোগানঃ:- প্রকৃত সেবাহারী সে-ই যার প্রতিটি শিরা-উপশিরায় অর্থাৎ প্রতিটি সংকল্পে সেবার প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনার রক্ত ভরা রয়েছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমরা নিরাকারী মত প্রাপ্ত করছো, গীতা যে নিরাকারী মতের শাস্ত্র, সাকারী মতের নয় - একথা প্রমাণিত করো"

*প্রশ্ন:- কোন গৃহ্য বিষয় অত্যন্ত যুক্তিসহকারে শুধুমাত্র ফার্স্টক্লাস বাচ্চারা ই বুঝিয়ে দিতে পারে?

*উত্তর:- এখন যিনি ব্রহ্মা, পরে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে থাকেন। ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হয় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে নয়। নিরাকার ভগবান, ব্রাহ্মণদের রচনা করেছেন ব্রহ্মার মুখের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট শিশু মাত্র। গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমাত্মা। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা পুরুষার্থ করে এই প্রালব্ধ পেয়েছে। এ হলো অত্যন্ত গৃহ্য বিষয় - যা শুধুমাত্র ফার্স্টক্লাস বাচ্চারা ই যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে দিতে পারে। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে (২০ নং নথের) জোর লাগিয়ে এই কথাটিকে প্রমাণিত করো, তবে সেবাতে সফলতা পাবে।

*গীতা:- কে এলো আজ আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এ'কথা শুনেছে যে এই চোখ তাকে জানতে পারে না, কাকে? ভগবানকে। এই (চর্ম) চোখ তো শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে। কিন্তু তা দিয়ে ভগবানকে জানা যায় না। শুধুমাত্র আত্মাই পরমাত্মাকে চিনতে পারে, জানতে পারে। আত্মা এ'কথা স্বীকার করে যে আমাদের পরমপিতা পরমাত্মাও নিরাকার। যেহেতু তিনি নিরাকার, এই চর্মচক্ষু দিয়ে তাঁকে দেখা যায় না, তাই তাঁর স্মৃতি মনে স্থায়ী হয় না। নিরাকারী পিতা তাঁর নিরাকারী সন্তানদেরকে (আত্মাদেরকে) এ কথা বলেন। তোমরা এখন নিরাকারী মত পেয়ে থাকো। গীতা হল নিরাকারী মতের শাস্ত্র, তা সাকারী মত এর নয়। গীতা তো ধর্মশাস্ত্র। ইসলাম এবং অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বীদেরও ধর্মশাস্ত্র আছে। ইব্রাহিম যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, বুদ্ধ, খ্রাইস্ট - এরা সকলেই যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন সে'সব লিপিবদ্ধ হয়েছে তাদের তাদের ধর্মশাস্ত্র গুলিতে। এদের সকলের চিত্র রয়েছে। সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি গীতার ক্ষেত্রে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের চিত্র দেখিয়েছে। কিন্তু বাবা বলেন এটা ঠিক নয়। বাবা বলেন - গীতা তো আমি উচ্চারণ করেছি, আমি রাজযোগ শিখিয়েছি এবং স্বর্গের স্থাপনা করেছি, আমি নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। আমি হলাম সমস্ত আত্মাদের পিতা এবং এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপও আমিই। আমাকে বৃক্ষপতি বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণকে বৃক্ষপতি বলা হয় না। পরমপিতা পরমাত্মাই এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ এবং ক্রয়েটর। শ্রীকৃষ্ণকে ক্রয়েটর বলা যাবে না। তিনি তো শুধুমাত্র দৈবী গুণ সম্পন্ন এক মানব। ভগবান শুধুমাত্র একজনই। শ্রীকৃষ্ণকে সকলের পরমাত্মা বলা হয় না। বাবা বলেন আমি ৫ হাজার বছরের পর কল্পের সঙ্গমে আসি। আমিই এই সমগ্র সৃষ্টির পিতা, আমাকে গডফাদার বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের নাম থাকলে পরমপিতা পরমাত্মাকে জানতে পারবেনা - এখানেই সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছে। গীতার মাধ্যমে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম আমিই স্থাপন করেছি। আমাকেই বলা হয়ে থাকে রুদ্র ভগবান বা শিব। আর কোনো সূক্ষ্ম দেহ ধারণকারী দেবতাকে অথবা মানুষকে ভগবান বলা যায় না। লক্ষ্মী-নারায়ণাদি কোনো দেবতাকে কখনো পরমাত্মা বলা যায় না। বলা হয় পরমাত্মা তো একজনই। যখন বলা আছে, ভগবানুবাচ - তবে অবশ্যই ভগবান এসেছিলেন এবং এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। বাবা বলেন - পূর্বকল্পেও আমি বাচ্চাদেরকে এ'কথা বলেছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ কখনোই বাচ্চা বাচ্চা বলে আহ্বান করতে পারে না। পরমপিতা পরমাত্মাই সকলকে বাচ্চা বলে সম্বোধন করেন। বাচ্চারা, তোমাদেরকে আমি পূর্বকল্পেও বলেছিলাম যে - দেহী অভিমানী হও, আমি নিরাকার, আমাকে নিজের পিতা তথা ভগবান জেনে নাও। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন পিতা, কারণ ভগবান এসে ব্রহ্মার দ্বারা এই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রজাপিতা নয়। ভগবান বলেন, আমি ব্রহ্মার মুখের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদেরকে রচনা করি। এই ব্রহ্মাই পরে শ্রীকৃষ্ণ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন, এ কতখানি গুট বিষয়! এ'কথা বোঝানোর জন্য অত্যন্ত যুক্তির প্রয়োজন। ফার্স্টক্লাস ব্রাহ্মণীরাই এই কথা বোঝাতে পারে। বাবা বলেন খুব ভালো কোনো ছেলে বা মেয়ে এ কথা প্রমাণিত করতে পারে যে, গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমাত্মা। যিনি গীতার রচনা করেছেন, তিনি বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শিখিয়েছেন আর স্বর্গের রচনা করেছেন। নিশ্চয়ই উঁচুর থেকেও উঁচু বাবাই এসে সকলকে রাজযোগ শিখিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তো প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেছিল। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন প্রালব্ধ প্রদানকারী। শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁরই সন্তান। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা পুরুষার্থ করে এই প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেছে। যিনি পুরুষার্থ করিয়েছেন, তাঁর নাম গীতা থেকে সরিয়ে দিয়ে বরং পুরুষার্থ করে প্রালব্ধ প্রাপ্তকারী শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখে গীতাকে খন্ডন করে দিয়েছে।

সার্ভিসকে বাড়ানোর জন্য বাচ্চাদেরকে তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। গীতা কার বাণী? গীতার মাধ্যমে কে, কোন

ধর্ম স্থাপন করেছিলেন? এই একটি কথার মাধ্যমে যখন তোমরা সবাইকে ভালোভাবে বোঝাবে, তখন তোমাদের জয়লাভ হবে। পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারাই তোমরা স্বর্গের মালিক হও, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নয়। অতএব এই বিষয়ের ওপরে ভালোভাবে চর্চা করতে হবে। সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ইত্যাদি হলো গীতার সন্তান। সুতরাং সন্তানদের থেকে কখনো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না, উত্তরাধিকার তো অবশ্যই পিতাই দেবেন। কাকা, চাচা, মামা, গুরু ইত্যাদি কারোর থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকেই অসীম উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এ কথা এত স্পষ্ট রূপে লিখতে হবে যাতে প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারে যে গীতার খন্ডন করা হয়েছে। গীতার মান খন্ডিত হয়েছে, সেইজন্যই ভারত কাণ্ডাল হয়ে গেছে। এখন তার কানাকড়িরও দাম নেই। এমন ভাবে লেখো - ভারতকে স্বর্গ কে বানিয়েছে? স্বর্গ কোথায় আছে? কলিযুগের পরে যদি সত্যযুগ আসবে, তাহলে সেই যুগের স্থাপনা অবশ্যই সঙ্গমেই হওয়া উচিত। শিব ভগবানুবাচ - আমি কল্প কল্প ধরে শুধুমাত্র এই সঙ্গম যুগেই আসি, পবিত্র দুনিয়া গড়ে তুলতে। এমনভাবে প্রমাণ করো, যাতে সকলেই বুঝতে পারে যে - শ্রীকৃষ্ণ নয়, শিব পরমাত্মাই সকলকে দুঃখ থেকে লিবারেট করতে এসেছেন। যে বুঝে যাবে যে গীতার ভগবান প্রকৃতপক্ষে কে, সেই এসে পুষ্প বর্ষণ করবে। সকলে বুঝবে না, যে বুঝতে পারবে সে ফুলের মতো ফুটে উঠে নিজেকে সমর্পণ করবে। বাবাকে যখন কোনো ফুল দেওয়া হয়, তখন বাবা বলেন, আমার এমন ফুলের মতো সন্তান চাই। যারা কাঁটা হয়ে এসে আমার কাছে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ সঁপে দেয়, তখন আমি তাদেরকে ফুলের মতো সুন্দর করে তুলি। বাবুলনাথ তো আমারই নাম। বাবলা গাছের কাঁটাকে সুন্দর ফুলে রূপান্তরিত তো আমিই করে থাকি। শ্রীকৃষ্ণ তো নিজেই একটি সুন্দর ফুল। ওখানে রয়েছে গার্ডেন অফ আল্লাহ আর এখানে রয়েছে ডেভিল'স ভেরস্ট। বাবা একে ডীটি গার্ডেন করে তোলেন। তোমরাই নতুন দুনিয়ার মালিক হও। লক্ষ্মী-নারায়ণের দৈবী রাজত্বের কথা কথিত আছে। কখনো বলা হয় না যে - ব্রাহ্মণ বংশের রাজত্ব। এ হলো ব্রাহ্মণ বংশ। পরমপিতা পরমাত্মা প্রজা রচনা করেছেন, ব্রহ্মার মাধ্যমে - তাই ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হয়। শিব বাবাকে অথবা শ্রীকৃষ্ণকে প্রজাপিতা বলা হয় না। কৃষ্ণের উপরে কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে যে - তাঁর ১৬১০৮ জন রানী ছিল। সে তো প্রজাপিতা ব্রহ্মা এত সংখ্যক সন্তান সন্তানীদের (ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী) জন্ম দিয়েছেন।

এক পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সাগর। পাপের দন্ড ধর্মরাজ দেন। প্রেসিডেন্টকেও প্রধান বিচারপতির সামনে শপথ গ্রহণ করতে হয়। রাজাকে কখনো কারোর কাছে শপথ নিতে হয় না, কারণ রাজা বানান স্বয়ং ভগবান। সেখানে হলো স্বল্পকালের জন্য। এখানে তো বাবা আমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য-ভাগ্য দেন। ওখানে শপথ গ্রহণ করার কোনো ব্যাপারই নেই। এই বৃক্ষ হল মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ, কোনো বুনো গাছ নয়। পরম পিতা পরমাত্মাকে বৃক্ষপতি বলা হয়ে থাকে, শ্রীকৃষ্ণ এই বৃক্ষের রহস্য বলতে পারেন না। শুধুমাত্র বৃক্ষপতিই নিজে তা বুঝিয়ে দিতে পারেন। নর থেকে নারায়ণ বানাতে পারেন একমাত্র বাবা, শ্রীকৃষ্ণ নয়। প্রধানত ৪টি ধর্ম শাস্ত্র রয়েছে, বাকি সবই হল লোকগল্পকথা। সর্বপ্রথম কোন্ ধর্ম স্থাপন হয়েছিল আর কার দ্বারা স্থাপন হয়েছিল? স্বর্গে ছিল দেবী দেবতা ধর্ম, অবশ্যই তা বাবাই রচনা করেছেন। বাবা, পুরাতন দুনিয়া থেকে লিবারেট (মুক্ত, উদ্ধার) করেন কারণ এই পুরাতন দুনিয়া দুঃখে ভরা। এখানে সকলে ত্রাহী ত্রাহী করতে থাকে। বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হলে তা এখনই নাও। কোনো সাধারণ মানুষ এই উত্তরাধিকার দিতে পারে না। বাচ্চাদের সর্বপ্রাপ্তি করতে পারেন একমাত্র পিতা। অসীম জগতের বাবাই বাচ্চাদেরকে স্বর্গের মালিক করে তুলতে পারেন। এরকমভাবে সকলকে বোঝাতে হবে। যেমন শিকারীরা যখন কাউকে শিকার করায়, তখন শিকার করবার সকল প্রস্তুতি তৈরী করে শিকারকে সামনে নিয়ে আসে তারপর সেই ব্যক্তি শিকার করে। এখানেও তেমন মাতাদেরকে দিয়ে শিকার করতে হবে। বাবা বলেন মাতাদের সামনে শিকারকে নিয়ে এসো। মাতারা তো অনেকেই আছেন। শুধু একটি নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যে, তোমরা হলে শক্তি সেনা। শক্তি রাজত্ব বা শক্তি বংশ বলা হয় না। শক্তিসেনার প্রধান হলেন জগদম্বা, কালী, সরস্বতী। এছাড়া চন্ডিকা ইত্যাদি অনেক রকম উল্টোপাল্টা নাম রাখা হয়েছে। সুতরাং বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই সমস্ত বিষয় স্পষ্ট রূপে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সবার উপরে হলেন ভগবান, তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর। প্রজাপতি ব্রহ্মার কন্যা হলেন সরস্বতী। তাঁকে বলা হয় বিদ্যার দেবী। সুতরাং তাঁর সন্তানদেরকেও নিশ্চয়ই বিদ্যার দেবী বলা হবে। অন্তিমে তোমাদেরই বিজয় হবে। কেউ কেউ গীতার থেকেও বেদ গ্রন্থকে অধিক সম্মান করে। তা সত্ত্বেও গীতার প্রভাব অনেক বেশি। বাবা বলেন আমি তো আসি এই সঙ্গম যুগেই। শ্রীকৃষ্ণের এই চিত্র হল সঙ্গম যুগেরই। তারপর ৮৪ জন্মে রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। জ্ঞানী আত্মা তখনই হতে পারবে যখন পরমপিতা পরমাত্মা এসে আত্মার জ্ঞান দেবেন। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁর দ্বারাই তোমরা জ্ঞানী আত্মা হয়ে ওঠো। বাকি সকলেই ভক্ত আত্মা। বাবা বলেন - জ্ঞানী তু আত্মাই আমার প্রিয়। সকল মহিমা হলো গীতারই। ধ্যানীর থেকে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। ট্রান্সকে ধ্যান বলা হয়, কিন্তু যোগ হলো বাবার সাথে যোগযুক্ত হওয়া। ধ্যানে বসলে কোনো লাভ

নেই।

বাবা বলেন - আমি রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। শ্রীকৃষ্ণকে আমিই প্রালঙ্ক দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে অনেক পুরুষার্থ করেছিল। সমগ্র সূর্যবংশী রাজধানীর সকলে আমার দ্বারাই প্রালঙ্ক পেয়েছে। দিলওয়াড়া মন্দিরের সম্বন্ধে এমনভাবে লেখা যাতে, যে পড়বে তার খুব সহজে মনে গেঁথে যাবে। ফর্মে লিখিয়ে নিও যে অসীম জগতের বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি অত্যন্ত মধুর, যিনি আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। সেই সন্মুখকে ছাড়া সমস্ত জগতই অন্ধকার। যখন এমন ভাবে বাবার মহিমা গুনগান করবে তবেই তো বুদ্ধিতে তাঁর প্রতি ভালোবাসা জেগে উঠবে। বাবা সন্মুখে এসে তোমাদেরকে অলৌকিক জন্ম দেন, সেই কারণেই তো তোমরা তাঁকে ভালোবাসো। তোমাদেরকে জন্ম দিয়েছেন বলেই না তাঁকে তোমরা এতো ভালোবাসো। বাবা বললেই স্বর্গের কথা মনে পড়ে যায়। বাবা স্বর্গ স্থাপন করেন, আমরা তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বিশ্বাস করো বা নাই করো - অসীম জগতের বাবা তো সকলেরই পিতা, তাঁর কাছ থেকে অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা হলেনই এই নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। সুতরাং তিনি অবশ্যই নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার দেবেন। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার প্রিয় হয়ে ওঠার জন্য বুদ্ধিতে জ্ঞান ধারণ করে জ্ঞানী আত্মা হতে হবে। বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হবে, ধ্যানের আশা কখনো রেখো না।

২) মাতাদেরকে অগ্রভাগে রেখে তাদের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। অথরিটির সাথে (দায়িত্ব নিয়ে) গীতার ভগবানকে প্রমাণ করতে হবে। নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সেবাকে আরো বাড়াতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ জীবনের স্মৃতির দ্বারা বিশাল স্টেজে বিশেষ পার্ট পালনকারী হিরো পার্টধারী ভব বাচ্চারা, তোমাদেরকে ব্রহ্মাবাবা যখন দিব্য জন্ম দিয়েই - পবিত্র ভব, যোগী ভব'র বরদান দিয়েছেন। জন্মানোর পরেই বড়মা এর রূপে পবিত্রতার ভালোবাসা দিয়ে লালন পালন করেছেন। সদা খুশির দোলনায় দুলিয়েছেন, সর্বগুণের প্রতিমূর্তি, জ্ঞানের প্রতিমূর্তি, সুখ-শান্তি স্বরূপ হয়ে ওঠার জন্য প্রত্যেকদিন মিষ্টি সুমধুর লোরী (বাচ্চাদের জন্য গান, মুরলী) দিয়েছেন। এমন মাতা পিতার শ্রেষ্ঠ সন্তানরা হলো ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী - এই জীবনের মহত্বকে স্মৃতিতে রেখে বিশ্বের বিশাল স্টেজে সদা সর্বদা নিজের বিশেষ পার্ট, হিরো পার্ট পালন করে চলো।

স্লোগান:- বিন্দু শব্দের গুরুত্ব জেনে, বিন্দু হয়ে বিন্দু বাবাকে স্মরণ করাই হলো যোগী হওয়া।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

সর্বপ্রথমে এটা জেনে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে নিজের প্রকৃত লক্ষ্য কি? আর সেটাও খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে তবেই সম্পূর্ণ রীতিতে সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে। নিজের প্রকৃত লক্ষ্য হলো - আমি আত্মা, সেই পরমাত্মার সন্তান। প্রকৃতপক্ষে আমি কর্মাতীত, নিজেই নিজেকে ভুলে যাওয়ার কারণে কর্মবন্ধনে এসে গেছি, এখন পুনরায় সেই কথা মনে পড়ার ফলে, এই ঐশ্বরীয় যোগে যুক্ত হয়ে থাকার জন্য, নিজের দ্বারা কৃত বিকর্ম বিনাশ করছি। সুতরাং আমার লক্ষ্য হলো, আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান। কিন্তু যদি কেউ নিজেকে আমিই সেই দেবতা মনে করে সেই লক্ষ্যেই স্থিত হয়ে থাকে, তাহলে পরমাত্মার থেকে যে শক্তি পাওয়ার কথা তা পাবে না। আর তখন তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না। এখন এই যে সম্পূর্ণ জ্ঞান - আমি আত্মা, পরমাত্মার সন্তান কর্মাতীত হয়ে ভবিষ্যতে গিয়ে জীবনমুক্ত দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করবো - এই লক্ষ্যে স্থিত হয়ে থাকলে তবেই শক্তি প্রাপ্ত হয়। এখন এই যে মানুষ যে সুখ শান্তি পবিত্রতা চায়, সেও যখন পূর্ণ যোগ হবে তখনই তা প্রাপ্ত হবে। বাকি দেবতা পদ প্রাপ্ত করা তো আমাদের ভবিষ্যতের প্রালঙ্ক। আমাদের পুরুষার্থ আলাদা আর আমাদের প্রালঙ্ক হলো আলাদা। সুতরাং এই লক্ষ্যটাও আলাদা। নিজেকে কখনো এই লক্ষ্যে রেখো না যে - আমি পবিত্র আত্মা, অবশেষে পরমাত্মা হয়ে যাবো, না। বরং আমাদেরকে পরমাত্মার সাথে যোগ যুক্ত হয়ে পবিত্র

আত্মা হয়ে উঠতে হবে, কারণ আত্মা কখনো পরমাত্মা হতে পারে না।

২) এই অবিনাশী ঈশ্বরীয় জ্ঞানের অনেক নাম রাখা হয়েছে। কেউ এই জ্ঞানকে অমৃত বলে, আবার কেউ এই জ্ঞানকে অঞ্জনও বলে। গুরু নানক বলেছেন - জ্ঞান অঞ্জন গুরু দিয়েছেন। কেউ কেউ একে আবার জ্ঞান বর্ষাও বলে থাকে, কারণ এই জ্ঞানের দ্বারাই সমগ্র সৃষ্টি শ্যামলীমায় ভরে যায়। তমোপ্রধান মানুষ সতোগুণী মানুষ হয়ে যায় আর জ্ঞান অঞ্জন এর দ্বারা অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এই জ্ঞানকে আবার অমৃতও বলা হয় যার দ্বারা ৫ বিকারের অগ্নিতে দহন হয়ে যাওয়া মানুষ শীতল শান্তির অনুভব করে। দেখো গীতাতে পরমাত্মা স্পষ্ট রূপে বলেছেন যে কামেশু ক্রোধেশু.... সেখানেও সর্বপ্রথম কাম বিকারের কথাই বলা হয়েছে, যা ৫ বিকারের মধ্যে সর্ব প্রধান বীজ। বীজের অস্তিত্ব থাকলে তারপর ধীরে ধীরে তার থেকে ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার ইত্যাদির ডালপালা সৃষ্টি হয় - আর তার ফলে মানুষের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায়। সেই বুদ্ধিতেই জ্ঞানের ধারণা হতে পারে, যখন জ্ঞানের ধারণা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিতে হয়ে যায় তবেই বিকারের বীজ বিনষ্ট হয়ে যায়। সন্ন্যাসীরা মনে করে বিকারকে বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এই জ্ঞান তো সন্ন্যাসীদের কাছে নেই। তাই এইরকম শিক্ষাই বা তাঁরা কীভাবে দেবেন? তারা এমনিই বলতে থাকেন যে মর্যাদার মধ্যে থাকো। কিন্তু প্রকৃত মর্যাদা কি ? এককালে যে সত্যযুগে ত্রেতাযুগে দেবী দেবতাদের যে দৈবীগুণ সম্পন্ন মর্যাদা ছিল, যার জন্য তাঁরা ঘর-গৃহস্থে থেকেও কেমন সহজে নির্বিকারী প্রবৃত্তিতে বসবাস করতেন। এমন সত্য মর্যাদা আজ আর কোথায় আছে? আজকাল তো উল্টো বিকারী মর্যাদা সকলেই পালন করছে, একে অপরকে এমনি শেখাতে থাকে যে মর্যাদা পালন করো। মানুষের প্রথম কর্তব্য কি, তা তো কেউই জানে না। তারা শুধু এটাই প্রচার করতে থাকে যে মর্যাদা পালন করো কিন্তু এটাও জানে না যে মানুষের প্রথম মর্যাদা কী ? মানুষের প্রথম মর্যাদা হল নির্বিকারী হওয়া। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করো যে, তুমি কি এই মর্যাদা পালন করো? তার উত্তরে সে বলবে, আজকালকার এই কলিযুগী দুনিয়াতে নির্বিকারী হয়ে থাকার সাহস কারো নেই। এখন কেবল মুখে বলা যে - মর্যাদার মধ্যে থাকো, নির্বিকারী হও - তো এভাবে কেউ নির্বিকারী হবে না। নির্বিকারী হওয়ার জন্য প্রথমে এই জ্ঞান রূপী তরবারি দিয়ে এই পাঁচ বিকারের বীজকে সমূলে নষ্ট করে দিতে হবে, তবেই বিকর্ম ভস্ম হতে পারবে। আত্মা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent

6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রাহ্মণরাই হলে গডলী স্টুডেন্ট, বাবা তোমাদেরকে রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান দিয়ে মাস্টার জানি-জাননহার (অর্থাৎ যে সব কিছু জানে) বানিয়েছেন, এখন তোমরা সব কিছু জেনে গেছো”

*প্রশ্নঃ - অন্যদেরকে বোঝানোর নেশা কোন বাচ্চাদের মধ্যে থাকবে?

*উত্তরঃ - যার কাছে জ্ঞানের পুঁজি আছে। যে নিজে প্রতিটি কথাকে বুঝে ধারণ করে, সে-ই অন্যদেরকে নেশার সাথে বোঝাতে পারে। তোমাদেরকে নেশায় সাথে সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার বিধি শেখাতে হবে।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি...

ওম্ শান্তি । বাস্তবে এই গীত গাইবার দরকার নেই। কিন্তু চিত্ত-বিনোদনের জন্য এই সঙ্গীতের প্রয়োজন পড়ে । বাস্তবে আত্মার আওয়াজ করার দরকার নেই। আত্মা তো আওয়াজ থেকে দূরে নির্বাণ ধামে যেতে চায়। অনেক গান, বাজনা, কীর্তন, করতালি শুনে আত্মা ক্লান্ত হয়ে গেছে, এইজন্য এখন বাবাকে স্মরণ করতে থাকে - হে ভগবান আমাকে নিয়ে যাও। বাচ্চারা জানে যে এই বাবা আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। যেরকম ঘরে বাবা আর ঠাকুরদাদা দুজনেই বাচ্চা-বাচ্চা বলে ডাকেন। ঠাকুরদাদা এমন বলবেন না যে পৌত্র এদিকে এসো। দুজনেই বলেন যে বাচ্চা এইদিকে এসো। এখানে তো বাবা আর দাদা, সাকার আর নিরাকার দু জন একসাথে আছেন। বাস্তবে ঐনারা হলেন সকল মনুষ্যের বাবা আর ঠাকুরদা। তো অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাকে সৃষ্টি রচনা করতে আসতেই হয়। তোমাদের নাম খুব ভালো রাখা হয়েছে - ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। আবুতেও অধর দেবী আর কুমারী কন্যার মন্দির আছে। তো একটি কন্যা তো হবে না, তাই না। অবশ্যই অনেক মন্দির হবে। দুজনের আলাদা আলাদা মন্দির হবে। অধর কুমারী কাদের বলা হয়, কুমারী কন্যা কাদের বলা হয় - এটা তো তোমরাই জানো। এরা হলেন শিবশক্তি। ভিতরে অনেক বড় মন্দির তৈরী আছে। অনেক কুঠির আছে। তো মন্দিরও সাক্ষী দেয় যে, কুমারী আর অধর কুমারী অনেক আছে। যা কিছু চিত্র বানায়, এসব হল তাদেরই স্মরণিক। যেমন দেবী-দেবতাদের চিত্র আছে, যারা এখানে ভূমিকা পালন করে গেছেন। তারা বিশ্বের মালিক ছিলেন। এখন নেই। বিশ্বের রচয়িতাই ভারতকে বিশ্বের মালিক বানিয়েছেন। কীভাবে? যেটা এখন প্রাকৃতিকালে হচ্ছে। এখন হলো কলিযুগ। সত্যযুগে থাকে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। কলিযুগে আছে অনেক ধর্ম আর অনেক প্রজার রাজ্য। বাচ্চারা তোমরা যখন শোনো তো বুঝতে পারো যে বাবা যথার্থই সঠিক কথাই বোঝাচ্ছেন। কিন্তু কোনো কারণবশতঃ আমাদের ধারণা হচ্ছেনা, এইজন্য অন্যদেরকেও ধারণা করাতে পারছি না। কোনো না কোনো বিঘ্ন এসে যাচ্ছে। আমরা হলাম ডাল (dull, নির্বোধ) স্টুডেন্ট। এছাড়া বাবা তো খুব ভালো করেই বোঝাচ্ছেন। এখন অনেক মানুষ, অনেক ধর্ম। ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল। তখন খুব অল্প মানুষ ছিল। কেবল সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী সেই আত্মারা পরমধাম থেকে এসেছিল, নিজেদের ভূমিকা পালন করতে। বাদবাকি অন্যান্য ধর্মের আত্মারা নির্বাণধামে ছিল। এখন অনেক ধর্ম হয়ে গেছে, কিন্তু দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায়ঃলোপ হয়ে গেছে, তো অবশ্যই পুনরায় সত্যযুগ হবে। পরমপিতা পরমাত্মাকেই এসে স্বর্গ রচনা করতে হবে। যে ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করতো, তাদেরকে ভক্তির ফল প্রদান করতে তাঁকে এখানে আসতেই হয়। বাদবাকি সবাইকে পুনরায় মুক্তিধাম ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। আর তো কেউ বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। একজন গুরুও যদি গতি-সদ্ধতির রাস্তা জানতো তাহলে তাদের পিছনে লক্ষাধিক শিষ্যও যেত। লৌকিক তীর্থযাত্রাতে তো সবাই তীর্থ করে বাড়ি ফিরে আসে। তাহলে মুক্তিধাম থেকে ফিরে এসেছো কেন? একজন যদি রাস্তা খুঁজে পায় তবে তো সবাইকে নিয়ে যাবে। এখন এক বাবা এসেছেন তাই তোমরা রাস্তা খুঁজে পেয়েছো তাই না! বাবা সবাইকে দুঃখের দুনিয়া থেকে মুক্তি করেন, এইজন্য তাঁকে মুক্তিদাতা বলা হয়। সেই নিরাকারকে আসার জন্য একটা শরীর চাই। তাই নতুন দুনিয়া রচনার জন্য প্রজাপিতাও চাই। রচনা এখানেই রচিত করতে হবে। তাই ব্রহ্মাকেও এখানকার মানুষ হতে হবে। সূক্ষ্ম বতন থেকে নিচে নেমে তো আসবে না। বলেও থাকে এখন হল ব্রহ্মার রাত, তো ব্রহ্মা মুখবংশাবলীদেরও রাত। এখন অন্তিম সময়ে বাবা এসেছেন দিনের আলো ফোটাতে। ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হয় তো ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদেরও রাত সম্পূর্ণ হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো ঠিক আছে। বাস্তবে সকল মনুষ্য আত্মাদের বাবা পরমাত্মাকে বলা হয়। সবাই তাঁকে গড ফাদার পরমপিতা পরমাত্মা বলে থাকে। সেম্ভিবল মানুষ যখন গড ফাদার বলে তখন তো কোনও মানুষকে স্মরণ করে না। কেউ কেউ তো বলে তিনি হলেন জ্যোতি স্বরূপ, ব্রহ্মা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকে তো ব্রহ্ম বলবে না। তাই সর্বপ্রথমে নিজের পরিচয় দিতে হবে যে আমরা হলাম বি. কে। ব্রহ্মাকেও পরমপিতা পরমাত্মা রচনা করেন তারপর ব্রহ্মার মুখ দ্বারা

ব্রাহ্মণ রচনা করেন। প্রজাপিতা আছেন তো তাঁর অনেক সন্তানও থাকবে। এইভাবে বংশ লতিকা বৃদ্ধি হতে থাকে। ব্রাহ্মণ বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে সত্যযুগী দেবতা হয়, কেননা বাবা বসে ব্রাহ্মণদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। বাবা বলছেন - তোমরা আমার দ্বারা আমাকে আর আমার রচনাকে জানার ফলে সব কিছু জেনে গেছো। জানার জন্য আর কিছু বাকি থাকেনা। এতো বড় পরীক্ষায় পাশ হয়ে যাও অর্থাৎ মাস্টার জানি-জাননহার হয়ে যাও। গডলী স্টুডেন্ট কেবল ব্রাহ্মণেরাই হয়। দেবতা, বৈশ্য বা শূদ্র - কেউই গডলী স্টুডেন্ট হয় না। ভগবানুবাচ হয়েই থাকে ব্রাহ্মণদের প্রতি। যদি কৃষ্ণ ভগবানুবাচও হয়, তাহলে কাদের প্রতি? অবশ্যই ব্রাহ্মণ চাই। তো প্রজাপিতার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন। রুদ্র গ্তান যজ্ঞও ব্রহ্মাই রচনা করেন। কৃষ্ণ গ্তান যজ্ঞ তো কখনো বলে না। তাই সর্ব প্রথমে বোঝাতে হবে যে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি হলেন গ্তানের সাগর। তিনিই হলেন আমাদের বাবা, টিচার, সঙ্কর, তারপর এখানে কোনো উল্টো পাল্টা প্রশ্ন ওঠার অবকাশই নেই। এতো এতো বি.কে আছে, একটা-দুটো নয়। সর্ব প্রথমে পড়াতেই হবে অল্ক অর্থাৎ বাবা। অল্ক ছাড়া মানুষ কিছুই জানতে পারবে না। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করছেন। একা ব্রহ্মা তো রচনা করেন না। এই সব পয়েন্টস্ হলো ধারণ করার জন্য। বাবার কাছে গ্তান আছে তাই তোমাদেরকে ডেলিভারী (বিতরণ) করেন। তোমরা হলে গ্তান গঙ্গা। সাগর তো হলো একটাই। এই ব্রহ্মাও গ্তান কন্ঠস্থ করেন, তো ইনিও হলেন গ্তান গঙ্গা। যারা গ্তান কন্ঠস্থ করে তাদের বলা হয় গ্তান গঙ্গা। তার মধ্যে মেল-ফিমেল দুইই এসে যায়। গ্তান সাগর তো হলেন এক বাবা। এখানে দেখো, জলের সাগরকেও টুকরো-টুকরো করে দিয়েছে। সত্যযুগে যখন একটাই সূর্য বংশী রাজত্ব ছিল তখন সাগরের টুকরো ছিল না। যেখানে খুশী ঘুরতে যেতে পারতে। সেখানে কেউ বলবে না যে আমার জায়গায় আসবে না বা আমার ভাগের সাগরের জল নেবে না। এখানে তো একে-অপরের জলই বন্ধ করে দেয়। কতো টুকরো হয়ে গেছে। এখন আমরা একটাই সত্য খণ্ড স্বর্গের স্থাপনা করছি। বাবারও বিচার সাগর মন্থন হয় তবেই তো বোঝাতে পারেন। ব্রহ্মাও বলবেন যে সকল জীবাত্মারা হল আমার বাচ্চা। আদি দেব বা আদম হলেন সকলের বাবা। এমন নয় যে সেই সময় কোন মানুষ ছিলনা, তাই আদম আদমী (মনুষ্য) রচনা করলেন। না, নিরাকার বাবাকে প্রথমে অবশ্যই আদমের মধ্যে আসতে হয়, তারপর তো মুখবংশাবলী রচনা করেন। তা বলে এটা নয় যে মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে বা নাক অর্থাৎ বায়ু থেকে জন্ম হবে। এই সব হল ভক্তির কথা। সাধারণ মানুষ তো কচ্ছ-মচ্ছকেও পূজা করতে থাকে। তো সর্ব প্রথম কথাটি হল আত্মাদের বাবা কে? তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গ রচনা করে থাকবেন। এখন তো হলো নরক। পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা এখন আমরা স্বর্গের জন্য রাজযোগ শিখছি। ব্রহ্মাও তাঁর কাছে পড়ছেন। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সকল আত্মাদের বাবা। ব্রহ্মা হলেন জীবাত্মাদের বাবা। আমরা হলাম তাঁর মুখ বংশাবলী ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারীরা। তথাপি গ্তান সাগর বাবা-ই আমাদের গ্তান প্রদান করেন। আমরা শ্রীমতানুসারে চলি, তিনি তো হলেন সুপরিচিত। ব্রহ্মার মত সুবিখ্যাত। এইরকম কখনও বলা হয় না যে উপর থেকে বিষ্ণু নেমে এলেও তোমরা মানবে না। এটা ব্রহ্মার জন্যই বলা হয়। তাঁকে গ্তান দান করেন শিব। তোমরাও শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হও। বাবা বোঝাচ্ছেন আমি এসে দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। এই যে আর্য-সমাজীরা এতো বিরক্ত করে তাদেরকে বলো যে তোমরা তো দেবতাদেরকে মান্য করো না, তোমরা তাদের অস্তিত্ব খণ্ডিত করো। নিজের ধর্মে কিছু করার জন্য প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে। মুসলমানদের ধর্ম হল আলাদা। তারা অনেক তর্ক-বিতর্ক করে, বলে যে তোমরা এইরকম কেন করো। সেদিক থেকে বলা যায় যে আমাদের ধর্মই হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, আমরা তারই প্রচার করি। তোমরা হস্তক্ষেপ কেন করছো? তারদেরকেও যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। তাদেরকে বিস্তারিত ভাবে বোঝানোর দরকার নেই। তারা এতো কিছু বুঝবে না। যে-ই আসুক, তাকে বাবার পরিচয় দাও। আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। তুমিও যদি নিতে চাও তাহলে এসো। বাবা অমরলোক স্থাপন করছেন, এইজন্য তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। বাবা বলছেন এই রাবণের বিরুদ্ধে জয়ী হতে হবে। আমরা শক্তি সেনারা জয় প্রাপ্ত করেছি। আমাদের ওস্তাদ কিভাবে আমাদেরকে জয়ী হতে শেখাচ্ছেন, সেটা এখানে এসো তাহলে বোঝাতে পারি। যদি তুমিও জয়ী হতে চাও তাহলে শক্তি দলে সম্মিলিত হও। এছাড়া ফালতু কথা বলো না। কিন্তু এটা নেশার সাথে সে-ই বলতে পারবে যার কাছে গ্তানের পুঁজি থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) গ্তানকে কন্ঠস্থ করে মাস্টার গ্তানের সাগর গ্তান গঙ্গা হয়ে পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে।

২) প্রত্যেককে অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে, কারো সাথেই ডিসকাসে যাবেনা। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে।

বরদান:- পিওরিটির পার্সোনালিটি আর রয়্যালটির দ্বারা বাবার নিকটে আসতে পারা দেহী-অভিমানী ভব
যেরকম শরীরের পার্সোনালিটি আত্মাদেরকে দেহ বোধে নিয়ে আসে, এইরকমই পিওরিটির পার্সোনালিটি
দেহী-অভিমানী বানিয়ে বাবার নিকটে নিয়ে আসে। পিওরিটির পার্সোনালিটি আত্মাদেরকে পিওরিটির
দিকে আকৃষ্ট করে। পিওরিটির রয়্যালটি ধর্মরাজ পুরীর রয়্যালটি দেওয়া থেকে মুক্ত করে দেয়। এই
রয়্যালটি অনুসারে ভবিষ্যতের রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসতে পারবে। দেহী-অভিমানী বাচ্চারা এই
পার্সোনালিটির দ্বারা বাবার সাক্ষাৎকার করানোর আধ্যাত্মিক (রুহানী) দর্পণ হয়ে যায়।

স্লোগান:- প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখার চশমা সদা লাগিয়ে রাখলে বিশেষ আত্মা হয়ে যাবে।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

১) তোমাদের এই যে ঈশ্বরীয় সংসঙ্গ, এটা কোনো সাধারণ সংসঙ্গ নয়। এটা হলো ঈশ্বরীয় স্কুল বা কলেজ। যে কলেজে
তোমাদেরকে রেগুলার পড়াশোনা করতে হবে, বাকিরা তো কেবল সংসঙ্গ করা, অল্প সময় সেখানকার কথা শোনা
তারপর যেমন ছিল তেমনই হয়ে যায়। কেননা সেখানে কোনও রেগুলার পড়াশোনা হয় না, যেখান থেকে কোনও প্রালঙ্
পাওয়া যাবে। এইজন্য তোমাদের সংসঙ্গ কোনও সাধারণ সংসঙ্গ নয়। এটা তো তোমাদের ঈশ্বরীয় কলেজ, যেখানে
পরমাত্মা বসে তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন আর তোমরা সেই পড়া পুরোপুরি ধারণ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো। যেরকম
লৌকিক স্কুলে মাস্টারমশাই পড়িয়ে ডিগ্রি প্রদান করেন, সেইরকম এখানেও স্বয়ং পরমাত্মা গুরু, পিতা, শিক্ষকের রূপে
আমাদেরকে পড়িয়ে সর্বোত্তম দেবী-দেবতা পদ প্রদান করেন। এইজন্য এই স্কুলে জয়েন্ট হওয়া খুব জরুরী। এখানে
আগতদের এই জ্ঞান বোঝানো খুব জরুরী, এখানে কি রকম শিক্ষা পাওয়া যায়, এই শিক্ষাকে জীবনে ধারণ করলে
আমাদের কি কি প্রাপ্তি হবে! আমরা তো এটা জেনে গেছি যে আমাদেরকে পরমাত্মা নিজে এসে ডিগ্রি প্রদান করেন আর
একই জন্মে সমগ্র কোর্স সম্পূর্ণ করতে হয়। তো যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই জ্ঞানের কোর্সকে সম্পূর্ণ ভাবে ধারণ করে
তারা ফুল পাস হয়ে যাবে, বাকি যারা কোর্সের মাঝে আসবে তারা তো এত জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না, তারা কি করে
জানবে যে আগে কোর্সে কি হয়েছে? এইজন্য এখানে রেগুলার পড়তে হবে, এই নলেজকে ধারণ করলেই উন্নতি করতে
থাকবে। এইজন্য রেগুলার স্টাডি করতে হবে।

২) ভগবানুবাচ বাচ্চাদের প্রতি, যখন পরমাত্মা নিজে এই সৃষ্টিতে অবতীর্ণ করেছেন, তো সেই পরমাত্মাকে আমাদের হাত
সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ করতে হবে। কিন্তু পরিপক্ব সত্য বাচ্চাই বাবাকে নিজের হাত দিতে পারবে। এই বাবার হাত কখনও
ছাড়বে না। আর যদি ছেড়েও দাও তাহলে অনাথ হয়ে কোথায় যাবে! যখন পরমাত্মার হাত ধরে নিয়েছো তখন সূক্ষ্ম
ভাবেও এই হাত ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প বা সংশয় প্রকাশ করবে না। জানিনা তিনি আমাকে পার করবেন কি না! এমনও
অনেক বাচ্চা হয় যারা পিতাকে না জানার কারণে পিতারও সামনে পড়ে গেলে এমনও বলে দেয় যে আমি কাউকে পরোয়া
করি না। যদি এইরকম চিন্তা আসে তবে এমন অযোগ্য বাচ্চার দেখাশোনা পিতা কীভাবে করবেন? তো মনে করো সে
পড়ে গেলো তো গেলো, কেননা মায়া তো ফেলে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করবে। কেননা সে পরীক্ষা তো অবশ্যই নেবে যে
যোদ্ধা কতটা শক্তিশালী বীর হয়েছে! এখন এটাও খুব জরুরী, যত যত আমরা প্রভুর সাথে সমর্থ হতে থাকবো তত মায়াও
শক্তিশালী হয়ে আমাকে ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা করবে। যুদ্ধ সমান সমান শক্তিশালী যোদ্ধার মধ্যে হয়। যত প্রভু বলবান
হবে তত মায়াও তার শক্তি দেখাবে। কিন্তু নিজের মধ্যে তো পাক্কা নিশ্চয় আছে যে, নিশ্চিত পরমাত্মাই হলেন মহান
বলবান, অবশ্যই তাঁরই জয় হবে। প্রতি স্বাসে এই বিশ্বাসে স্থিত হতে হবে, মায়াকে নিজের শক্তি দেখাতে হবে, মায়া প্রভুর
কাছে নিজের দুর্বলতা দেখাবে না, যদি একবার দুর্বল হয়ে যায় তো শেষ হয়ে যাবে। এইজন্য যদি মায়া নিজের তেজও
দেখায় কিন্তু তোমরা মায়াপতির হাত ছাড়বে না, সেই হাত যদি চেপে ধরে রাখো তবে তোমাদের বিজয় নিশ্চিত।
যেখানে পরমাত্মা হলেন আমাদের মালিক তখন হাত ছেড়ে দেওয়ার সংকল্পও আনবে না। যদি হাত ছেড়ে দেয় তাহলে সে
বড় মূর্থতার পরিচয় দেবে। এইজন্য পরমাত্মা বলেন, বাচ্চারা আমি স্বয়ং সমর্থ (সর্বশক্তিমান) সাথে আছি, তো আমার
সাথে থাকার কারণে তোমাদেরকেও অবশ্যই সমর্থ হতে হবে। বুঝেছো, বাচ্চারা। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি আর কোনো আশা না রেখে ভবিষ্যতে উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য কেবল নষ্টমোহ হও, বাবাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো"

- *প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ সোজা সরল রাস্তা বলে দেন? কোন্ বিষয়ের সঙ্গে বাবার কোনো সম্বন্ধ নেই?
- *উত্তরঃ - বাবা বাচ্চাদের শান্তিধাম, সুখধাম যাওয়ার সোজা সরল রাস্তা বলে দেন - বাচ্চারা, তোমরা কেবল বাবাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো। বাকি তোমাদের সামনে যে কোনো বিপদ আসুক, দুঃখ বা অসুস্থতা আসুক, দেউলিয়া হয়ে যাও, এ সব তোমাদের নিজেরই কর্মের হিসেব-নিকেশ, এর সঙ্গে বাবার কোনো সম্পর্ক নেই। বাবা যুক্তি বলে দেন, কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া প্রত্যেক বাচ্চার কাজ।
- *প্রশ্নঃ - কোনো কোনো বাচ্চা কোন্ একটি কারণে সেবার উপযুক্ত হতে পারে না?
- *উত্তরঃ - ফ্যামিলিয়ারিটির হান্ধা নেশা থাকে, মায়ার পোকা লেগে যায় - এই কারণে সেবার যোগ্য হয় না।
- *গীতঃ- ফিরে গেছে দুঃখের সময়...

ওম্ শান্তি। খুশী আর দুঃখ। এখন তো হলো রাবণ রাজ্য। মানুষ তো জানে না যে, রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয়। বাবা এসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন যে, দুঃখ কখন হয় আর সুখ কখন হয়। এই রাবণ রাজ্যে যেমন দুঃখও আছে, তেমনই খুশীও আছে। এখনই খুশী, আবার এখনই দুঃখ। বাচ্চা জন্মালে খুশী, আবার মৃত্যু হলে দুঃখ। সন্ন্যাসীরাও বলে থাকে - এখানকার সুখ কাক বিষ্ঠার সমান। তাহলে অবশ্যই বলা হবে, এ হলো দুঃখের দুনিয়া, কিন্তু ওরা জানেও না যে, সদা সুখ, যেখানে দুঃখের নাম-নিশানা থাকবে না, সে থাকে সত্যযুগেই। তোমরা বাচ্চারা এ কথা এখনই জানো যে, অবশ্যই এখন হলো রাত। রাত দুঃখের হয়, একে রাবণের রাত বলা হয়। রাবণ আসার কারণে ভক্তি আরম্ভ হয়। বিকার শুরু হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারো যে, সদা খুশীতে থাকার জন্য আমরা এই সময় পুরুষার্থ করছি। বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা, ভবিষ্যতে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করো, আর কোনো আশা রেখো না। বাচ্চারা তো জানেই না যে, অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে কি প্রাপ্ত হয়। বাবা এসেই তা বলে দেন। দুনিয়া এই কথা জানে না যে, পরমাত্মার থেকে কি প্রাপ্ত হয়। ওরা মনে করে সুখ - দুঃখ তিনিই দেন। বাবা বলেন, আমি তো সদা সুখ দান করতেই আসি। তোমরা কেবল শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। আমি তো তোমাদের শান্তিধাম আর সুখধামের পথ বলে দিতে এসেছি। ওই রাস্তায় চলা তো তোমাদের কাজ, আর কি ঝঞ্ঝাট সামনে আসে? সম্পূর্ণ দুনিয়া তো ঝঞ্ঝাটেই আছে। বাবা বলেন যে, আমি তো তোমাদের সহজ সরল রাস্তা বলে দিই। সে তো খুবই সহজ। বাকি যে বিপদ, ঝঞ্ঝাট আসে, দুঃখ আসে, রোগ ইত্যাদি হয়, দেউলিয়া হয়... এ সব হলো তোমাদের কর্মের হিসাব। সে তো প্রত্যেকেই ভোগ করতেই হবে, এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এই সময়ও কেউ এমন পাপ করে যে দুঃখ ভোগ করতে হয়। আমি তো তোমাদের পথ বলে দিতে এসেছি। আমার নির্দেশ হলো -- আমি তোমাদের বাবা, আমাকে স্মরণ করো, কারণ ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাকি লড়াই - ঝগড়া করে তো পুরো আয়ুকালই শেষ করেছে। আমি তো সোজা পথ বলে দিই যে, আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো। কীভাবে থাকবে, সেই যুক্তিও তিনি বলে দেন। বাকি মাথা ঠোকা, পুরুষার্থ করা তো তোমাদের কাজ। বাচ্চারা, এই সব কর্মবন্ধন হলো তোমাদের। বাবা বলেন যে, গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে। বাবা জানেন যে, স্ত্রীর পতির প্রতি, বাচ্চাদের প্রতি অনেক মোহ থাকে, এর থেকে মুক্ত হওয়া, নষ্টমোহ হওয়া... এ তো বাচ্চাদের কাজ।

বাবা তো কেবল দুটি কথা বলেন -- যদি সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হয় তাহলে এক তো অবশ্যই পবিত্র হতে হবে আর দ্বিতীয় যোগে থাকতে হবে। কোনো বিষয়ে কেউ যদি তোমাদের সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করে, তাহলে এ হলো তোমাদের কর্মের হিসাব। বাকি তোমরা যদি পবিত্র থাকো তাহলে গভর্নমেন্টও তোমাদের আটকাতে পারবে না। বাবা তো পথ বলে দেন যে, তোমাদের গৃহত্যাগ করতে হবে না। গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে আর যোগে থাকতে হবে। মানুষ মনে করে যে, পবিত্র থাকা খুবই কঠিন কাজ, কেননা এমন শিক্ষা কেউই কোনোদিন দেয়নি। যদিও অনেক ব্রহ্মচারী আছে কিন্তু এখানে তো নিয়ম হলো, গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকতে হবে। কুমারী তো পবিত্রই, তার জন্য তো খুবই সহজ, তাই পবিত্রই থাকো। গৃহস্থ জীবনে যেও না। এতে কেবল সাহস থাকার প্রয়োজন। তোমরা বলতে পারো যে, আমরা ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য পবিত্র থাকতে চাই, এতে ভারতেরই কল্যাণ। আমরা পবিত্রতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত

করবো । এ হলো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার কথা । সত্যযুগে পবিত্র দুনিয়াই ছিলো । সঙ্গম যুগে যারা পবিত্র থাকবে, তারাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । এতে তো সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রশ্নই নেই যে, সবাই কি করে পবিত্র হবে । এখন হলো সকলের অন্তিম সময় । এখন সবাইকে হিসেব - নিকেশ শোধ করে ঘরে ফিরে যেতে হবে । সবাই তো আর এসে জ্ঞান গ্রহণ করবে না । যারা সহজ রাজযোগ শিখবে তারাই উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে । সম্পূর্ণ দুনিয়া তো কি, সম্পূর্ণ ভারতই এই জ্ঞান শুনে ধারণ করতে পারবে না । বাকি কোনো ঝগড়াঝাঁটি হলে সে তোমাদের যোগবলের দ্বারা দূর করতে হবে । তাদেরই মার খেতে হয়, যাদের কিছুমাত্র মমত্ব আছে, এখনো নষ্টমোহ হয়নি, সেই শক্তি নেই । বাবার কাছে সমাচার এসেছিলো যে, এক গোপিকা খুব চোখের জল ফেলেছিলো, কিন্তু কাঁদলে কি হবে ? বাবা তো অনেক যুক্তিই বলে দিয়েছেন । পতিকে বলে যে, আমি পবিত্র থাকতে চাই আর বাকি সব সার্ভিস করার জন্য তৈরী আছি । তোমরা যুক্তির দ্বারা নিজেকে মুক্ত করতে পারো কিন্তু প্রথমে নিজের হৃদয়ের মমত্ব দূর করা উচিত । মাতাদের তাদের পতি আর বাচ্চাদের প্রতি অনেক মোহ থাকে । তারা আবার বলে, কেউ আমাদের মুক্ত করে দিক, কিন্তু এতে চিৎকার করার বা কান্নাকাটি করার কোনো দরকার নেই । এ হলো বোঝার মতো কথা । মনে করো, কোনো ভালো মানুষের স্ত্রী, বাচ্চারাও ফাস্টফুড, বাবা তো বলবেন, এখন এই অন্তিম জন্মের জন্য গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থেকে দেখাও । তাই পতিকে বুঝিয়ে বশ করতে হবে । না হলে তো জবাব দিতে হবে, কিন্তু যখন নষ্টমোহ হতে পারবে, তখন । কেউ চাইলে এক সেকেন্ডে নষ্টমোহ হয়ে যেতে পারে, না হলে জীবনভর হতে পারবে না । অনেককে ত্যাগ করার পরও অনেকে নষ্টমোহ হয় না, তখন মনের ওঠানামা চলতে থাকে ফলে অবস্থাও ঠিক থাকে না । বাবা তাই বলেন, প্রথমে নষ্টমোহ হয়ে যাও । এরপরও যদি নিজ কর্মের জন্য অনুশোচনা করতে থাকো, তাহলে বাবা কি করবেন ? সকলের জন্য রাস্তা একই, অবশ্যই তোমাদের পবিত্র হতে হবে । যদি পবিত্র থাকতে না দেয় তাহলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কোনো না কোনো সার্ভিসে লেগে যাও । এখানে তো স্বচ্ছ হৃদয়ের প্রয়োজন । এমন নয় যে, ঘর ছেড়ে চলে এলো, এরপর ব্রাহ্মণ কুলে থেকে কোনো না কোনো পারিবারিক সম্পর্কে আটকে রইলো । এমনও অনেক আছে যাদের হাল্কা ফ্যামিলিয়ারিটির (পরিচিতি) নেশা থাকে । তাদের অবস্থার উন্নতি হয় না । তারা সার্ভিসের উপযুক্ত হয় না, কেননা ভিতরে (খ্যাতি) পোকা লেগে থাকে । মায়া তাদের ত্যাগ করে না । তারা লেখে, বাবা মায়ার অনেক তুফান আসে । তাহলে অবশ্যই হাল্কা নেশা আসছে । এখানে তোমাদের কমল ফুলের সমান থাকতে হবে । ঝিমিয়ে যাওয়ার কোনো কথাই নেই । সকলেরই তাদের নিজের নিজের কর্ম বন্ধন, তাহলে ওষুধও নিজের - নিজের আলাদা । কেউ যদি উপার্জন করার জন্য জিঞ্জের করে, বাবা তখন তার পোতামেল দেখে রায় দেন । কেউ এমনও আছে, তাদের কাজই এমন যে, পাপ করা ছাড়া শরীর নির্বাহ করতে পারে না । এখন সময় এমনই হয়ে গেছে । কারোর কাছে অনেক অর্থ থাকলে পাপ করার দরকার হয় না । বাবা বলেন, শান্তভাবে বসে যোগের উপার্জন করো কিন্তু কোনো কাজ করার পূর্বে রায় নিতে হয় । এমন নয় যে, কাজ করার পরে বললে, এই বিষয়ে আটকে গেছি, এবার কি করবো ? বাবা বোঝাতে থাকেন, যদি ধন অনেক থাকে তাহলে শান্তভাবে বসে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো, কাজকারবারের ঝামেলা ঝঞ্জাট ছাড়ে । প্রতি পদে শ্রীমতে চলা খুবই জরুরী । নিজেদের মধ্যে খুবই মিষ্টিভাবে থাকতে হবে । নাহলে বাপদাদার নাম বদনাম করবে । বাপদাদা বা সঙ্গের নিন্দা যারা করে তারা উচ্চ পদে টিকতে পারবে না । নিজের হাতে আইন নেওয়া উচিত নয় । না হলে সবাই বলবে যে, ঈশ্বরীয় কুলে এমন বাচ্চা হয় নাকি ? বাবা বলেন, তোমরা কাউকে দুঃখ দিও না । ভোরবেলা উঠে তোমরা বাবাকে স্মরণ করো । বাবা, তুমি কতো মিষ্টি, তুমি আমাদের রাজার রাজা, স্বর্গের মালিক বানিয়ে থাকো । আমরা অবশ্যই তোমার শ্রীমতে চলবো । আমরা আর আসুরী মতে চলবো না । বাবাকে স্মরণ করে না, তখন বাবা বুঝে যান যে, এদের পুরানো কড়া আসুরী সংস্কার । এরা কীভাবে স্বর্গের রাজ্যভাগ্য গ্রহণ করবে । নিজের চলন তো দেখো । বাচ্চারা, না হলে তোমাদের মতো ভাগ্যবান এই দুনিয়াতে আর কেউই নেই । বাবা তো বলবেন - বাচ্চারা, তোমরা বাবার প্রকৃত বাচ্চা হও । এমন চলন দেখাও যাতে বাবাও খুশী হয়ে যায় । বাবার বাচ্চাদের প্রতি খুবই খেয়াল থাকে যে, কীভাবে বাচ্চাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করিয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করানো যায় ।

বাবা বোঝান যে, দিনে যদিও বা জাগতিক কাজকর্ম করো, কিন্তু ব্রহ্ম-মুহুর্তে উঠে বাবার সাথে মিষ্টি - মিষ্টি বার্তালাপ করা উচিত । বাবা তুমি তো কামাল করে দিয়েছো । তুমি তো ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী দান করে থাকো । আমরা তো তোমার কাছে বলিহারি যাবো । তাই বলিহারি যেতে হবে, কেবল বললে হবে না । তোমরা যত সময় এই স্মরণে থাকবে, এর প্রভাব সারাদিন চলতে থাকবে । অনেক বি.কে. আছে যারা ভোরবেলা ওঠে না, তাই তাদের ধারণাও হয় না । ভোরবেলা ওঠার যদি অভ্যাস হয়ে যায়, তখন দেখবে কীভাবে সার্ভিসেবেল হয়ে যায় । কারোর সার্ভিসের শখ থাকলে, সে যেখানেই হোক সেবা করবে । গালিও মিলবে । একশো জনের মধ্যে একজন বের হবে । এতে লজ্জা পাওয়া উচিত নয় । সার্ভিস তো যেখানে - সেখানে, কেবল তা করার কেউ চাই । বাবা তো উপায় বলেই দেন । তোমাদের নেশা থাকা উচিত । অন্য সব নেশাতে তোমাদের ক্ষতি, একমাত্র নর থেকে নারায়ণ বানানোর নেশা ছাড়া । এই নেশা বাবা চড়ান । বাকি

কারোর কাছে জ্ঞানের নেশা নেই। পতিত দুনিয়া আর পাবন দুনিয়ার কথাও কেউ জানে না। পতিত দুনিয়াতে অবশ্যই পতিত মানুষ থাকবে, তাই তো তারা পবিত্র দেবতাদের পূজা করে। সত্যযুগ, ত্রেতাতে তো পবিত্র মহারাজা - মহারানী ছিলেন। দ্বাপর যুগ থেকে রাবণের রাজধানী শুরু হয়।

বাম্ভারা জানে যে, শিববাবা আমাদের ভালো কর্ম করতে শেখান, তারপর তিনি পদেরও সাক্ষাৎকার করান। এ হলো প্রত্যক্ষ ফলের সাক্ষাৎকার। যেহেতু বাবা স্বয়ং শেখানোর জন্য এসেছেন, তাই শেখার জন্য কতো উৎকণ্ঠা থাকা উচিত। কর্মবন্ধন আছে -- কেবল এমন বলা, একেও দুর্বলতা বলা হয়। কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়ও বাবা বলতে থাকেন, কিন্তু এমন রায় তিনি পাকাদেরই দিতে পারেন, কাঁচাদের নয়। কোনো বন্ধনে আবদ্ধও পুরুষার্থ করে জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা পতিকে বশীভূত করে তাকে নিয়ে আসে, মারও অনেক খায়। বলাও হয়ে থাকে, মাটিতে মিশে যাবো তবু ধর্ম ত্যাগ করবো না। তাই এও প্রতিজ্ঞা করা হয় আর এই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখা উচিত। এর দৃঢ় অভ্যাসও করা উচিত। মায়া অত্যন্ত প্রবল, তোমাদের একে জয় করতে হবে তাই সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। এমন নয় যে, স্বর্গে যে কোনো পদ পেলাম। তা নয়, উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাম্ভাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাম্ভাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের হাতে আইন তলে নিও না। নিজেদের মধ্যে খুব মিষ্টি সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবে না। ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠে বাবার সাথে মিষ্টি - মিষ্টি বার্তালাপ করতে হবে।

২) সেকেন্ডে নষ্টমোহ হতে হবে। পবিত্র থাকার যুক্তি বের করতে হবে। সাহস রাখতে হবে। জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা হিসেবপত্র শোধ করতে হবে।

বরদান:- সেবার ক্ষেত্রে স্ব সেবা এবং সর্বের সেবার ভারসাম্য রেখে মায়াজিৎ ভব সর্বের সেবার সবার প্রথমে স্ব সেবা আবশ্যিক। এই ব্যালেন্স সদা নিজের এবং সেবার উন্নতি প্রাপ্ত করায়। তাই সেবার ক্ষেত্রে দৌড়ঝাঁপ করেও দুই বিষয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা, তাহলেই মায়াজিৎ হয়ে যাবে। এই ভারসাম্য রাখলে ম্যাজিক হয়ে যায়। না হলে সেবাতে বাহ্যমুখতার কারণে ম্যাজিকের পরিবর্তে নিজের এবং অন্যের ভাব - স্বভাবের বিশৃঙ্খলায় এসে যাও। সেবার দৌড়ঝাঁপে মায়া বুদ্ধিকে অস্থির করে মারে।

স্লোগান:- নিজের বিশেষত্বের বীজকে সর্বশক্তির জল দ্বারা সিঞ্জন করে তাকে ফলদায়ক করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদের সীমিত ও অসীম জগতের নলেজ প্রদান করে, এসবেরও উর্ধ্বে পরম ধামে নিয়ে যান, সত্যযুগ ত্রেতা হল সীমিত, দ্বাপর কলিযুগ হল অসীমিত ”

- *প্রশ্ন:- বাবার দ্বারা প্রাপ্ত নলেজের দূট (মজবুত) কে থাকতে পারে?
- *উত্তর:- যে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়। পবিত্র নয় তো নলেজ ধারণও হয় না। পবিত্র গোল্ডেন এজেড বুদ্ধিতেই সম্পূর্ণ নলেজ ধারণ হয়, তারাই বাবার সম মাস্টার নলেজফুল হয়।
- *প্রশ্ন:- পুরুষার্থ করতে করতে বাচ্চারা তোমাদের কোন্ স্টেজ তৈরি হয়ে যাবে?
- *উত্তর:- এখনও পর্যন্ত যে অশুদ্ধ সঙ্কল্প বিকল্প চলে সেসব সমাপ্ত হয়ে যাবে। বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথে যুক্ত থাকবে। বুদ্ধি সোনার পাত্রে পরিণত হবে। বাবা যে রত্ন প্রদান করেন সেসব ধারণ হতে থাকবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের, আত্মিক পিতা রোজ রোজ বসে বোঝান। এই কথা তো বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্যের এই সৃষ্টি চক্র বানানো রয়েছে । সীমিত এবং অসীম জগতের উর্ধ্বে যেতে হবে। বলা হয় যে - সীমিত ও অসীম জগৎ ছাড়িয়ে। অতএব বুদ্ধিতে এই জ্ঞান রাখতে হবে যে সীমিত জগৎ এবং অসীম জগতের উর্ধ্বে যেতে হবে। (ঈশ্বর) পিতার বিষয়েও বলা হয় - সীমিত ও অসীম জগৎ ছাড়িয়ে। এই কথাটির অর্থও বোঝা উচিত। আত্মিক (রুহানী) পিতা আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদেরকে এই টপিকে বোঝান - জ্ঞান, ভক্তি পরে বৈরাগ্য। এই কথা তো জানো জ্ঞান দিনকে বলা হয় যখন নতুন দুনিয়া হয়। সেখানে ভক্তি থাকে না। ওইটা হল সীমিত দুনিয়া, সেখানে মানুষ থাকে খুব অল্প সংখ্যায়, পরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। অর্ধেক কল্প পরে ভক্তি শুরু হয়। যখন জ্ঞান অর্থাৎ দিন থাকে তখন কোনও সন্ন্যাস ধর্ম নেই, বৈরাগ্য নেই। সন্ন্যাস বা ত্যাগ সেখানে থাকে না, এই সব কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে, ধীরে ধীরে সৃষ্টির বৃদ্ধি হতে থাকে। জীব আত্মাদের বৃদ্ধি হয়। আত্মারা পরম ধাম থেকে নেমে আসে। সীমিত দুনিয়া থেকে আরম্ভ হয়, এই সময় হল অসীম দুনিয়া । অতএব বাবা হলেন সীমিত এবং অসীম দুনিয়ার উর্ধ্বে। সীমিত দুনিয়ায় বাচ্চাদের সংখ্যা অনেক কম, পরে সৃষ্টিতে বৃদ্ধি হয়। এখন এসব থেকে উর্ধ্বে যেতে হবে। একে বলে অসীম, প্রথমে আত্মারা সীমিত ছিল। সত্য যুগ, ত্রেতায় পাট প্লে করেছে। কোথায় ৯ লক্ষ, কোথায় ৫-৬ শত কোটি, চলে যায় অসীমে। মানুষ পরীক্ষা করে আকাশের পরিধি কত দূর, সমুদ্রের সীমা কত দূর, এর অন্ত নেই। উর্ধ্বে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করে। এতখানি অয়েল বা ইন্ধন রাখতে হয় যাতে ফিরে আসতে পারে। অসীমের পারে তো যেতে পারে না, সীমা পর্যন্তই যাবে। সীমিত এবং অসীম দুনিয়ার উর্ধ্বে রহস্য বাবা তোমাদেরকে বোঝান। সর্বপ্রথমে নতুন দুনিয়া হয় সীমিত দুনিয়া। সংখ্যা অনেক কম । রচনার আদি মধ্য অন্তের নলেজ তোমাদের থাকা চাই। এই নলেজ কারো নেই। বাবার পরিচয় জানেনা। এই সব রহস্য বোঝান বাবা, উনি হলেন সীমিত ও অসীম দুনিয়ার উর্ধ্বে। তো বাবা বসে তোমাদেরকে রচনার আদি মধ্য অন্তের রহস্য বুঝিয়ে দেন। তারপরে বাবা বলেন বাচ্চারা এসবের উর্ধ্বে যাও। সেখানে তো কিছুই নেই। আকাশ শুধু আকাশ, জলই জল। জমি ইত্যাদি কিছু নেই, একেই বলে সীমিত ও অসীম দুনিয়ার উর্ধ্বে। এর অন্ত কেউ প্রাপ্ত করে না। অনন্ত, অনন্ত বলে কিন্তু অর্থ জানেনা। সম্পূর্ণ বোধ বাবা প্রদান করেন কারণ উনি হলেন শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অত্যন্ত বোধসম্পন্ন। ভালোভাবে বুঝে শুনে বোধসম্পন্ন হয়েছে যারা তারাই মালার দানা হয়েছে। কোনও মানুষ রচয়িতা এবং রচনার আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝে না। একমাত্র বাবা বোঝান। উনি বলেন আমি সীমিত জগৎও দেখছি, অসীমেও যাই। এই যে এত সব ধর্ম আছে, এইভাবে এইভাবে স্থাপনা হয়। সত্য যুগ হল সীমিত সৃষ্টি, পরে কলিযুগে হল অসীম। তারপরে সীমিত ও অসীমের উর্ধ্বে যেখানে আমাদের শান্তিধাম আছে, সুইট হোম আছে। সত্যযুগও হল সুইট হোম। সেখানে শান্তিও আছে তার সঙ্গে রাজ্য ভাগ্যও আছে। সেখানে সুখ ও শান্তি দুইই আছে। ঘরে যাব অর্থাৎ পরম ধামে কেবলমাত্র শান্তি থাকবে, সুখের নাম নেই। এখন তোমরা শান্তি ও সুখ দুইই স্থাপন করছো। সেখানে অশান্তির নাম নেই। অশান্তি হল ৫ বিকারের, এ'কথা দুনিয়ায় কেউ জানেনা। অর্ধেক কল্পের পরে পুনরায় রাবণের রাজ্য হয়। তারা কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দেয়। কিছুই বুঝতে পারে না, তাই ব্রষ্টাচারী, দুঃখী, পতিত হয়েছে। একটুও সভ্যতা নেই। যে দৈবী সভ্যতা ছিল, তার পরিবর্তে অসভ্যতা, আসুরিক গুণে পরিপূর্ণ হয়েছে।

এ হল অসীমের ড্রামা। বলা হয় সীমিত ও অসীমের উর্ধ্বে এখন তোমরা বহু দূর আরও দূরে যাও। মানুষ তো খেলার কথা কিছু জানেনা যে সবচেয়ে বড়ো কে? উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, তখন বলা হয় তোমার মতি গতি তুমিই জানো।

বাচ্চারা, এখন তোমরা সব কিছু বুঝেছো। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও নম্বর ক্রমে রয়েছে। বাবা বসে বোঝান যে আমার বুদ্ধি কত দূর পর্যন্ত যায়। সীমিত ও অসীমের উর্ধ্বে.... সেখানে কিছুই নেই। বাচ্চারা, তোমাদের নিবাস স্থান হল ব্রহ্মান্ড, ব্রহ্ম মহাতত্ত্ব। যেমন আকাশ তে যেখানে বসে আছে, কিছুই দৃশ্যমান নয়। পোলারই পোলার। রেডিওতে বলে আকাশ বাণী। এবারে আকাশ তো হল বিশাল, তার অন্ত পাওয়া সম্ভব নয়। আকাশের বাণী মানুষ কি বুঝবে। এই যে আকাশ তত্ত্ব রয়েছে, এই মুখের দ্বারা, মহাকাশ (ether) থেকে বাণী নিঃসৃত হয়, একেই বলে আকাশবাণী। বাণী মুখ দ্বারা (আকাশ থেকে) বেরোয়। বাণী নাক বা কান দিয়ে বের হবে না। তো বাচ্চারা, শিববাবাও এই দেহে বিরাজিত হয়ে এই মুখের দ্বারা তোমাদেরকে জ্ঞান বুঝিয়ে দেন। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে বাবা কে। যেমন আমরা হলাম আত্মা ঠিক বাবাও হলেন উঁচু থেকে উঁচু আত্মা। সবারই পার্ট রয়েছে নম্বর অনুসারে। উঁচু থেকে উঁচুতে হলেন শিব বাবা, তারপরে নীচে এসো, নম্বর ক্রমে খেলায় সবাই আসে। নতুন দুনিয়ায় সর্ব প্রথমে হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, পরে ওনাদের সঙ্গে যারা নতুন দুনিয়ায় বাস করে, মালা দেখো। উপরে ফুল উঁচু থেকে উঁচুতে হলেন ভগবান পরে হল মেরু যুগল (ব্রহ্মা সরস্বতী)। তারপরে মালা দেখো কীভাবে বৃদ্ধি পায়।

এই সবই হল পড়াশোনা, তাইনা। সম্পূর্ণ পড়াশোনা বা জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকে। বীজ এবং বৃক্ষ। বীজ থাকে উপরে। রচয়িতা বাবা বসে রচনার আদি মধ্য অন্তের রহস্য তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন। এ'হল সৃষ্টি রূপী কল্পবৃক্ষ, যার আয়ুও অ্যাক্যুরেট, তাতে এক সেকেন্ডেরও তফাৎ হওয়া সম্ভব নয়। তোমরা কতখানি নলেজ প্রাপ্ত করেছো, এতে মজবুত সে থাকতে পারবে যে পবিত্র হবে। তা নাহলে নলেজ ধারণ করতে পারবে না। পবিত্র পাত্র, গোল্ডেন এজেড বুদ্ধি হবে তবেই নলেজ এমনভাবে সহজ ভাবে ধারণ হবে যেন বাবার কাছে রয়েছি। নম্বর ক্রমে মাস্টার নলেজফুল হয়ে যাবে। বাবা নলেজ শোনান, তাও এই জ্ঞান তোমরা সঙ্গম যুগেই শুনছো। বাবা এক বারই পিতা, টিচার, সঙ্কর হন। পার্ট প্লে করেন, তারপরে ৫ হাজার বছর পরে সেম (একইরকম) পার্ট প্লে করবেন। প্রলয় তো হয় না। অতএব প্রথমে হলেন বাবা, উঁচু থেকে উঁচুতে হলেন শিব তারপরে মেরু, উঁচু থেকে উঁচু মহারাজা মহারানী। তারপর শেষে গিয়ে আদি দেব, আদি দেবী হবেন। সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে, কিন্তু নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এই নলেজ তোমরা যাকে শোনাতে সে আশ্চর্য হবে। বাবা হলেন নলেজফুল, উনি ব্যতীত এই জ্ঞান অন্য কেউ প্রদান করতে পারে না। এই কথাটি বাচ্চারা, তোমাদের ধারণ করা সহজ, কঠিন নয়। কিন্তু স্মরণের যাত্রা হল মুখ্য। সোনার পাত্রেই ভালো রন্ধকে রাখা হয়। উঁচু থেকে উঁচু হল এই রন্ধ। বাবা হলেন রন্ধের ব্যবসায়ীও, তাইনা। ভালো ভালো রন্ধ এলে রুপোর কৌটোতে তুলোর মধ্যে যন্ত্র করে রাখতেন। পরে খুলে খুলে এমন ভাবে দেখাতেন যেন কতো ফাস্টক্লাস জিনিস! ভালো জিনিস, ভালো পাত্রে রাখলে শোভা পায়।

তোমাদের এই কান হল পাত্র (বাসন), যার দ্বারা তোমরা শুনছো। ধারণ করতে হলে এই পাত্রটি সোনার পাত্র (পবিত্র) হওয়া উচিত অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত হওয়া চাই। বুদ্ধি যোগ ঠিক না থাকলে কোনও কথা টিকবে না। উল্টো পাল্টা সঙ্কল্পও চলা উচিত নয়। তুফান (সংকল্পের ঝড়) শান্ত। পুরুষার্থ করতে করতে এমন স্টেজ হবে। বুদ্ধিকে সব দিক থেকে সরিয়ে আমার সঙ্গে যুক্ত করতে করতে পাত্রটি সোনায়ে পরিণত হয়ে যাবে, অন্যদেরও দান করতে থাকে। ভারত হল মহাদানী, ভারতে ধন ইত্যাদি অনেক দান করা হয়। এসব হল আবার অবিদ্যার জ্ঞান রন্ধের দান, যা বাচ্চাদেরকে শিববাবা প্রদান করেন। দেহ সহ, দেহের সব আত্মীয় পরিজনদের স্মরণ ত্যাগ করে বুদ্ধি একের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আমরা তো হলাম বাবার। ব্যস্। বাবা এইম অবজেক্ট বলে দিয়েছেন। পুরুষার্থ করা বাচ্চাদের কাজ তবেই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। কোনো রকম উল্টো সঙ্কল্প চলা উচিত নয়। বাবা হলেন নলেজের সাগর। সীমিত ও অসীমের উর্ধ্বে, সব রহস্য বোঝাতে থাকেন। আমি সীমিত ও অসীমের উর্ধ্বে চলে যাই, তোমরাও হলে সীমিত ও অসীমের উর্ধ্বে। সঙ্কল্প ইত্যাদি কিছুই নেই। তারপরে তোমরাও উর্ধ্বে চলে যাবে। গৃহস্থ থেকে কমল পুষ্প সম হতে হবে। হাত দিয়ে কাজকর্ম করে যাবে আর মন শিববাবাকে স্মরণ করে যাবে....(হাত কার ডে দিল শিব বাবা কো দে) চলতে চলতে অনেক বাচ্চারা ভেঙে পড়ে অর্থাৎ হতাশ হয়ে পড়ে। ফেল হয়ে যায়। তোমরা সব জানতে পারবে। ভালো-ভালো মহারথীদের মায়া গ্রাস করেছে। আজ নেই। বাবাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়ে মায়ার আশ্রয় নিয়েছে। যারা পড়াশোনা করে তারা উঁচুতে উঠে যায় এবং যারা পড়াচ্ছে টিচারেরা মায়াবী হয়ে যায়। ট্রেটর যেমন অন্যের কাছে আশ্রয় নেয় বা শরণ নেয়। যাকে পাওয়ারফুল দেখে তাদের দিকে চলে যায়। তোমরা জানো সর্ব শক্তিশালী তো হলেন একমাত্র বাবা, উনিই হলেন সর্বশক্তিমান। আমাদেরকে উঁচু শিক্ষা প্রদান করিয়ে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। কোনও অপ্রাপ্ত বস্তু নেই যার জন্য পুরুষার্থ করতে হয়। এমন কোনও জিনিস নেই যা তোমাদের কাছে নেই। তাও নম্বর ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে। অসীম জগতের পিতা ব্যতীত এ'কথা কেউ জানেনা। তোমরা ই পূজ্য ছিলে তোমরাই পূজারী হয়েছো। এখন পুনরায় পূজ্য রূপে পরিণত হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। যত বাবার স্মরণে থাকবে ততই মায়ার ঝড় শেষ হতে থাকবে। হাতিমতাই এর

খেলা দেখানো হয়। চুম্বিকাঠি (মুহুরা) মুখে রাখলে মায়া পালিয়ে যেত। চুম্বিকাঠি বের করলেই মায়া চলে আসতো। বাবা বোঝান বাচ্চারা, নিজেদেরকে আত্মা ভাই-ভাই ভাবো। শরীরই নেই তবে দৃষ্টি যাবে কোথায়। এতখানি পরিশ্রম করতে হবে। কল্প-কল্প তোমাদের পুরুষার্থই চলে। পুরুষার্থের দ্বারা তোমরা নিজের ভাগ্য নির্মাণ করো।

বাবা, বাচ্চাদেরকে মুখ্য এই কথাই বলছেন যে, নিজেকে আত্মা ভেবে আমি পিতা, আমাকে স্মরণ করো। এই কথা তোমরাই জানতে পারো। যদিও তারা বলে গড ফাদার, আমরা সবাই ব্রাদার্স। কিন্তু বুঝতে পারে না। গানও গেয়ে থাকে - সকলের সদগতি দাতা রাম...। সবাইকে সুখ প্রদান করেন একমাত্র বাবা। রামকে বাবা বলবে না। বাবা, এক দেহধারীকে দ্বিতীয় অশরীরীকে বলা হয়। সর্ব প্রথমে অশরীরী তারপরে শরীরী হন। প্রথমে আমরা বাবার সঙ্গে থাকি পরে পাট প্লে করার জন্য লৌকিক দেহধারী পিতার কাছে আসি। এই সবই হল রূহানী কথা (আত্মাদের কথা)। ওই লৌকিক দেহের জগতের পড়াশোনা ভুলে যেতে হবে। চক্র পুরোপুরি বুদ্ধিতে আছে। এখন হলো সঙ্গম যুগ, আমাদের এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। পুরানো দুনিয়া শেষ হবে। এখন নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য দৈবী গুণ অবশ্যই ধারণ করতে হবে, পবিত্র হতে হবে। বাবাকেও অবশ্যই স্মরণ করতে হবে এবং সম্পূর্ণ ভাবে স্মরণ করতে হবে যাতে পাপ ভস্ম হয়। শিববাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তবে পবিত্র হবে, একেই বলে যোগ অগ্নি। বাবার শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে হবে। বাকি তো সমগ্র দুনিয়া রাবণের মত অনুসরণ করে চলেছে। ও'সব হলো বিকারী মত। এ হলো নির্বিকারী মত। পাঁচ বিকার আছে, তাইনা। সর্ব প্রথম হলো দেহ অহংকার তারপরে কাম, ক্রোধ...। মানুষ অহংকারকে শেষে রাখে। বাস্তবে অহংকার তো সবচেয়ে প্রথমে থাকা উচিত। পরে পরে আরও অনেক বিকার আসে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে বোঝান কল্প-কল্প বহু বার বুঝিয়েছেন। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে বোঝান। বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারো বাবা আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাসী বানাচ্ছেন অর্থাৎ রচয়িতা এবং রচনার নলেজ বলে দিচ্ছেন তাই তাঁকে ক্রিয়েটর বলা হয়। যদিও অনাদি রচনা (অনাদি ক্রিয়েশন) তবুও উনিই একমাত্র বুঝিয়ে দেন, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। এ হলো অনাদি পূর্ব থেকে রচিত ড্রামা, কেউ তৈরি করেনি। লৌকিকে ড্রামা শুট করা সহজ। এ'হল বিশাল অসীম জগতের ড্রামা। এই ড্রামা অনাদি শুট করা, পূর্ব রচিত। এই ড্রামায় একটুও তফাৎ হতে পারে না। অসীম জগতের ড্রামার চক্র চলতেই থাকে। আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান আবার সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হই। পবিত্রতার কথাই হল মুখ্য কথা। পবিত্র দুনিয়ায় অনেক সুখ আছে, পতিত দুনিয়ায় কত দুঃখ। অর্ধেক কল্প সুখধাম, অর্ধেক কল্প দুঃখধাম এই রহস্যও তোমাদের বুদ্ধিতে আছেই, দ্বিতীয় কেউ জানেনা। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অশুদ্ধ সংকল্প থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বুদ্ধিযোগ সীমিত ও অসীমের উর্ধ্বে পরমধামের প্রতি যুক্ত করতে হবে। দৈহিক দৃষ্টি সমাপ্ত করার জন্য আত্মা-আত্মা ভাই ভাই - এই প্র্যাক্টিস পাকা করতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করতে হবে। বুদ্ধিকে সোনায়ে পরিণত করার জন্য অন্য সব দিক থেকে বুদ্ধিকে সরিয়ে এক বাবার সাথে যুক্ত করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজেকে বাবার কাছে অর্পণ করে বুদ্ধির দ্বারা স্যারেন্ডার হওয়া ডবল লাইট ভব নিজের দায়িত্ব বাবাকে দিয়ে, নিজেকে বাবার কাছে অর্পণ করে দাও অর্থাৎ নিজের সব বোঝা বাবাকে দিয়ে দাও তো ডবল লাইট হয়ে যাবে। বুদ্ধির দ্বারা স্যারেন্ডার হয়ে যাও অন্য কোনও কথা বুদ্ধিতে আসবে না। ব্যস সব কিছু বাবার। সব কিছু বাবার মধ্যে আছে তাই অন্য কিছু থাকলেই না, যখন থাকলই না তো বুদ্ধি কোথায় যাবে। এক বাবা, একটাই স্মরণের পথ, এই পথ দিয়ে সহজ লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

স্লোগানঃ:- অটল স্থিতির সিংহাসনে বিরাজমান হয়ে, সাক্ষী দ্রষ্টার পাট প্লে করে যে সে-ই হলো শ্রেষ্ঠ পাটধারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা নিজেকে রাজাধ্বষি মনে করে চলো, তবে তোমাদের সব দিন সুখের সাথে অতিবাহিত হবে, মায়ার দমবন্ধ পরিস্থিতির থেকে সুরক্ষিত থাকবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ চান্স তোমাদের এখনই আছে, পরে আর পাবে না?

*উত্তরঃ - এখনও অল্প বিস্তর সময় বাকি আছে যার সাহায্যে পুরুষার্থ করে পঠন-পাঠনের দ্বারা উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে, পরে আর এই চান্স পাবে না। এই জীবন হল বড়ই দুর্লভ অতএব কখনোই এই খেয়াল আসা উচিত নয় যে দ্রুত মৃত্যু হলে মুক্ত হবো। এই খেয়াল তাদেরই আসে যাদের মায়া বিরক্ত করে অথবা কর্মভোগ আছে। তোমাদের তো বাবার স্মরণের দ্বারা মায়াজীত হতে হবে।

*গীতঃ- ধৈর্য্য ধর রে মন.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছো। কে বললেন আর কারা শুনলো? অসীম জগতের পিতা বললেন আর সকল সেন্টারের বাচ্চারা শুনলো। দেখো বাবার বুদ্ধিযোগ সকল বাচ্চাদের দিকেই যায়। সকল সেন্টারের যে সকল ব্রাহ্মণ কূল ভূষণ বা স্বদর্শন চক্রধারী অথবা রাজাধ্বষি বাচ্চারা আছে সেই বাচ্চাদের এটাও স্মৃতিতে থাকা উচিত যে আমরা হলাম রাজাধ্বষি। রাজত্বের জন্য পুরুষার্থ করছি, যে রাজ্যে দেখা যাবে সর্বদাই সুখে দিন অতিবাহিত হয়। কলিযুগে তো সুখে দিন অতিবাহিতই হয় না। তোমরা যারা রাজাধ্বষি তোমাদেরও এখানে সুখে দিন অতিবাহিত হওয়া উচিত। যদি বাচ্চারা নিজেদের রাজাধ্বষি মনে ক'রে আর নিশ্চয় অটল, অডোল বজায় থাকে। তা না হলে তো মুহূর্মুহু ভুলে যাওয়ায় মায়ার দমবন্ধ পরিস্থিতি অনেক আসে। বাচ্চারা জানে যে আমরা বাবার থেকে রাজযোগ শিখে সর্বদা সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি অথবা নর থেকে নারায়ণ হচ্ছি। আর সেটা তো পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত কেউই বানাতে পারেন না। পরমপিতা পরমাত্মা যখন বলা হয় তখন কোনো সকার বা আকারের দিকে বুদ্ধি যায় না, নিরাকার বাবাকে-ই স্মরণ করে। বাবা আশ্রয় করেন - বাচ্চারা অল্প বিস্তর সময়ই বাকি আছে। এই কলিযুগ নরকের পরিবর্তে স্বর্গ হবে। হেভেনের(স্বর্গ) স্থাপনা, হেল এর (নরক) বিনাশ তো গায়নে আছে। ভগবান স্বয়ং বসে রাজযোগ শেখান। যে কোনো মানুষ তা হেলের(নরকের) হোক অথবা হেভেনের(স্বর্গের) হোক রাজযোগ শেখাতে পারে না। বাচ্চারা জানে যে আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কূলভূষণরাই হলাম স্বদর্শন চক্রধারী। আমরা আত্মাদেরই সৃষ্টি চক্রের নলেজ আছে। দেবতারা এটা জানে না। স্বদর্শন চক্র শ্রীকৃষ্ণকে অথবা বিষ্ণুকে কেন দেওয়া হয়েছে? কারণ তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন সম্পূর্ণ হওনি। নিচে উপর হতে থাকো। এই স্বদর্শন চক্র প্রতীকী হল ফাইনালের। আজ তোমরা স্বদর্শন চক্র আবর্তিত করো, কাল মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে নিচে নেমে যাও তাই তোমাদেরকে অলংকার কি করে দেওয়া হবে? স্বদর্শন চক্র তো স্থায়ীভাবে দরকার, সেজন্যই বিষ্ণুকে দেখানো হয়েছে। এটি হল অনেক গূহ্য বিষয়। যে কোনো বিষ্ণুর মন্দির হোক অথবা কোনো স্বদর্শন চক্রধারীর মন্দির হোক সেখানে গিয়ে তোমরা বোঝাতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণকেও স্বদর্শন চক্র দেওয়া হয়। রাধা কৃষ্ণ যুগলের চিত্রে স্বদর্শন চক্র দেওয়া হয় না। স্বদর্শন চক্রধারী তো হলে তোমরা ব্রাহ্মণ কূলভূষণরাই, যাদের পরমপিতা পরমাত্মা স্বদর্শন চক্রধারী অথবা ত্রিকালদর্শী বানান। তারাই যখন দেবতা হয় তখন তাদেরকে ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকীনাথ বলা যায় না কারণ এখন তো আমরা স্বর্গের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকি। সত্যযুগ থেকে তো সিঁড়ির নিচের দিকে নামতে থাকে। ওখানে এই জ্ঞান থাকে না। ওখানে তো এটা জানলে তোমরা রাজত্ব করতে পারবে না, এটাই চিন্তা লেগে থাকবে।

এখন বাবা বাচ্চাদেরকে ধৈর্য প্রদান করেন যে, ঘাবড়ে যেও না। মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। মায়া তুফান আসবে অবশ্যই, বিল্লও পড়বে। এর উপশম হল যোগে থাকো। মায়া যোগও ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু পুরুষার্থ করে যোগে থাকতে হবে। যারা যোগে থাকবে তাদের আয়ুও বাড়বে। যত আয়ু বড়ো হবে ততই অন্তিমকাল পর্যন্ত বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে। যোগের দ্বারা নিজের স্বাস্থ্যকেও ঠিক রাখতে হবে, সেইজন্যই বাবা বলেন যোগী ভব। আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো। যত পুরুষার্থ করবে ততই স্বর্গে প্রালব্ধ প্রাপ্ত করবে। তাই বাবা বলেন যে বাচ্চারা যোগে থাকলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাকি অল্প সময়ই বাকি আছে। তোমরা এ'রকম বলবে না যে বিনাশ দ্রুত হলে আমরা স্বর্গে যাবো কারণ এই জীবন হল বড়ই দুর্লভ। এ'রকম নয় যে এখন শরীর ত্যাগ করে আবার নতুন শরীর নিয়ে পঠন-পাঠন করতে পারবে। বাল্য অবস্থাতেই বিনাশ আরম্ভ হয়ে যাবে। সাবালকও হতে পারবে না, কারণ এতে ছোট বড় সকলেরই বিনাশ হয়ে যাবে। দ্রুত মৃত্যু হোক, এটা তারাই বলবে যাদের মায়া অনেক বিরক্ত করে

অথবা কোনো কর্মভোগ আছে, সেটা থেকে মুক্ত হতে চাইছে। কিন্তু এই চান্স আর পাওয়া যাবে না, সেইজন্য পুরুষার্থে যুক্ত হয়ে পড়ো। বাকি তো যখন সময় আসবে তখন না চাইলেও সকলকে যেতেই হবে। কারণ বাবা সকলকে রুহানী যাত্রায় নিয়ে যাবেন। এমন নয় যে কেবল ১০-২০ লক্ষকেই নিয়ে যাবেন। যেমন কুস্তের মেলায় ১০-১৫ লক্ষ যায়। এটা তো হল আত্মা পরমাত্মার মেলা। বাবা স্বয়ং পান্ডা হয়ে নিতে এসেছেন, ঐনার পিছু পিছু তো অগণিত আত্মারা যাবে। কিন্তু এমনও নয় যে সকলে দ্রুত যাবে। প্রলয় হলে তো এই ভারতখন্ড থাকবেই না। কিন্তু এই ভারত হল অবিনাশী খন্ড। এখানে অনেকেই থেকে যায়। তারপর সত্যযুগে একটাই সূর্যবংশী রাজধানীর স্থাপন হবে। কলিযুগের বিনাশ, সত্যযুগ স্থাপনা হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে অল্প বিস্তর সময় থেকে যায়, এতে অল্প বিস্তর থেকে যায় যারা নতুনভাবে নিজো রাজধানী বানায়। বাকি পুরুষার্থের জন্য এই অল্প বিস্তর সময় বাকি আছে, একেই কল্যাণকারী যুগ বলা হয়। অন্যরা সঙ্গমকে কল্যাণকারী বলবে না, কারণ নিচে নামতে থাকে। এখন সম্পূর্ণ সুখ থেকে সম্পূর্ণ দুঃখে এসে গেছি। এই নলেজ অন্য কারোর বুদ্ধিতে নেই। পূর্বে আমরাও কিছু জানতাম না, অন্ধশ্রদ্ধায় সকলের পূজা করতাম। এখন তো সকল প্রকারের শ্রীমত প্রাপ্ত হয়। কারবারও সেটাই করে যেমনটা কোনো ধনী ব্যবসায়ী করে থাকে। যেমন কলাকৌশল শিখে থাকে। এটা হল মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার কলাকৌশল। এর প্রতিই মনোযোগ দিতে হবে।

বাবা রোজ অমৃত বেলায় এসে পড়ান তাই সেই সময় বাবার সামনে প্রত্যেক সেন্টারের বাচ্চারা থাকে। বাবা বলেন যে আমি তোমাদের সকল বাচ্চাদের স্মরণ করি এতে মায়া আমায় কোনো বিঘ্ন দিতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা আমাকে মুহূর্মুহু ভুলে যাও, মায়া তোমাদের বিঘ্ন দেয়। কেউ কেউ লেখে যে বাবা আমরা বাচ্চাদের ভুলো না। কিন্তু আমি তো কখনোই ভুলি না। আমাকে তো সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি তো রোজ স্মরণের স্নেহ-সুমন দিই। বাচ্চাদের খাজানা পাঠিয়ে দিই। সকলকে ধিক্কার জানাতে থাকি যে বাবার শ্রীমতের আধারে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করো। এতে গাফিলতি বা বাহানা দিও না। বলেন যে কর্মবন্ধন আছে। এটা তো হল তোমাদের, বাবা কি করবেন। বাবা বলেন যে যোগে থাকো তাহলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। তোমাদের দ্বারা বিকর্ম হবে না। অর্ধ-কল্প তোমরা বিকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য সার্ভিসও করতে হবে। মাশ্বা বাবা কিভাবে ভালোভাবে বোঝাতেন। কোনো কোনো বাচ্চাও ভালো সার্ভিস করে। তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে তোমাদের এইম অবজেক্ট কি, এই কার্ড হাতে দিয়ে দাও। তার দ্বারা সকলে বুঝে যাবে যে এরা কোন্ কারবারে আছে। (তারা তখন বলবে) এরা তো বড় ব্যবসায়ী। প্রত্যেকের নাড়ি দেখে নিতে হবে। সবথেকে ভালো হল চক্রের উপর বোঝানো। যেমনই মানুষ হোক না কেন, চক্র দেখে বুঝে যাবে যে এটা হল প্রকৃতভাবেই কলিযুগ এখন সত্যযুগ আসতে চলেছে। খ্রীষ্টানদেরও তোমরা বোঝাতে পারবে যে এটা হলো হেল, এখন হেভেন স্থাপন হতে চলেছে। তা তো অবশ্যই হেভেনলী গডফাদারই করতে পারেন। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এমনই হয়ে গেছে যে নিজেকে নরকবাসীও মনে করে না। বলে যে অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে অবশ্যই আমরা নরকেই আছি। এখন হল কলিযুগ, পূর্নজন্মও অবশ্যই কলিযুগেই নেবে। স্বর্গ কোথায়? বাবা তো বলেন যে শ্মশানে গিয়েও বোঝাও। কিন্তু বাচ্চারা দ্রুতই ক্লান্ত হয়ে যায়। বোঝাতে হবে যে এখন তো হল কলিযুগ। যদি স্বর্গে পূর্নজন্ম নিতে চাও তাহলে এসে বোঝো। আমরাও পুরুষার্থ করছি, যা আর নরকও থাকবে না। স্বর্গে যেতে চাও? ওখানে বিষ পাওয়া যাবে না। সেটা এখানেই পরিত্যাগ করতে হবে। কিভাবে? এই বাবা যুক্তি বলে দেন।

নেপালে বিজয়া অষ্টমীর দিন ছোট বড় সকলে শিকার করে। তোমাদের সকলকে বোঝাতে হবে, ঘরে-ঘরে শিবের এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র অবশ্যই রাখতে হবে। চাকরদের, মিস্ত্রীদেরকেও বোঝাতে হবে মৃত্যু সামনে উপস্থিত। বাবাকে স্মরণ করো তাহলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা সকলের মনস্কামনা স্বর্গের জন্য পূরণ করেন। যোগযুক্ত হওয়ায় বাবা সাক্ষাৎকারও করতে পারেন। বাবা হলেনই কল্যাণকারী তাই বাচ্চাদেরও এইরূপ কল্যাণকারী হতে হবে। গরিবরাই নিজেদের কল্যাণ করে। ধনীরা খুব কমই করে। বড় বড় সন্ন্যাসীরাও অন্তিমে আসবে। এখন বেশিরভাগই গরিব সাধারণরাই জ্ঞান ধারণ করে। বাবাও সাধারণ তনে আসেন, গরিবের মধ্যে নয়। যদি ইনিও গরিব হতেন তাহলে কিছুই করতে পারতেন না। গরিব কিভাবে এতজনকে সামলে রাখতে পারতো! তাই যুক্তি দেখো কীভাবে সব রক্ষা করেছেন। সাধারণরাই সমর্পিতও হয় আর এতো সকলের লালন পালনও হতে থাকে। এনার সাথে সাথে অনেকেও সমর্পিত হয়ে উত্তরাধিকার হয়ে গেছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা মানুষ থেকে দেবতা বানানোর যে কলাকৌশল শিখিয়েছেন, তাতেই সংযুক্ত হতে হবে।

২) শ্রীমত অনুসরণ করতে গাফিলতি অথবা বাহানা করবে না। কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে।

বরদানঃ:-

শ্রেষ্ঠ কর্মধারী হয়ে উচ্চ ভাগ্য নির্মাণকারী পদ্মপদম ভাগ্যশালী ভব
যার শ্রেষ্ঠ কর্ম যত তার ভাগ্যের রেখাও ততই লম্বা আর স্পষ্ট। ভাগ্য বানানোর সাধন হলই শ্রেষ্ঠকর্ম।
তাই শ্রেষ্ঠ কর্মধারী হও আর পদ্মপদম ভাগ্যশালীর ভাগ্য প্রাপ্ত করো। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কর্মের আধার হল শ্রেষ্ঠ
স্মৃতি। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ বাবার স্মৃতিতে থাকতেই শ্রেষ্ঠকর্ম হবে, সেইজন্য যত চাও ততো লম্বা ভাগ্যের
রেখা টেনে নাও। এই এক জন্মে অনেক জন্মের ভাগ্য তৈরী হতে পারে।

স্লোগানঃ:-

নিজের সন্তুষ্টতার পার্সোনালিটির দ্বারা অনেককে সন্তুষ্ট করাই হল সন্তুষ্টমণি হওয়া।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

১) মানুষ এই যে গীত গায় ও গীতার ভগবান তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে এসো! এখন সেই স্বয়ং তিনি গীতার
ভগবান, নিজের কল্প পূর্বের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য এসেছেন আর বলছেন হে বাচ্চারা, যখন ভারতে ধর্মের
অত্যন্ত গ্লানি হয় তখনই, সেই সময়ই আমি আমার প্রতিশ্রুতি পালন করবার জন্য অবশ্যই আসি। তবে আমার আসার
অর্থ এটা নয় যে আমি প্রত্যেক যুগে আসি। সকল যুগে তো ধর্মের গ্লানি হয় না, ধর্মের গ্লানি হয়ই কলিযুগে। তাই এটা
মানতেই হবে যে পরমাত্মা কলিযুগের সময়ে আসেন। আর কলিযুগ প্রত্যেক কল্পে আসে। তাই এটা মানতেই হবে যে আমি
কল্পে কল্পে আসি। কল্পের মধ্যে রয়েছে চার যুগ, একেই কল্প বলা হয়। অর্ধ কল্প সত্যযুগ ত্রেতাতে হলো সতোগুণ
সতোপ্রধান, সেখানে পরমাত্মার আসার কোনো প্রয়োজন হয় না। আর তারপর তৃতীয় হলো দ্বাপর যুগ থেকে তো তারপর
অন্য ধর্ম গুলি শুরু হয়। সেই সময়ও ধর্মের অতি গ্লানি হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে দ্বাপরের পরে তো এখন সত্যযুগ
হওয়া উচিত ছিল, তাহলে কলিযুগ কেন? এই রকম তো বলা যাবে না যে, পরমাত্মা ঘোর কলিযুগের স্থাপনা করেছেন।
এটা তো হতে পারে না। সেইজন্য পরমাত্মা বলেন - আমি হলাম এক আর একবারই এসে অধর্মের, কলিযুগের বিনাশ করে
সত্যযুগের স্থাপনা করি, সুতরাং আমার আসার সময় হলো সঙ্গমযুগ।

২) মানব আত্মাদের ভাগ্য কে গড়েন আর তার ভাগ্যকে কে নষ্ট করে দেয়? আমরা এই রকম কখনোই বলবো না যে
ভাগ্য গড়েন পরমাত্মা আবার বিগড়েও দেন তিনিই। অবশ্যই এটা বলবো যে, আমাদের ভাগ্য নির্মাণকারী হলেন
পরমাত্মা আর ভাগ্যকে তছনছকারী হলো মানুষ নিজেই। তাহলে এই ভাগ্য নির্মাণ হয়েছিল কীভাবে? আর ভেঙে গিয়েছিল
কীভাবে? এই বিষয়েই বোঝানো হয়ে থাকে। মানুষ যখন নিজেকে জানতে পারে আর পবিত্র হয়, তখন তার বিগড়ে
যাওয়া ভাগ্যকে সে আবার গড়ে নেয়। এখন যখন আমরা বিগড়ে যাওয়া ভাগ্য বলে থাকি, এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে,
কোনও সময় আমাদের ভাগ্য গঠিত হয়েছিল নিশ্চয়ই, যা আবার বিগড়ে গেছে। এখন সেই বিগড়ে যাওয়া ভাগ্যকে
পরমাত্মা এসে স্বয়ং তৈরী করে দেন। এখন কেউ কেউ বলে পরমাত্মা নিজে তো নিরাকার, তিনি ভাগ্যকে কী করে তৈরী
করবেন? এই বিষয়ে বোঝানো হয়েছে যে, নিরাকার পরমাত্মা কীভাবে তাঁর সাকার ব্রহ্মার তন এর দ্বারা, অবিনাশী
নলেজ এর দ্বারা আমাদের বিগড়ে যাওয়া ভাগ্যকে বানিয়ে দেন। এই নলেজ দেওয়া হলো পরমাত্মার কাজ, এছাড়া মানব
আত্মারা কারোরই ভাগ্যকে জাগাতে পারে না। ভাগ্যকে জাগাতে পারেন একমাত্র পরমাত্মাই। সেই কারণেই তো তাঁর স্মরণ
চিহ্ন রূপে মন্দির পরিলক্ষিত হয়। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"প্রকৃত স্নেহী হয়ে এক বাবা দ্বারা সাকারে সর্ব সঙ্কল্পের অনুভব করো"

আজ বিশ্ব স্নেহী বাপদাদা নিজের অতি স্নেহী আর সদা বাবার সাথী বা সহযোগী আত্মাদের দেখছেন। চতুর্দিকের সব ব্রাহ্মণ আত্মা অবশ্যই স্নেহী, স্নেহই ব্রাহ্মণ জীবনে পরিবর্তন করেছে। তবুও স্নেহী তিন প্রকারের - এক, যারা স্নেহ করে, দুই, যারা স্নেহের দায়িত্ব পূরণ করে এবং তিন হলো যারা স্নেহে সমাহিত হয়। সমাহিত হওয়া অর্থাৎ সমান হওয়া। যারা স্নেহ করে তারা কখনো কখনো স্নেহ করে, কিন্তু করতে করতে স্নেহ কখনো খন্ডিত হয়, কখনো জুড়ে যায় সেইজন্য সময় সময়তে তাদের স্নেহ জুড়তে পুরুষার্থ করতে হয়। কারণ, বাবার সাথে সাথে তাদের স্নেহ অন্য কোথাও, হতে পারে তা' ব্যক্তির সঙ্গে অথবা প্রকৃতির সাধনের সঙ্গেও থাকে। এমনকি, তাদের সঙ্কল্প মাত্রও স্নেহ যদি আর কোথাও জুড়ে আছে, তবে বাবার প্রতি 'যারা স্নেহ করে' সেই লিস্টে এসে যায়। স্নেহের নিদর্শন হলো বিনা কোনো পরিশ্রমে স্নেহীর দিকে আপনা থেকেই স্নেহ যায়। যে স্নেহ করে সেই আত্মার সব সময়, সব স্থিতি, সব পরিস্থিতিতে আধারের অনুভব হয়। যদি সাধনের সাথে স্নেহ থাকে তাহলে সেই সময় বাবার থেকেও বেশি সাধনের আধার অনুভব হয় অর্থাৎ অবলম্বন খোঁজে। ওই সময় সেই আত্মার সংকল্পে বাবার স্মরণ আসেও, ভাবেও যে, বাবার স্নেহ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তারা এটাও ভাবে এই সাধন কিংবা ব্যক্তির আধার থাকাও আবশ্যিক, সেইজন্য তাদের স্নেহ দ্বিমুখী হওয়ায় অসম্পূর্ণ হয়ে যায় আর বারবার স্নেহ জুড়তে হয়। এক বল, এক ভরসার পরিবর্তে অন্য অবলম্বন দ্বারা অল্পকালের প্রাপ্তি তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেয়। এত আকর্ষণ করে যে সেটাকেই আবশ্যিক বলে মনে করতে থাকে। আকর্ষণ মনে করে না, বরং অবলম্বন মনে করে। যারা এমন তাদের জন্য বলা হয়ে থাকে শুধুই স্নেহ করে।

দ্বিতীয় হলো যারা স্নেহের দায়িত্ব পালন করে। স্নেহ করার সাথে সাথে পালন করার শক্তিও আছে। পালন করা অর্থাৎ স্নেহের রেসপন্স দেওয়া, রিটার্ন দেওয়া। স্নেহের রিটার্ন হলো স্নেহী বাবা বাচ্চাদের থেকে যে শ্রেষ্ঠ আশা রাখেন সেই সকল আশা প্র্যাকটিক্যালি পূরণ করা। তো যারা পালন করে তারা প্র্যাকটিক্যালি সবকিছু করার মাধ্যমে তাদের স্নেহ প্রদর্শন করে। কিন্তু সদা বাবা সমান অর্থাৎ সমাহিত হওয়ার সেই অনুভব কখনো হয় কখনো হয় না। যারা পালন করে তারা যদিও বা সমীপ হয়, কিন্তু সমান হয় না। পালনকারীর পালনের রিটার্নে পদম্ গুন সাহস আর উৎসাহ-উদ্দীপনার সহায়তা বাবা দ্বারা বিশেষভাবে প্রাপ্ত হতে থাকে। তৃতীয়, যারা স্নেহে সমাহিত হয়ে আছে, সেই আত্মাদের নয়নে, মুখে, সংকল্পে, প্রতিটা কর্মে স্নেহী বাবার সাথ সহজভাবে আপনা থেকে সদাই অনুভব হয়। বাবা তাদের থেকে বিযুক্ত নন আর তারাও বাবার থেকে বিযুক্ত নয়। এই সময় বাবার স্নেহের রিটার্নে সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন আর সন্তুষ্ট থাকে, সেইজন্য আর কোনো ধরনের অবলম্বন তাদেরকে আকর্ষণ করতে পারে না, কেননা, অল্পকালের কোনো না কোনো প্রাপ্তির আবশ্যিকতা অন্য কাউকে অবলম্বন করে অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্নেহের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। স্নেহতে সমাহিত আত্মা সদা সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন হওয়ার কারণে সহজেই 'এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়' এই অনুভূতিতে থাকে। সুতরাং স্নেহী সবাই কিন্তু তিন ধরনের। এবারে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো আমি কে? নিজেকে জানতে পারো তো না। স্নেহী আছেন তবেই স্নেহের কারণে ব্রাহ্মণ জীবনে চলছে। কিন্তু স্নেহের সাথ পালন করার শক্তির ক্ষেত্রে নম্বরক্রম হয়ে যায়। স্নেহের সাথে শক্তিও আবশ্যিক। যার মধ্যে স্নেহ আর শক্তির ব্যালেন্স আছে, সেই বাবা সমান হয়। এই রকম সমাহিত হওয়া আত্মাদের এটাই অনুভব হবে যে, বাবার স্নেহ থেকে দূরে থাকা মুশকিল। সমাহিত হওয়া সহজ, দূরে হওয়া মুশকিল। কারণ সমাহিত আত্মাদের জন্য এক বাবাই সংসার।

সংসারে আকর্ষণ করে দুটো বিষয় - এক, ব্যক্তির সঙ্কল্প আর দুই বিভিন্ন বৈভব বা সাধনের দ্বারা প্রাপ্তি হওয়া। সুতরাং সমাহিত আত্মার সর্বসঙ্কল্পের রসের অনুভব এক বাবা দ্বারা সদাই হয়। সর্বপ্রাপ্তির আধার এক বাবা, না বৈভব কিংবা সাধন। বৈভব অথবা সাধন রচনা আর বাবা রচয়িতা। যাদের আধার রচয়িতা, রচনা দ্বারা অল্পকালের প্রাপ্তি তাদের স্বপ্ন মাত্রও, এমনকি সঙ্কল্পেও হতে পারে না। বাচ্চাদের স্থিতি দেখে বাপদাদারও হাসি আসে, কেননা, আশ্চর্য তো কেউ বলতে পারবে না, ফুলস্টপ দিতে হবে। চলতে-চলতে বীজকে ছেড়ে ডালপালাতে আকৃষ্ট হয়ে যায়। কেউ অন্য আত্মাকে আধার বানিয়ে নেয়, কেউ সাধনকে আধার বানিয়ে নেয়। কারণ বীজের রূপ-রঙ সুন্দর হয় না আর ডালপালার রূপ-রঙ বড়ই মনোহরী হয়। দেহধারীর সঙ্কল্পের আধার দেহবোধে সহজে অনুভব হয় আর বাবার আধার দেহবোধের উর্ধ্বে হ'লে অনুভব হয়। দেহবোধে আসার অভ্যাস তো আছেই, না চাইতেও এই বোধ হতে পারে সেইজন্য দেহধারীর

সম্বন্ধের আধার অথবা অবলম্বন সহজে অনুভব হয়। বোঝেও এটা ঠিক নয়, তবুও অবলম্বন বানিয়েই নেয়। বাপদাদা দেখে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। সেই সময়ের স্থিতি হাস্যকর। যেমন তোমরা ক্লাসের মধ্যে অথবা ভাষণে এক তোতার কাহিনী শুনিতে থাকো - তাকে মানা করা হয়েছিল কলের উপরে না বসতে, কিন্তু সে কলের উপরে বসেই বলছিল। ঠিক সেভাবে বাচ্চারাও সেই সময় নিজের মনের মধ্যে এটাই ভাবতে থাকে, 'এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়', বারবার নিজের সাথে নিজে রিপিটও করতে থাকে কিন্তু সেইসঙ্গে আবার এটাও ভাবে স্থূলভাবে তো অবলম্বন দরকার। তো সেই সময় হাসি আসবে তো না, আর সেই সময় আবার মায়া চাপ্স নেয়। বুদ্ধিকে এমনভাবে পরিবর্তন করবে যে মিথ্যা আশ্রয়কেই সত্য অনুভব হবে। যেমন আজকাল সত্যের থেকেও মিথ্যা ভালো লাগে। সেরকমই সেই সময় রং, রাইট বলে অনুভব হয়। আর সেই রং বিষয়, মিথ্যা আশ্রয়কে মজবুত করার জন্য অথবা মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতে, যেভাবে কোনও দুর্বল স্থান হলে তাকে শক্তপোক্ত করার জন্য পিলার লাগানো হয়ে থাকে, তো মায়াও দুর্বল সঙ্কল্পকে মজবুত বানানোর জন্য অনেক রয়্যাল পিলার লাগায়। কোন পিলার লাগায়? মায়া এই সঙ্কল্পই দেয়, এই রকম তো হয়ই। অনেক বড়-বড়োরাও এমনই করে, এইভাবেই চলে, কিংবা বলে আমরা তো এখনও পুরুষাধীন, সম্পূর্ণ তো হইনি, সুতরাং অবশ্যই কোনো না কোনো দুর্বলতা থাকবেই, পরে আরও অগ্রগতিতে সম্পূর্ণ হয়ে যাবো - এরকম এরকম বার্থ সঙ্কল্প রূপী পিলার দুর্বলতাকে শক্তিশালী করে তোলে। সুতরাং এইভাবে পিলারের আধার নেওয়া উচিত নয়। সময়কালে এই আর্টিফিশিয়াল পিলার ঠকিয়ে দেয়। এক বাবা সদা সর্ব সম্বন্ধের সহায় থাকবেন, এই অনুভব তোমরা কম করো। সর্ব সম্বন্ধের এই অনুভবকে বাড়াও। সর্ব সম্বন্ধের অনুভূতি কম হওয়ার কারণে কোথাও না কোথাও অল্পকালের সম্বন্ধ জুড়ে যায়। স্থূল জীবনেও স্থূল রূপের সহায়ক এবং সব পরিস্থিতিতে স্থূল রূপের সহযোগ দেওয়ার সহায়ক বাবা। এই অনুভব আরও বাড়াও। এরকম নয় যে, বাবা তো সূক্ষ্মভাবেই সহযোগ দিয়ে থাকেন। তিনি নিরাকার, আকার, সাকার তো হন না, কিন্তু সব সম্বন্ধকে সাকার রূপে অনুভব করতে পারো। সাকার স্বরূপে সাথের অনুভব করতে পারো। এই অনুভূতিকে গভীরভাবে বুঝতে হবে এবং নিজেকে এতে শক্তিশালী করো। তখন ব্যক্তি, বৈভব এবং সাধন নিজের দিকে আকর্ষণ করবে না। সমুদয় সাধনকে নিমিত্ত মাত্র কার্য-ব্যবহারে আনা অথবা সাক্ষী হয়ে সেবার জন্য কার্যে প্রয়োগ করা - এমন অনুভূতি বাড়াও। সেগুলোকে তোমাদের অবলম্বন বানিও না, নিমিত্ত মাত্র হোক। একে বলা হয়ে থাকে স্নেহে সমাহিত হওয়া সমান আত্মা। সুতরাং নিজে থেকে ভাবো আমি কে! বুঝেছ? আচ্ছা!

সদা স্নেহে সমাহিত হওয়া সমান আত্মাদের, সদা এক বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধের অনুভবকারী আত্মাদের, সদা এক বাবাকে আধারমূর্ত, প্রকৃত সহায় অনুভবকারী আত্মাদের, সদা রচয়িতা বাবা দ্বারা সর্বপ্রাপ্তি অনুভবকারী আত্মাদের, সদা সহজভাবে আপনা থেকে 'এক বল, এক ভরসা' অনুভবকারী প্রকৃত স্নেহী আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদীদের সাথে সাক্ষাৎকার:-

সদা সমাহিত হয়ে আছ নাকি স্মরণ করার পরিশ্রম করতে হয়? এক বাবা ব্যতীত আর কাউকে তোমরা দেখতে পাও না। যখন কাহিনী শোনো, হাসি আসে তো না। কাহিনী যতক্ষণ চলে ততক্ষণ তাদের বোধগম্য হয় না, আর যখন কাহিনী সমাপ্ত হয় তারা ভাবে এটা কি হলো? এমনকি, তারা এটাও ভাবে আমি ছিলাম নাকি আর কেউ ছিল, কারণ সেই সময় তারা পরবশ হয়, তাই না। যে পরবশ হয় তখন তার নিজের হাঁশ থাকে না। যখন নিজের হাঁশ আসে তখন আবার এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ আসে। আচ্ছা, সংগঠন বর্ধিত হচ্ছে আর বর্ধিত হতেই থাকবে। আর তোমরা নিমিত্ত আত্মারা এই সব খেলা দেখে উৎফুল্ল হতে থাকো। সবাই চলছে, কেউ চলছে কেউ উড়ছে আর তোমরা কী করো? উড়তে উড়তে তোমাদের সাথে অন্যদেরও উড়াচ্ছ, কেননা দয়াময় বাবার দয়াময় আত্মা হয়ে গেছে, তো দয়া হয় তো না। ঘৃণা আসে না বরং দয়া হয়। আর এই দয়াই হৃদয়ের ভালোবাসার কাজ করে। আচ্ছা, যা চলছে ভালো থেকেও ভালো চলছে। অক্লান্তভাবে সেবা করছ তো না। নিমিত্ত আত্মাদের অক্লান্তভাবে দেখে সবার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে, তাই না।

অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার -

"সাধারণ হওয়া সমাপ্ত করে বিশেষত্বের সংস্কার ন্যাচারাল আর তোমাদের নেচার বানাও"

যারা সদা সঙ্গমযুগের রূহানী আনন্দে থাকে তেমন অনুভব করো নিজেকে? আনন্দে থাকো নাকি কখনো আনন্দে কখনো বিভ্রান্তিতেও থাকো নাকি সদা পরমানন্দে থাকো? তোমাদের অবস্থা কি? কখনো এমন কোনো পরিস্থিতি যদি এসে যায় কিংবা কোনো পরীক্ষা যদি এসে যায় তাহলে বিভ্রান্ত হও? (অল্প টাইমের জন্য) আর সেই অল্প টাইমে যদি তোমার মৃত্যু এসে

যায় তাহলে তখন কী হবে? অকালে মৃত্যুর সময় তো না! সুতরাং অল্প সময়তেও যদি আনন্দের পরিবর্তে বিভ্রান্ত হও আর সেই সময় অস্তিম মুহূর্ত এসে যায় তবে 'অস্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি' কী হবে? এইজন্যই, নিরন্তর শুনতে থাকো তো না - সদা এভাররেডি! এভাররেডির অর্থ কী? প্রতিটা মুহূর্ত এরকম এভাররেডি কি হয়েছে? কোনোও সমস্যা তোমাদের সম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে যেন বিঘ্নরূপ না হয়! অল্প যদি ভালো হয় তাহলে ভবিষ্যৎ আদিও ভালো হয়। সুতরাং এভাররেডির পাঠ সেইজন্য পড়ানো হচ্ছে। এমন ভেবো না যে, অল্প সময়ের জন্য হয়, কিন্তু অল্প সময়ও এমনকি, এক সেকেন্ডও তোমাদের ঠকিয়ে দিতে পারে। সাধারণতঃ, তোমরা ভাবো বেশি টাইম চলে না, এরকম দু-চার মিনিটই চলে কিন্তু এক সেকেন্ডও ধোঁকাবাজ হতে পারে, সুতরাং মিনিটের কথা তো ভেবোই না। কেননা, তোমরা সবচাইতে ভ্যালুয়েবল আত্মা, তোমরা অমূল্য! অমূল্য আত্মাদের তুল্যমূল্য দুনিয়ার কোনও আত্মার সাথে হতে পারে না। দুনিয়ার লোকে তো তোমাদের সাধারণ মনে করবে। কিন্তু তোমরা সাধারণ নও, বিশেষ আত্মা। বিশেষ আত্মার অর্থই হলো তারা যে কর্ম করবে, যে সঞ্চল্লই করবে, যে বোলই বলবে, সেই প্রতিটা বোল আর প্রতিটা সঞ্চল্ল বিশেষ, সাধারণ হবে না। সময়ও যেন সাধারণ নিয়মানুসারে অতিবাহিত না হয়। প্রতিটা সেকেন্ড আর প্রতিটা সঞ্চল্ল বিশেষ হোক। একে বলা হয়ে থাকে বিশেষ আত্মা। তো বিশেষ করতে করতে সাধারণ না হয়ে যায়, সেটা চেক করো। কেউ কেউ ভাবে যে, কোনো ভুল করিনি, কোনো পাপকর্ম করিনি, বাণী দ্বারাও এমন কোনো

ভুল বা তুচ্ছ শব্দ বলিনি, কিন্তু ভবিষ্যৎ আর বর্তমান কী শ্রেষ্ঠ বানিয়েছ? খারাপ করিনি, কিন্তু ভালো করেছে? শুধু এটা চেক করো না যে খারাপ কিছু করিনি, কিন্তু খারাপের জায়গায় ভালো থেকেও ভালো করেছে নাকি সাধারণ হয়ে গেছে? তো এইরকম বৈশিষ্ট্যবর্জিত হতে দিও না, শ্রেষ্ঠ হোক। লোকসান হয়নি, কিন্তু সঞ্চয় হয়েছে? কেননা, সঞ্চয় করার সময় এখন তো না। এখনে সঞ্চয় ভবিষ্যত অনেক জন্ম খেতে থাকবে। তো যত সঞ্চয় হবে ততই খাবে, তাই না। যদি কম জমা করো তো কম খেতে হবে অর্থাৎ প্রালব্ধ কম হবে। কিন্তু লক্ষ্য হলো শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ পাওয়ার, নাকি সাধারণ যদি হয়েও যায় তো কোনও ক্ষতি নেই? স্বর্গে তো এসেই যাবো, দুঃখ তো সেখানে থাকবে না, সাধারণ যদি বা হই ক্ষতি কী....? ক্ষতি হবে, নাকি এইরকম চলবে? সুতরাং চেক করো, প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা সঞ্চল্ল বিশেষ হবে। যেমন, অর্ধ কল্পের দেহবোধের অভ্যাস না চাইতেও ন্যাচারালি চলতে থাকে, দেহ অভিমানে আসা ন্যাচারাল হয়ে গেছে, তেমনই দেহী অভিমানী অবস্থা যেন ন্যাচারাল আর নেচার হয়ে যায়। সুতরাং যা নেচার হয় তা' আপনা থেকেই নিজের কাজ করে, ভাবতে হয় না, তৈরি করতে হয় না, কোনকিছু করতে হয় না, বরং আপনা থেকেই হয়ে যায়। অতএব, এমন বিশেষত্বের সংস্কার যেন তোমাদের নেচার হয়ে যায় এবং প্রত্যেকের হৃদয় থেকে যেন বের হয়। এমন নয় যে, এটা আমার নেচার; এটা আমার নেচার নয়। প্রত্যেকের মুখ থেকে, মন থেকে এটাই যেন বের হয় যে, আমার নেচারই বিশেষ আত্মার বিশেষত্বের। এরকমই তো, নাকি পরিশ্রম করতে হয়? যেটা নেচার হয় তা'তে পরিশ্রম হয় না। কারও নেচার মনোমুগ্ধকর, তো আপনা থেকেই তারা মনকে মুগ্ধ করে, তাই না। সে জানতেও পারবে না যে সে কি করেছে! কেউ যদি বলে তবুও বলবে যে, আমি কী করবো, এটা আমার নেচার। তো এমন বিশেষত্বেরও নেচার যেন হয়ে যায়। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমার নেচার কী? তখন সবার হৃদয় থেকে যেন বের হয় আমার নেচারই বিশেষত্বের। সাধারণ কর্মের সমাপ্তি হয়ে গেছে, কেননা, তোমরা মরজীবা হয়ে গেছ তো না। সাধারণত্ব থেকে তোমরা মরে গেছ, আর বিশেষত্ব বেঁচে আছ (বিশেষ বৃত্তিকে বহন করছ) মানে নতুন জন্ম হয়ে গেছে। সুতরাং সাধারণত্ব পাস্ট জন্মের নেচার, এখনে নয় কারণ নতুন জন্ম নিয়ে নিয়েছ। অতএব, নতুন জন্মের নেচার হলো বিশেষ বৃত্তি (বিশেষত্ব), এই রকম অনুভব হবে। তাহলে, এখন কী করবে? সাধারণ-সাধারণের সমাপ্তি। সঞ্চল্লেও সাধারণত্ব নয়।

মাতারা আনন্দে থাকো? যতই কেউ বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করুক তোমরা আনন্দে থাকো। বিভ্রান্তকারী বিভ্রান্ত হয়ে যাবে, কিন্তু তোমরা বিভ্রান্ত হয়ো না, কারণ অ-জ্ঞানীদের কাজই হলো বিভ্রান্ত করা আর জ্ঞানীদের কাজ হলো আনন্দে থাকা। সুতরাং তারা নিজের কাজ করুক আর তোমরা নিজের কাজ করো। সদা আনন্দের অনুভব করো, তবেই তো গর্বের সাথে বলতে পারবে। হলে তবেই তো বলতে পারবে, তাই না? হবে না তো বলতেও পারবে না। চ্যালেঞ্জ করতে পারো বিভ্রান্ত যে হয় সে আমি নই, আমি বিশেষ আত্মা। কী স্মরণ করবে? পরমানন্দে থাকা আমি বিশেষ আত্মা। এমনই মনোবলের তুমি, তাই তো না। মানসিক বলবানদের আপনা থেকেই সহায়তা লাভ হয়। আচ্ছা।

*বরদানঃ-

সহজ বিধির দ্বারা বিধাতাকে আপন বানিয়ে ভাগ্যের সমুদয় ভান্ডারে ভরপুর ভব

ভাগ্যবিধাতাকে আপন বানানোর বিধি - বাবা আর দাদা উভয়ের সাথে সম্বন্ধ। কোনো কোনো বাচ্চা বলে, আমাদের তো ডাইরেক্ট নিরাকারের সাথে কানেকশন, সাকারও তো নিরাকারের থেকে পেয়েছেন, আমরাও তাঁর থেকে সবকিছু প্রাপ্ত করবো। কিন্তু এটা খন্ডিত চাবি, ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী হওয়া ব্যতীত

ভাগ্য তৈরি হতে

পারে না। সাকার বিনা ভাগ্যের সমুদয় ভান্ডারের মালিক হতে পারবে না, কারণ ভাগ্যবিধাতা ভাগ্য বিলি করেনই ব্রহ্মা দ্বারা। সুতরাং বিধি জেনে ভাগ্যের সমগ্র ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হও।

স্লোগান:- নিজের কাছ থেকে, সেবা থেকে, সকলের থেকে সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট নাও, তবেই সিদ্ধিস্বরূপ হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো গডফাদারলী ইউনিভার্সিটি -- মানুষ থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ বানানোর, যখন এই নিশ্চয় সুদৃঢ় (পাক্কা) হবে তবেই তোমরা এই পড়া পড়তে পারবে"

- *প্রশ্নঃ - মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য বাচ্চারা তোমরা এই সময় কি পরিশ্রম করে থাকো?
- *উত্তরঃ - চোখকে ক্রিমিনাল থেকে সিভিল করার, তার সাথে অত্যন্ত মিষ্টি হওয়ার। সত্যযুগে তো সকলেরই চোখ সিভিল থাকে। ওখানে এই পরিশ্রম করতে হয় না। বাচ্চারা, এখানে পতিত শরীরে, পতিত দুনিয়ায় তোমরা হলে আত্মারূপী ভাই-ভাই - এই নিশ্চয় করে চোখকে সিভিল (সুদৃষ্টি) বানানোর পুরুষার্থ করছো।
- *প্রশ্নঃ - ভক্তির কোন্ একটি কথায় সর্বব্যাপীর কথাটি ব্রান্ত হয়ে যায়?
- *উত্তরঃ - বলে থাকে যে বাবা তুমি যখন আসবে তখন আমরা তোমার হয়ে যাব.... তাহলে আসা প্রমাণ করে যে তিনি এখানে নেই।

ওম্ শান্তি । বাবা রুহানী বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন, নিজের আত্মার স্বধর্মে বসেছো? এ তো জানো যে একজনই অসীম জগতের বাবা আছেন যাকে সুপ্রীম আত্মা বা পরম আত্মা বলা হয়ে থাকে। অবশ্যই হলেন পরমাত্মা। তিনি হলেন পরমপিতা, তাই না? পরমপিতা মানে পরমাত্মা। এই কথা তোমরা বাচ্চারা বঝতে পারো। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই জ্ঞান তোমরা সকলেই শুনেছিলে। তোমরা জানো আত্মা অতি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম হয়, এই চোখের দ্বারা তাকে দেখতে পারা যায় না। এমন কোনো মানুষ নেই যে আত্মাকে দেখেছে। হ্যাঁ দেখতে পারা যায় -- কিন্তু দিব্য দৃষ্টির দ্বারা আর সেও ড্রামার প্ল্যান অনুসারে। ভক্তিমাগেও এই চোখের দ্বারা কোনো সাক্ষাৎকার হয় না। দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, তখন চৈতন্যে দেখে থাকে। দিব্য দৃষ্টি অর্থাৎ চৈতন্যে দেখা। আত্মার জ্ঞানের চক্ষু প্রাপ্ত হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে অনেক ভক্তি করে, যাকে নৌধা (নবধা, প্রগাঢ়) ভক্তি বলা হয়ে থাকে। যেমন মীরার সাক্ষাৎকার হতো তখন নৃত্য করতে থাকতো। বৈকুন্ঠ তো সেই সময় ছিল না, তাই না ! মীরার (সময়কাল) তো ৫-৬ শত বর্ষ হয়ে গেছে। যা পাস্ট হয়ে গেছে তা দিব্যদৃষ্টিতে দেখা যায়। হনুমান গনেশ ইত্যাদির চিত্রগুলির অত্যন্ত ভক্তি করতে করতে তাতে যেন বিলয় (বিলিন) হয়ে যায়। অবশ্যই সাক্ষাৎকার হবে কিন্তু তাতে কেউই মুক্তি পেতে পারেনা। মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতে ভক্তি মাগের অনেক মন্দির হয়ে থাকে। সেখানে শিবলিঙ্গও রাখে। কেউ ছোট তৈরী করে, কেউ বড় তৈরী করে। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে যেমন তোমরা আত্মারা তেমনই উনি হলেন সুপ্রীম আত্মা। সাইজ একই। বলেও থাকে আমরা সকলেই হলাম ভাই, আত্মারা সকলেই হলো ভাই ভাই। জগতের বাবা একজনই। বাকি সকলেই হলো ভাই ভাই, (নিজেদের) ভূমিকা পালন করে। এ হলো, বুঝবার মতন কথা। এ হলো জ্ঞানের কথা যা একমাত্র বাবাই বুঝিয়ে থাকেন। যাদের বুঝিয়ে থাকেন তারা আবার অন্যদের বোঝাতে পারে। সর্ব প্রথম অদ্বিতীয় নিরাকার বাবাই বুঝিয়ে থাকেন। ওঁনার উদ্দেশ্যই আবার বলে দেয় তিনি সর্বব্যাপী আছেন, পাথর-মাটির টুকরোয় রয়েছেন। এ তো সঠিক নয়, তাই না ! একদিকে বলে যে বাবা যখন তুমি আসবে তখন আমরা তোমার হয়ে যাব। এমন খোড়াই বলে যে তুমি সর্বব্যাপী ! বলে যে তুমি এলে আমরা সমর্পিত হয়ে যাব। তাহলে এর মানে হলো এখানে নেই, তাই না ! আমার তো তুমি, দ্বিতীয় কেউ নয়। তাহলে অবশ্যই ওঁনাকে স্মরণ করতে হবে, তাই না ! 'এ' কথা বাবা-ই বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান, একে বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান। এই যে গাওয়া হয়ে থাকে - আত্মা পরমাত্মা পৃথক রয়েছে বহুকাল.... তার হিসেবও বোঝানো হয়েছে। বহুকাল ধরে আলাদা তোমরা আত্মারা থাকো। এখন বাবার কাছে এসেছো - রাজযোগ শিখতে। বাবা তো হলেন সেবক। গণ্যমান্য ব্যক্তির যখন সই করে তখন নিচে লেখে -- ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট.... বাবা হলেন সব বাচ্চাদের সেবক(সার্ভেন্ট)। তিনি বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের সেবক। তোমরা কতো সম্ব্রমের সাথে আমাকে আহ্বান করে থাকো যে ভগবান এসো এসে আমাদের পতিতদের পবিত্র করো। পবিত্র হয়ই পবিত্র দুনিয়ায়। এ হলো বুঝবার মতন কথা। বাকি সব হল কান রস (শুনতে ভালো লাগা)। এ হলো গডফাদারলী ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি। এইম অবজেক্ট কি? মানুষ থেকে দেবতা হওয়া। বাচ্চাদের এই নিশ্চয়ই রয়েছে যে আমরা এইরকম হতে হবে। যার নিশ্চয় হবে না, সে কি স্কুলে বসে থাকবে নাকি ! নিশ্চয় হলে ব্যারিস্টারের কাছে শিখবে, সার্জনের কাছে শিখবে। এইম অবজেক্টই জানা না হলে আসবেও না। বাচ্চারা, তোমরা বোঝো যে আমরা মানুষ থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ হই। এ হলো সত্যিকারের নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কাহিনী (কথা)। কথা কেন বলা হয়ে থাকে ? কারণ ৫ হাজার বছর পূর্বে এই নলেজ শিখেছিল। সেইজন্য পাস্টকে (অতীতকে) কথা (কাহিনী) বলে দেয়, এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার প্রকৃত শিক্ষা। নতুন দুনিয়ায় দেবতারা, পুরানো দুনিয়ায় মানুষেরা থাকে। দেবতাদের মধ্যে

যে দৈবীগুণ আছে, তা মানুষের মধ্যে নেই। মানুষ তাদের দেবতা বলে আর গায় 'তোমরা হলে সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। নিজেকে বলে আমি পাপী নীচ বিকারী। দেবতার কখন ছিল? অবশ্যই বলবে সত্যযুগে ছিল। এইরকম বলবে না যে কলিযুগে ছিল। আজকাল মানুষের বুদ্ধি তমোপ্রধান হওয়ার কারণে বাবার টাইটেলও নিজের (নামে) উপর রেখে দেয়। বাস্তবে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারেন একমাত্র শ্রী শ্রী, আর তিনি হলেন একমাত্র বাবাই। শ্রেষ্ঠ দেবতাদের মহিমা হলো আলাদা। এখন হলো কলিযুগ। সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যেও বাবা বুঝিয়েছেন যে এক হলো সসীমের (জাগতিক) সন্ন্যাস, দ্বিতীয় হলো অসীমের সন্ন্যাস। তারা বলে আমরা ঘর-পরিবার ইত্যাদি সবকিছু ত্যাগ করেছি। কিন্তু এখন তো দেখা লক্ষপতি হয়ে বসে আছে। সন্ন্যাস মানেই সুখকে ত্যাগ করা। বাচ্চারা, তোমরা অসীমের সন্ন্যাস নাও কারণ বোঝো যে এই পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে, সেইজন্য এর প্রতি বৈরাগ্য। ওরা তো ঘর-পরিবার ত্যাগ করে পুনরায় ভিতরে (প্রবৃত্তিতে) ঢুকে পড়েছে। এখন পাহাড় ইত্যাদির গুহাগুলিতে থাকে না। কুটির নির্মাণ করে, তাতেও কত খরচ করে। বাস্তবে কুটির তৈরি করতে খোড়াই কোনো খরচা হয়। বড় বড় মহল (অট্টালিকা) তৈরি করে বসবাস করে। আজকাল তো সবই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন হলোই কলিযুগ। সত্যযুগী দেবতাদের চিত্র যদি না থাকলে তবে স্বর্গের নাম-নিশান বিলুপ্ত হয়ে যেতো। তোমাদের বোঝানো হয়ে থাকে যে এখন মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। অর্ধেককল্প ধরে রয়েছে ভক্তিমার্গের গল্পকথা। শুনে সিঁড়িতে নিচেই নেমে এসেছো, পুনরায় ৫ হাজার বছর পর অ্যাকিউরেটলী (হুবহু) সেই ড্রামাই রিপিট হবে। বাবা বুঝিয়েছেনও, কাউকে এইরকম বলা উচিত নয় যে ভক্তি ছাড়া। জ্ঞান এসে গেলে তখন আপনা থেকেই ভক্তি ছেড়ে যায়। বোঝে যে আমরা হলাম আত্মা। এখন অসীম জগতের বাবার থেকে আমাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে। প্রথমে অসীম জগতের বাবার পরিচয় চাই। সেই নিশ্চয় হয়ে গেলে তখন লৌকিক বাবার থেকে বুদ্ধি সরে যায়। গৃহস্থ ব্যবহার থেকে বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। স্বয়ং বাবা বলেন - শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করেও বুদ্ধিতে যেন অদ্বিতীয় বাবার স্মরণ থাকে। দেহধারীদের স্মরণ যেন না থাকে। ওটা হলো শরীরের (জিস্মানী) যাত্রা। এ হল তোমাদের রুহানী যাত্রা, এতে ধাক্কা খেতে হবে না। ভক্তিমার্গ হলোই রাত। ধাক্কা খেতে হয়। এখানে ধাক্কার কথাই নেই। স্মরণ করার জন্য কেউ বসে না। ভক্তিমার্গে কৃষ্ণের ভক্তরা চলতে-ফিরতে কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে না কি? হৃদয়ে তো তার স্মরণ রয়ে যায়, তাই না! একবার যে জিনিসের দর্শন হয়ে যায় তখন সেই জিনিস স্মরণে থাকে। তাহলে তোমরা ঘরে বসে শিববাবাকে স্মরণ করতে পারো না? এ হলো নতুন কথা। কৃষ্ণকে স্মরণ করা, সে তো পুরোনো কথা হয়ে গেল। শিববাবাকে তো কেউ জানেই না যে ওঁনার নাম রূপ কি? সর্বব্যাপীই বা কি? কেউ বলে দিক, তাই না! বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। আত্মাকে পরমাত্মা বলতে পারো না। ইংরেজীতে আত্মাকে সোল বলা হয়। একজন মানুষও নেই যে পারলৌকিক বাবাকে জানে। ওই বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর, ওঁনার মধ্যেই মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করার নলেজ রয়েছে। বাবা বলেন প্রতিদিন রহস্যপূর্ণ কথা শোনাই। মুখ্য কথাই হলো স্মরণের। স্মরণই ভুলে যায়। বাবা রোজ বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। আমি আত্মা হলাম বিন্দু। বলাও হয়ে থাকে, জ্বলজ্বল করে আশ্চর্য নক্ষত্র। আত্মা এই শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তখন এই চোখের দ্বারা তা দেখতে পাওয়া যায় না। বলা হয় যে আত্মা বেরিয়ে গেছে। গিয়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করেছে। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা কিভাবে পুনর্জন্ম নিয়ে এখন অপবিত্র হয়ে গেছি। প্রথমে তোমরা আত্মারা পবিত্র ছিলে, তোমাদের গৃহস্থ ধর্ম পবিত্র ছিল। এখন দুই-ই অপবিত্র হয়ে গেছে। যখন দুই-ই পবিত্র হয়, তখন তাদের পূজো করা হয়.... তোমরা পবিত্র, আমরা হলাম অপবিত্র। এখানে দুই-ই পবিত্র, এখানে দুই-ই অপবিত্র। তবে কি প্রথমে পবিত্র ছিলে তারপর অপবিত্র হয়েছে নাকি অপবিত্রই জন্ম হয়েছে? বাবা বসে বোঝান যে প্রথমে তোমরা আত্মারা স্বয়ং পবিত্র পূজ্য ছিলে। তারপর নিজেরাই পূজারী অপবিত্র হয়েছে। ৮৪ জন্ম নিয়েছো। সমগ্র ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তোমরা জানো। কারা কারা রাজ্য করতো? কিভাবে রাজত্ব প্রাপ্ত করেছে? এই হিস্ট্রিও তোমরাই জানো আর কেউ জানে না। তোমরাও এখন জেনেছো, পূর্বে জানতে না, প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলে। রচয়িতা এবং রচনার আদি, মধ্য, অন্তের নলেজ ছিল না, নাস্তিক ছিলে। এখন আস্তিক হওয়ায় কত সুখী হয়ে যাও। তোমরা এখানে এসেছোই এরকম দেবতা হওয়ার জন্য। এইসময় অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। তোমরা এক পিতার সন্তান ভাই-বোন হয়ে গেলে, তাই না! ক্রিমিনাল দৃষ্টি পড়তে পারে না। এই সময় পরিশ্রম করতে হয়। চোখই সবথেকে বেশি ক্রিমিনাল হয়ে থাকে। অর্ধেক-কল্প ক্রিমিনাল থাকে, অর্ধেক-কল্প সিভিল থাকে। সত্যযুগে দেবতাদের চোখ সিভিল (সুদৃষ্টি সম্পন্ন) থাকে। এখানে ক্রিমিনাল থাকে। এই বিষয়ে সূরদাসের কথা শোনানো হয়ে থাকে। বাবা বলেন আমাদের আসতেই হয়, এই পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে। যারা অপবিত্র হয়েছে তাদেরকেই পবিত্র করতে হবে।

তোমরা জানো কৃষ্ণ আর রাধা দুজনেই পৃথক পৃথক রাজ্যের ছিলেন। প্রিন্স-প্রিন্সেস ছিলেন। পরে স্বয়ংবরের পর লক্ষীনারায়ণ হয় তখন আবার তাদের ডিনায়েস্টির গায়ন করা হয়ে থাকে। ওনাদের থেকেই সন গণনা শুরু বলা হয়ে হবে। সত্যযুগের আয়ুই লক্ষ লক্ষ বছরের বলে দেয়। বাবা বলেন ১২৫০ বছর। রাত দিনের পার্থক্য হয়ে যায়।

অর্ধেক-কল্প ব্রহ্মার রাত তারপর অর্ধেক-কল্প ব্রহ্মার দিন। জ্ঞানী আসে সুখ, ভক্তিতে হয় দুঃখ। এসব কথা বাবা বসে বোঝান। তথাপি বলে থাকেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করো। স্বধর্মে স্থির হও, বাবাকে স্মরণ করো। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। স্মরণ করতে করতে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। অন্তিমে যেমন মতি তেমনই গতি হবে। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাই না ! সেইজন্য স্মরণ করান যে তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে। এখন অপবিত্র সেই জন্য ওখানে যাওয়ার উপযুক্ত নও, সেইজন্য পবিত্র হও। আমায় একবারই আসতে হয়। ঈশ্বর এক, দুনিয়াও হলো এক। মানুষের তো অনেক মত, অনেক কথা, যত মুখ ততো কথা। এখানে হলোই একমত, অদ্বৈত মত। বৃক্ষে দেখো কত মত-মতান্তর। বৃক্ষ কত বড় হয়ে গেছে। ওখানে একমত এক রাজ্য ছিল। তোমরা জানো যে আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম। ভারত কত ঐশ্বর্যশালী ছিল। ওখানে অকাল মৃত্যু হয় না। এখানে তো দেখো বসে বসে এ চলে গেল। একদিকে হলো মৃত্যু। ওখানে আয়ু দীর্ঘ ছিল। এখন তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়ে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছে। তাহলে তোমরা হলে যোগেশ্বর-যোগেশ্বরী তারপরে হবে রাজ-রাজেশ্বরী, এখন হলে জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী। পুনরায় রাজ-রাজেশ্বরী কিভাবে হয়েছে ? ঈশ্বর বানিয়েছেন। এখন তোমরা জানো যে এনাদের রাজযোগ কে শিখিয়েছেন ? ঈশ্বর। ওখানে তাদের ২১ প্রজন্ম রাজত্ব চলে। ওরা তো এক জন্মে দান-পুণ্য করে রাজা হয়ে যায়। মারা গেলে শেষ। অকালমৃত্যু তো সকলের আসতে থাকে। সত্যযুগে এরকম নিয়ম-কানুন নেই। ওখানে এরকম বলবেনা যে কাল গ্রাস করে নিয়েছে। এক চামড়া (শরীর) ত্যাগ করে দ্বিতীয় নিয়ে থাকে। যেমনভাবে সাপ খোলস বদল করে। ওখানে সর্বদাই খুশীই খুশী বিরাজ করে। সামান্যতম দুঃখের কথা নেই। তোমরা সুখধামের মালিক হওয়ার জন্য এখন পুরুষার্থ করছো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে অসীম জগতের সন্ধ্যাস নিতে হবে। শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করেও রুহানী যাত্রায় থাকতে হবে।

২) পুরুষার্থ করে চোখকে সিভিল (সুদৃষ্টি সম্পন্ন) অবশ্যই বানাতে হবে। এইম অবজেক্টকে বুদ্ধিতে রেখে অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে।

বরদানঃ:- প্রতিটি পদক্ষেপে পদমণ্ডল উপার্জন সঞ্চয়কারী সুবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী তু আত্মা ভব সমঝদার জ্ঞানী তু আত্মা সে-ই যে প্রথমে ভাবে (চিন্তা করে) তারপর (কর্ম) করে। যেমন বড় বড় মানুষেরা প্রথমে খাবার পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে তারপর ভোজন করে। তাহলে এই সংকল্পও হলো বুদ্ধির ভোজন, একে প্রথমে চেক করো তারপর কর্মে নিয়ে এসো। সঙ্কল্পকে চেক করে নিলে বাণী আর কর্ম স্বতঃ-ই সমর্থ হয়ে যাবে। যেখানে সমর্থতা রয়েছে সেখানে আমদানিও রয়েছে। সেইজন্য সমর্থ হয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ অর্থাৎ সঙ্কল্প, বাণী এবং কর্মে পদমণ্ডল উপার্জন জমা করো, এটাই হলো জ্ঞানী তু আত্মার নিদর্শন।

স্লোগানঃ:- বাবা আর সর্বজনের দোয়ার (আশীর্বাদের) বিমানে উদ্ভয়নকারীই হলো উদ্ভূত যোগী।

নোট : নৌধা ভক্তি - নয় প্রকারের ভক্তি । শ্রবণ (যেমন পরীক্ষিত করেছিলেন), কীর্তন (যেমন শূকদেব করেছিলেন), স্মরণ (প্রহ্লাদ), পাদসেবন (লক্ষ্মী), অর্চন (পুথুরাজা), বন্দনা (অফুর), দাস্য (হনুমান), সখ্য (অর্জুন) এবং আত্ম নিবেদন (বলি রাজা) । এই নয় রূপ ভক্তির সমন্বয়কে নবধা বা নৌধা ভক্তি বলে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা, সকাল সকাল উঠে বাবাকে গুড মর্নিং করো, জ্ঞানের চিন্তনে থাকো, তাহলে খুশির পারদ সদাই উর্ধ্বে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - যথার্থ স্মরণ কাকে বলে? তার লক্ষণ গুলি কি?

*উত্তরঃ - অত্যন্ত ধৈর্য, গম্ভীরতা এবং বুদ্ধি যুক্ত হয়ে বাবাকে স্মরণ করাই হলো অ্যাক্যুরেট (যথার্থ) স্মরণ। যারা অ্যাক্যুরেট (যথার্থ ভাবে) স্মরণে থাকে তারা বাবার থেকে অনেক বেশী কারেন্ট (শক্তির তরঙ্গ) প্রাপ্ত করে, পাপের বোঝা নেমে যায়। আত্মা সতোপ্রধান হতে থাকে, তাদের আয়ু বৃদ্ধি পেতে থাকে, তারা বাবার সার্চলাইট প্রাপ্ত করে।

ওম্ শান্তি। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা ততস্বম্ অর্থাৎ তোমরা আত্মারা সকলেই শান্ত স্বরূপ। তোমাদের অর্থাৎ সকল আত্মাদের স্বধর্মই হলো শান্তি। শান্তিধাম থেকে পুনরায় এখানে এসে ব্যক্ত রূপ ধারণ করো। তোমরা এই সকল কর্মেন্দ্রিয় পেয়ে থাকো নিজের নিজের ভূমিকা পালন করার জন্য। আত্মা কখনো ছোট বড় হয় না, শরীর ছোট বড় হয়। বাবা বলেন - আমি তো শরীরধারী নই, আমাকে আসতে হয় সব বাচ্চাদের সাথে দেখা করার জন্য। যখন লৌকিক পিতার থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন সেই সন্তান কখনো এমন বলবে না যে - আমি পরমধাম থেকে এসে এখানে জন্মগ্রহণ করে মাতা পিতার সাথে দেখা করতে এসেছি। যদি কোনো নতুন আত্মা কারো শরীরে আসে অথবা কোনো পুরানো আত্মা কারো শরীরে প্রবেশ করে তো কখনোই সে বলে না যে, আমি মাতা পিতার সাথে দেখা করতে এসেছি। তারা স্বাভাবিকভাবেই মাতা পিতা পেয়েই যায়। এখানে এ হল এক নতুন কথা। বাবা বলেন যে - আমি পরমধাম থেকে এসে বাচ্চাদের সম্মুখে এসেছি। বাচ্চাদেরকে পুনরায় জ্ঞান দিয়ে থাকি, কারণ আমি জ্ঞানে পরিপূর্ণ, জ্ঞানের সাগর, আমি এখানে আসিই বাচ্চারা, তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য, রাজযোগ শেখানোর জন্য। রাজযোগ শেখাতে পারেন ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের আত্মার এইরকম ঈশ্বরীয় পাট নেই। প্রত্যেকের পাট ভিন্ন, ঈশ্বরেরও নিজস্ব পাট আছে।

এই ড্রামা যে কত সুন্দর এবং আশ্চর্যজনক ভাবে তৈরি হয়ে রয়েছে তা তোমরা এখন বুঝতে পারো। যদি শুধু এটুকুও স্মরণে থাকে যে - এই যুগ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, তাহলেও আমাদের সত্যযুগে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়। এখন আমরা সঙ্গম যুগে রয়েছি, এরপর আমাদেরকে নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেই কারণেই আমাদেরকে অতি অবশ্যই পবিত্র হয়ে উঠতে হবে। হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ থাকা উচিত। আহা! অসীম জগতের বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো, তবেই তো তোমরা সতোপ্রধান হতে পারবে, বিশ্বের মালিক হতে পারবে। বাবা বাচ্চাদেরকে কতো ভালোবাসেন। এমন তো নয় যে, বাবা শুধুমাত্র শিক্ষক রূপে এসে আমাদেরকে পড়িয়ে আবার ঘরে ফিরে যান। ইনি তো বাবাও আবার শিক্ষকও। তোমাদেরকে পড়াতেও তো থাকেন আবার স্মরণের যাত্রাও শেখাতে থাকেন।

এমন প্রিয় বাবা, যিনি আমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন, পতিত থেকে পবিত্র করে তোলেন - এমন বাবার প্রতি আমাদের কতো না ভালোবাসা থাকা উচিত। সকাল সকাল উঠে সর্বপ্রথম শিব বাবাকে গুড মর্নিং করা উচিত। তোমরা যতটা ভালোবেসে তাঁকে স্মরণ করবে, ততই আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকবে। নিজেই নিজের অন্তঃকরণকে যাচাই করতে হবে যে - সত্যি সত্যি আমরা সকালে উঠে কতটা অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করে থাকি? ভক্তি মার্গেও তো মানুষ সকাল সকাল ভক্তি করে থাকে। ভক্তরা কতো প্রেমপূর্ণ ভাবে ভক্তি করে থাকে। কিন্তু বাবা জানেন যে, কিছু কিছু বাচ্চারা অন্তরের অন্তঃকরণ থেকে ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে বাবাকে স্মরণ করে না। সকালে উঠে বাবাকে গুড মর্নিং বললে, জ্ঞানের চিন্তনে থাকলে, খুশির পারদ সদাই উর্ধ্বমুখী থাকবে। বাবাকে গুড মর্নিং না করলে, তোমাদের পাপের বোঝা কীভাবে নামবে? প্রধান বিষয়টাই হলো স্মরণ করা। এর মাধ্যমেই ভবিষ্যতের জন্য তোমাদের অনেক উপার্জন সঞ্চিত হয়ে যায়, কল্প-কল্পান্তর ধরে এই সঞ্চয় কাজে লাগবে। অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে গম্ভীরতা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে তাঁকে স্মরণ করতে হয়। অনেকে উপর উপর বলে দেয় যে - আমরা তো বাবাকে অনেক স্মরণ করি, কিন্তু অ্যাক্যুরেট স্মরণ করতে মেহনত করতে হয়। যারা বাবাকে অনেক স্মরণ করে তারা বাবার থেকে অনেক বেশী যোগের কারেন্ট প্রাপ্ত করে, কারণ স্মরণ করলে স্মরণ প্রাপ্ত হবে। যোগ এবং জ্ঞান দুটি ভিন্ন বিষয়। যোগের বিষয় ভিন্ন, এটি অত্যন্ত কঠিন বিষয়। যোগের মাধ্যমে আত্মা সতোপ্রধান হয়ে ওঠে। স্মরণ না করে সতোপ্রধান হওয়া অসম্ভব। খুব ভালোভাবে ভালোবেসে বাবাকে

স্মরণ করলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর থেকে যোগের কারেন্ট প্রাপ্ত হবে, হেল্পী হয়ে যাবে। এর ফলে আয়ু বৃদ্ধি হয়, বাচ্চারা যখন বাবাকে স্মরণ করে, বাবাও তখন তাদের ওপর সার্চলাইট ফেলেন। বাচ্চারা, বাবা কত বিশাল খাজানা তোমাদেরকে দিয়ে দেন।

মিষ্টি বাচ্চাদেরকে এ কথা নিশ্চিত স্মরণে রাখতে হবে যে, শিববাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। শিববাবা পতিতপাবনও। আবার সদগতি দাতাও। সংগতি অর্থাৎ স্বর্গের রাজত্ব প্রদান করেন। বাবা কতো মধুর স্বভাবের, কতো ভালোবেসে এসে বাচ্চাদেরকে পড়াতে থাকেন। বাবা, দাদার মাধ্যমে আমাদেরকে পড়ান, বাবা কত মধুর। তিনি আমাদের কতো ভালবাসেন, কখনো কোনো কষ্ট দেন না, শুধু বলেন - আমাকে স্মরণ করো আর চক্রকে স্মরণ করো। হৃদয় যেন শুধুমাত্র এক বাবার স্মৃতিতেই একেবারে স্থির থাকা চাই। এক বাবার স্মৃতিই যেন আমাদের মনকে উতলা করে তোলে, কারণ বাবার থেকে কতো সুউচ্চ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। নিজেদেরকে যাচাই করে নিতে হবে যে - সত্যি সত্যি আমরা বাবাকে কতটা ভালোবাসি, কতটা আমাদের মধ্যে দৈবী গুণ ধারণ হয়েছে। কারণ বাচ্চারা, এখন তোমরা সকলেই কাঁটা থেকে ফুল হয়ে ফুটে উঠছো। যত যোগযুক্ত হয়ে থাকবে ততই কাঁটা থেকে ফুল হয়ে ফুটে উঠবে আর সতোপ্রধান হয়ে উঠবে। যখন ফুল হয়ে ফুটে উঠবে তখন এখানে আর থাকতে পারবে না। ফুলের বাগান রয়েছে স্বর্গে। যে অনেক কাঁটাকে ফুলে রূপান্তরিত করে, তাকেই সত্যকারের সুগন্ধি ফুল বলা হয়। কখনো কাউকে কাঁটা ফুটিয়ে দেবে না, ক্রোধও হল এক বড় কাঁটা যা অনেককে দুঃখ দেয়। বাচ্চারা এখন তোমরা কাঁটার দুনিয়া থেকে সরে কিনারায় চলে এসেছো, এখন তোমরা আছো সঙ্গমে। যেমন ভাবে মালি ফুলের গাছগুলিকে আলাদা টবে সাজিয়ে রাখে, ঠিক তেমনভাবেই বাচ্চারা, তোমাদের মত সুন্দর ফুলদেরকেও এখন এই সঙ্গম যুগের আলাদা টবে রাখা আছে। এরপর তোমরা ফুলেরাও স্বর্গের বাগানে চলে যাবে। কলিমুগের কাঁটা ভস্ম হয়ে যাবে।

মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে, পারলৌকিক বাবার থেকে আমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। যারা সত্যিকারের বাবার সন্তান, যারা বাপ-দাদাকে হৃদয় থেকে ভালোবাসে, তাদের মনে অপার আনন্দ থাকবে। আমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি, হ্যাঁ পুরুষার্থের দ্বারাই বিশ্বের মালিক হওয়া সম্ভব। শুধু মুখে বললেই হবে না। যারা বাবার অনন্য সন্তান তাদের মনে সদা সর্বদা এই স্মৃতি থাকবে যে, আমরা নিজেদের জন্য পুনরায় সেই সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করছি। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা যত অন্যদের কল্যাণ করবে, ততো তোমরা তার প্রতিদান পাবে। যতজনকে সঠিক পথের সন্ধান দেবে ততজনের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে। জ্ঞান রত্ন দিয়ে ঝোলা ভরে নিয়ে তারপর তা সকলকে বিলিয়ে দিতে হবে। জ্ঞানের সাগর তোমাদেরকে রত্নভরা থালা দেন। যে সে সকল রত্ন অন্যদেরকে দান করে সে-ই সকলের প্রিয় হয়। বাচ্চাদের হৃদয় কতো কতো খুশিতে ভরে থাকা উচিত। বুদ্ধিমান বাচ্চারা বলবে যে, আমরা বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো। তারা বাবাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। বাবার প্রতি তাদের অসীম ভালোবাসা থাকবে, কারণ তারা জানে যে জীবনদাতা বাবাকে পেয়েছি। বাবা নলেজের এমন বরদান দেন যার ফলে আমরা কি থেকে কি হয়ে যাই! ইনসলভ্যান্ট থেকে সলভেন্ট হয়ে যাই! বাবা এতটাই ভাল্ভার ভরপুর করে দিয়ে দেন। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই বাবার প্রতি ভালোবাসার টান থাকবে। সুঁচ যখন পরিষ্কার থাকে তখন তা চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয়। বাবার স্মরণের দ্বারা সমস্ত অশুদ্ধি ধুয়ে যেতে থাকবে। এক বাবা ছাড়া যেন আর কেউ স্মৃতিতে না আসে। যেমন স্ত্রী তার স্বামীকে কতো ভালোবাসে। তোমাদেরও তো বাগদান (সগাই) হয়ে গেছে তাই না! বাগদান এর খুশি কখনো কম হয় নাকি? শিববাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের বাগদান আমার সাথে হয়েছে, ব্রহ্মার সাথে হয়নি। যার সাথে বাগদান হয়ে গেছে শুধু তারই স্মৃতি তোমাদের মনকে উতলা করবে।

বাবা বোঝাতে থাকেন যে - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা গাফিলতি করোনা। স্বদর্শন চক্রধারী হও, লাইট হাউস হও। যখন স্বদর্শন চক্রধারী হওয়ার প্র্যাক্টিস ভালোভাবে হয়ে যাবে, তখন তোমরা জ্ঞানের সাগরের মতো হয়ে যাবে। যেমন ভাবে ছাত্ররা পড়াশুনা করে শিক্ষক হয়ে যায়, সেই রকম তোমাদেরও সেই একই কাজ। সকলকে স্বদর্শন চক্রধারী বানাও তবেই চক্রবর্তী রাজা রানী হতে পারবে। সেই কারণেই বাবা সব সময় বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন যে - বাচ্চারা, স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসেছো তো? বাবাও তোর স্বদর্শন চক্রধারী, তাই না। বাবা এসেছেন তোমাদের মতো মিষ্টি বাচ্চাদেরকে আবার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাচ্চারা তোমাদেরকে ছাড়া আমারও স্বস্তি হয় না। যখন সেই সময় আসে তখন আমার অস্বস্তি অনুভব হয়। ব্যস্ এখন আমাকে যেতে হবে, বাচ্চারা অত্যন্ত দুঃখী হয়ে আছে, তারা পরিত্রাণের জন্য কাতর প্রার্থনা করছে। তাদের দেখে আমার করুণা হয়। এখন বাচ্চারা, তোমাদেরকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। তারপর সেখান থেকে তোমরা আপনা থেকেই সুখধামে চলে যাবে। সেখানে আমি আর তোমাদের সাথী হবো না, নিজের নিজের

অবস্থা অনুযায়ী তোমাদের আত্মা চলে যাবে।

বাচ্চারা তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত যে আমরা আত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছি। আমরা গডলী স্টুডেন্ট। আমরা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য এবং বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছি। এখান থেকে আমরা সমস্ত ডিগ্রী প্রাপ্ত করি। হেল্থ এর এডুকেশনও পড়ি, ক্যারেক্টার সংশোধনের জন্যও নলেজ আয়ত্ত করি। স্বাস্থ্যমন্ত্রক, খাদ্যমন্ত্রক, ভূমিমন্ত্রক, গৃহমন্ত্রক সবকিছু এরই মধ্যে চলে আসে। তোমরা বড় খাজাঞ্চিও বটে। তোমাদের কাছে যেমন অমূল্য খাজানা আছে আর কারো কাছে থাকতে পারে না। বাচ্চারা তোমাদেরকে এইভাবে বিচার সাগর মন্ডন করে আত্মিক নেশায় থাকতে হবে।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝাতে থাকেন যে, যখন কোনো সভাতে ভাষণ করো অথবা কাউকে কোনো কিছু বোঝাতে থাকো, তখন বলো যে - ঋণে ঋণে নিজেকে আত্মা ভেবে পরমপিতা পরমাতাকে স্মরণ করো। এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, তোমরা পবিত্র হয়ে উঠবে। ঋণে ঋণে তাঁকে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু তোমরা এটা তখনই বলতে পারবে যখন নিজেরা প্রতি মুহূর্তে স্মরণে থাকবে। এই বিষয়ে বাচ্চারা অনেক দুর্বলতা। নিজে স্মরণে থাকলে তবেই অন্যদেরকে বোঝানোর প্রভাব পড়বে। তোমাদের বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই। আত্মা-অভিমানী হয়ে অল্প কথায় বোঝাবে, তো তা মনে গেঁথে যাবে। বাবা বলেন বাচ্চারা যা হয়ে গেছে তা অতীত। এখন প্রথমে নিজেকে শোধরাও। নিজে স্মরণ করবে না অথচ অন্যদেরকে স্মরণ করার কথা বলবে, এইরকম লোক ঠকানো চলবে না। ভেতরে ভেতরে বিবেক দংশন অবশ্যই হবে। বাবার প্রতি সম্পূর্ণ ভালোবাসা না থাকলে শ্রীমতে চলতে পারবে না। অসীম জগতের বাবার মতো এমন শিক্ষা আর কেউ দিতে পারে না। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা এই পুরাতন দুনিয়াকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলে যাও। পরে তো এ সকল ভুলতেই হবে। বুদ্ধি যুক্ত হয়ে যায় নিজের শান্তিধাম এবং সুখধামে। বাবাকে স্মরণ করতে করতে বাবার কাছে চলে যেতে হবে। সেখানে পতিত আত্মারা তো যেতে পারবে না। কারণ সেটা হলই পবিত্র আত্মাদের ঘর। এই শরীর ৫ তন্ত্র দ্বারা গঠিত হয়েছে। তাই এই পাঁচ তন্ত্র এখানে থাকার জন্য আকর্ষণ করে, কারণ আত্মা যেন প্রপার্টি নিয়ে নিয়েছে, তাই শরীরের প্রতি মমত্ব হয়ে গেছে। এখন এর প্রতি মোহ ত্যাগ করে নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেখানে এই ৫ তন্ত্র নেই। সত্যযুগেও যোগ বলের দ্বারা শরীর তৈরি হয়, প্রকৃতি সত্যপ্রধান হয়, সেই কারণে তা নিজের প্রতি আকর্ষণ করে না, দুঃখ হয় না। এ সকল অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় যা ভালোভাবে বুঝতে হবে। এখানে পাঁচ তন্ত্রের বল আত্মাকে আকর্ষণ করে, তাই শরীর ত্যাগ করার ইচ্ছা হয় না। তা না হলে এতে তো খুশি হওয়ার কথা। পবিত্র হয়ে যখন শরীর ত্যাগ করবে এত মসৃণ ভাবে, যেন মাখন থেকে চুল তুলে ফেলে দেওয়ার মতো। সুতরাং শরীরের প্রতি এবং অন্য সকল বস্তুর প্রতি মোহ একেবারেই ত্যাগ করতে হবে। এ সবার সাথে আমাদের কোনো কানেকশন নেই। আমাদেরকে তো শুধু যেতে হবে এক বাবার কাছে। এই দুনিয়ার থেকে তোমরা নিজেদের ব্যাগ ব্যাগেজ (জিনিসপত্র) গুছিয়ে আগে থেকেই পাঠিয়ে দিয়েছো। সেসব সাথে তো যেতে পারবে না। কেবল আত্মাদেরকেই যেতে হবে। শরীরকেও এখানেই ছেড়ে যেতে হবে। বাবা নতুন শরীরের সাক্ষাৎকার করিয়ে দিয়েছেন। হিরে জহরতের মহল প্রাপ্ত হবে। এমন সুখধামে যাওয়ার জন্য কত মেহনত করা উচিত, ক্লান্ত হয়ে যেও না। দিনরাত অনেক উপার্জন করতে হবে। সেইজন্য বাবা বলেন নিদ্রাজিৎ বাচ্চারা, মামেকম স্মরণ করো আর বিচার সাগর মন্ডন করো। ড্রামার রহস্যকে বুদ্ধিতে রাখলে বুদ্ধি একেবারে শীতল হয়ে যায়। মহারথী বাচ্চারা কখনো নিজের স্থিতি থেকে বিচ্যুত হবে না। শিববাবাকে স্মরণ করলে তিনিই সামলাবেন।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে শান্তির দান দেন। তোমাদেরকেও শান্তির দান দিতে হবে। তোমাদের এই অসীম শান্তি অর্থাৎ যোগবল অন্যদেরকেও একদম শান্ত করে দেবে। দ্রুতই বুঝতে পারবে যে এ আমাদের ঘরের কিনা। আত্মা টান অনুভব করবে যে ইনি আমাদের বাবা। নাড়িও দেখতে হয়, বাবার স্মৃতিতে থেকে তারপর দেখো যে এই আত্মা আমাদের বংশের কিনা। যদি হয় তাহলে সে একেবারেই শান্ত হয়ে যাবে, যে এই বংশের হবে সে সকল কথার মধ্যে রস খুঁজে পাবে। বাচ্চারা স্মরণ করলে বাবাও তাদের ভালোবাসেন। আত্মাকে ভালবাসেন। বাবা জানেন যে, যারা অনেক ভক্তি করেছে তারাই এসে এখন অধিক পড়াশোনা করবে। তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যাবে যে বাবাকে তারা কত ভালোবাসে। আত্মা বাবাকে দেখে। বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। বাবাও জানেন যে তিনি এত ছোট্ট ছোট্ট বিন্দু স্বরূপ আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। পরবর্তী সময়ে তোমরাও এই অবস্থা প্রাপ্ত করবে, এই বোধ থাকবে যে আমরা ভাই ভাইদেরকে পড়াচ্ছি। চেহারা বোনের হলেও দৃষ্টি আত্মার দিকেই যাবে, শরীরের প্রতি দৃষ্টি যাবেই না, এতে অনেক মেহনত করতে হবে। এ বড় সূক্ষ্ম কথা, অনেক উচ্চ পড়াশোনা। যদি ওজন মাপা হয় তাহলে এই পড়াশুনার পাল্লা অত্যন্ত ভারী হয়ে যাবে। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যা হয়ে গেছে তা অতীত এই ভাব ধারণ করে প্রথমে নিজেকে শুধরাতে হবে।

আত্ম অভিমানী হয়ে থাকার মেহনত করতে হবে, বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই।

২) নিজের ঝোলা, জ্ঞান রত্নে ভরে নিয়ে তারপর তা অন্যদের মধ্যে দান করে দিয়ে সকলের কল্যাণের নিমিত্ত হয়ে উঠতে হবে। সকলের প্রিয় হয়ে উঠতে হবে। অপার খুশিতে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- কর্মক্ষেত্রে কমল পুষ্পের মতো থেকে মায়ার আবর্জনা থেকে সুরক্ষিত থাকা কর্মযোগী ভব কর্মযোগীকেই আরেক অর্থে কমল পুষ্প বলা হয়। কর্মযোগী অর্থাৎ কর্ম এবং যোগ উভয়ই কস্মাইন্ড হবে, কোনো কর্মের বোঝা অনুভব হবে না। কোনো প্রকারের আবর্জনা অর্থাৎ মায়ার ভাইব্রেশন যেন তাকে টাচ করতে না পারে। আত্মার দুর্বলতায় মায়া জন্ম নেয়। দুর্বলতাকে সমাপ্ত করার উপায় হলো প্রতি দিনের মুরলী। এটাই হলো শক্তিশালী তাজা ভোজন। মনন শক্তির দ্বারা এই ভোজনকে হজম করে নাও তবেই মায়ার আবর্জনা থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

স্লোগানঃ:- সফলতার চাবি দিয়ে সকল খাজানাকে সফল করাই হলো মহাদানী হয়ে ওঠা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent

6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের জন্য যোগের ভাঙি অতি মূল্যবান, কেননা এই ভাঙিতেই তোমাদের বিকর্ম ভঙ্গ হয়"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বীজ আর বৃক্ষের নলেজ স্পষ্ট বসতে পারে?

*উত্তরঃ - যারা বিচার সাগর মন্থন করে। এই বিচার সাগর মন্থন করার জন্য অমৃতবেলার সময় খুবই সুন্দর। অমৃতবেলায় উঠে বুদ্ধির দ্বারা এক বাবাকে স্মরণ করে। তোমাদের অজপাজপ যেন চলতে থাকে। সূক্ষ্ম বা স্থূলভাবে 'শিববাবা - শিববাবা' বলার কোনো দরকার নেই। তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করতে হবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে আত্মাদের বোঝান অর্থাৎ বাচ্চাদের বোঝান। বাবা বলেন, আমিও দেহতে আসি তাই তো কথা বলতে পারি। তোমরাও এমন মনে করো যে, আমি আত্মা, এই দেহের দ্বারা শুনছি। এই নলেজ খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। যেমন বাবা ধারণ করেছেন। আত্মার বুদ্ধিতেই এই ধারণা হয়। তোমাদের বুদ্ধিতেও এমন ধারণা হওয়া উচিত যেমন বাবার বুদ্ধিতে আছে। বীজ আর বৃক্ষ সম্বন্ধে বোঝানো তো খুবই সহজ। মালির তো এই জ্ঞান থাকে যে, অমুক বীজ বপন করলে এতো বড় গাছ হবে। ব্যস্, বাবাও এমনভাবেই বোঝান যে, এই কথা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। আমার বুদ্ধিতে যেমন আছে, তেমনই তোমাদের বুদ্ধিতেও থাকা উচিত। তা তখনই থাকবে, যখন তোমরা বিচার সাগর মন্থন করবে। ভোরের সময় বিচার সাগর মন্থন করার জন্য খুবই সুন্দর। ওইসময় তেমন কোনো কাজকর্ম থাকে না। ভক্তিও মানুষ ভোরবেলাই করে। কেউ এখানে - ওখানে যায়, কেউ বা বসে নাম জপ করতে থাকে বা গান গাইতে থাকে, আওয়াজ করে, কেউ আবার অন্তরে রাম - রাম করতে থাকে। এ হলো ভক্তির অজপাজপ। কেউ আবার মালা ঘোরাতে থাকে। তোমাদের শিব - শিব বলতে হবে না। ভক্তিতে মানুষ যা করে তা জ্ঞানে হওয়া উচিত নয়। অনেকেরই অভ্যাস হয়ে গেছে, তারা শিব - শিব জপ করতে থাকে। তোমাদের শিব - শিব না স্থূলভাবে আর না সূক্ষ্মভাবে জপ করতে হবে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, আমাদের বাবা এখন এসেছেন। তিনি আসবেনও কোনো শরীরে। তাঁর তো কোনো নিজের শরীর নেই। তিনি হলেন পুনর্জন্ম রহিত। পুনর্জন্ম মনুষ্য সৃষ্টিতেই হয়। বিষ্ণুর দুই রূপ হলো লক্ষ্মী - নারায়ণ। মানুষ দেব - দেব মহাদেব বলে থাকে। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। শঙ্করের কোনো কানেকশন নেই, তাই তাঁকে বড় করে রাখে। তাঁর পুনর্জন্ম নেই, তাঁর সূক্ষ্ম শরীর হয়। শিববাবার কোনো সূক্ষ্ম শরীর নেই, তাই তিনি উঁচুর থেকেও উঁচু, সবথেকে উঁচু। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা। বাচ্চারা জানে যে, অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে আমরা অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। তোমাদের বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী সম্পূর্ণ চলতে হবে। যে নিজে স্মরণ করে, অন্যদেরও স্মরণ করায়, তারা যেন বাবার সাহায্যকারী। তোমাদের বাবাকে আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন - তোমাদের এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। আর অল্প সময় বাকি আছে। নাটকে অভিনেতারা বুঝতে পারে -- আর আধ ঘণ্টা সময় বাকি আছে, তারপর আমরা বাড়ি চলে যাবো। তারা সময় দেখতে থাকে। তোমাদের তো অসীম জগতের অনেক বড় ঘড়ি অর্থাৎ সময়। বাবা বুঝিয়েছেন যে - এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, বাকি অন্য কোনো শাস্ত্রে এমন সহজ যোগ আর নেই। ওরা তো অনেক হঠযোগ করে, অনেক পরিশ্রম করে, তোমরা মাতারা এমন করতে পারবে না। তোমাদের হঠযোগীদের মতো আসন করতে হবে না। হ্যাঁ, সভাতে ঠিক হয়ে বসতে হবে। তোমাদের রাজযোগ হলো - পায়ের উপর পা তুলে বসা। এমন রাজযোগে বসলে নেশা চড়ে যাবে। হঠযোগে দুই পা উপরে তুলে রাখা হয়। বাবা তোমাদের কোনো কষ্ট দেন না। কেবল তোমাদের সাধারণ ভাবে বসাতে আর যোগে বসাতে কিছু ফারাক রাখা উচিত। তোমরা রাজযোগ শিখছো। তাই তোমাদের এমনভাবে বসা উচিত যাতে মানুষ মনে করে যে, এরা রাজযোগে বসেছে। এ হলো আমাদের রাজঘের কায়দা। তোমরা অসীম জগতের বাবার দ্বারা রাজার রাজা তৈরী হচ্ছে। এমন বাবাকে তোমাদের প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করা উচিত। সত্যযুগে কেউ বাবাকে স্মরণ করে না। নিজের কথাই স্মরণে থাকে। কলিযুগে মানুষ না বাবাকে জানে, আর না নিজেকে জানে। বাবাকে কেবল ডাকতে থাকে। তোমরা এখন খুব ভালোভাবে জেনে গেছো। আর কেউ এমনভাবে বুঝতে পারে না যে, বাবা হলেন বিন্দু। তারা অতি সূক্ষ্মও বলে থাকে, আবার বলে হাজার সূর্যের থেকেও তীব্র। তাই এই দুই কথা মেলে না। যখন বলে থাকে যে, তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক, তারপর হাজার সূর্যের থেকেও তীব্র কেন বলে? প্রথমে তোমরাও এমনই মনে করতে। বাবা বলেন - ড্রামাতে এই বোঝানো দেবীতে প্রাপ্ত হওয়ার। সূক্ষ্মর থেকেও সূক্ষ্ম কথা নিজে বুঝে বোঝানো হয়। এই রকম ভাবা উচিত নয় যে, আগে হাজার সূর্যের থেকেও

তেজোময় বলতো, এখন বিন্দু কেন বলে? যখন আই. সি. এসের পড়া পড়বে তখন আই. সি. এসের কথাই বলা হবে, আগে কেন বলবে? এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কথাই নেই। ড্রামাতে বাবার যখন বোঝানোর কথা, তখনই তিনি বোঝান, এর পরেও আর কি কি বোঝাবেন! কেননা বাবার প্রভাবও তো আগে বেরোতে হবে, তাই না। তোমাদের যেমন আত্মা আছে, তেমনই তিনিও আত্মা। তিনি পরমধামে থাকেন। তাঁকে পরম আত্মা বলা হয়। এখানে যখন আসেন, তখন তিনি এই জ্ঞান প্রদান করেন।

বাবা বলেন - দুনিয়া যখন পতিত হবে তখনই আমি পাবন দুনিয়া বানাতে আসবো। মানুষ ডাকতেও থাকে, হে পতিত পাবন, হে দুঃখহর্তা - সুখকর্তা, এসো। তিনি তো সঙ্গম যুগেই আসবেন। রাত যখন সম্পূর্ণ হবে তখনই দিন আসবে। পুরানো দুনিয়ার অন্ত হবে। তোমাদের কর্মভীত অবস্থা অন্ধিম্বে হবে। তোমাদের গৃহস্থ জীবনে থাকতে হবে, ছেড়ে যাওয়া যাবে না। শরীর নির্বাহের কারণে কর্মব্যবহারে থেকেও কমল ফুল সমান পবিত্র থাকতে হবে। দেবতা তো হলেনই পূর্ণ পবিত্র, কিন্তু তাঁরা কবে এবং কিভাবে হয়েছিলেন? অবশ্যই তাঁরা পুরুষার্থ করেছিলেন, তাই প্রালঙ্ক পেয়েছিলেন। পুরুষার্থ অনুসারে প্রালঙ্ক তৈরী হয়েছিলো। যেমন কর্ম, তেমন প্রালঙ্ক, এ তো চলতেই থাকে। এখন তো তোমরা কর্ম শেখানোর জন্য বাবাকে পেয়েছো। তাঁকে খুব ভালোভাবে স্মরণ করা উচিত। তোমরা হলে দওক সন্তান। মাড়োয়ারিরা অনেক দওক নেয়। তোমাদেরও দওক নেওয়া হয়েছে। তোমরা এনার গর্ভ থেকে নির্গত হওনি। অ্যাডপশনে দুই বাবাই স্মরণে থাকে। অন্ত পর্যন্ত জানতে পারে, আমরা প্রকৃতপক্ষে কার ছিলাম। এখন এনার কোলের সন্তান হয়েছি। তোমরাও জানো যে, আমরা কার ছিলাম এবং এখন কার হয়েছি। আমি পরমপিতা পরমাত্মার কাছে অ্যাডপ্ট হয়েছি, তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাঁর রচনা কতো সময় ধরে চলে? অর্ধেক কল্প। নরকের রচয়িতা হলো রাবণ, তার রাজত্বও অর্ধেক কল্প ধরে চলতে থাকে। আত্মা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়। এ হলো বোঝার মতো কথা। কিছু বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করা উচিত। সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ যখন হয়, তখন বলে থাকে - দান করলে গ্রহণ দূর হবে। সূর্য - চন্দ্রকে মা - বাবা বলা হয়। এখানেও মেল - ফিমেল উভয়েরই গ্রহণ লাগে, তাই তো বাবা বলেন, তোমরা পাঁচ বিকারের দান করে দাও। ওখানে তো বছরে এক বা দুইবার গ্রহণ লাগে। আর এ তো হলো কল্পের কথা। বাবা এসে একবারই দান গ্রহণ করেন। মানুষ সম্পূর্ণ কালো হয়ে গিয়েছে। এ হলো আয়রন এজ বা লৌহ যুগ। খাঁটি সোনা খাদ মেশালে কালো হয়ে যায়। নতুন ঘর আর পুরানো ঘর। নতুন বাচ্চা আর বৃদ্ধদের মধ্যে তফাৎ তো থাকে, তাই না। ছোটো বাচ্চাদের কতো মিষ্টি আর প্রিয় মনে হয়। সবাই তাদের নিয়ে ঘোরাতে ভালোবাসে। কোলেও বসায়। বৃদ্ধদের অবস্থা জরাগ্রস্ত হয়ে যায়, তখন বলে - মৃত্যু হলে সেও ভালো। বেশী দুঃখ - কষ্ট কেন সহন করবে। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। এখানে আমরা রোগীকেও মৃত্যুবরণ করতে দিই না, যতটা শুনবে ততটাই তার উন্নতি। শিব বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাকুক। অসুস্থ অবস্থায় যখন খুব বেশী কষ্ট হয় তখন সব ভুলে যায়। বাকি যার যার প্রতি ভাবনা থাকে, সে চিন্তায় সামনে এসে যায়। তোমাদের প্রতিজ্ঞা হলো - আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নয়। তাহলে আবার অন্য কাউকে কেন স্মরণ করো। বাবা বলেন -- আমি ছাড়া কারোর স্মৃতি ফিরে আসবে না। এমন গায়নও আছে যে -- অন্তকালে যে ত্রীকে স্মরণ করে... মানুষ সব শ্লোক বলেই যায়, অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। এ সমস্তই এই সঙ্গমের গায়ন, ভক্তিতে যার মহিমা গাওয়া হয়, এই সময় তোমাদের কেবল বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। শ্রী নারায়ণ তোমাদের প্রালঙ্ক, এর অর্থ সম্পূর্ণভাবে তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। অর্থ না বুঝে তো অনেকেই স্মরণ করতে থাকে। পরের দিকে তো যার সাথে বেশী প্রীতির সম্পর্ক, সেই স্মরণে আসতে থাকে। তোমাদের খুবই সাবধান থাকা উচিত। তোমাদের এক বাবাকেই স্মরণ করা উচিত।

বাবা বলেন - মন্মনাভব। বাচ্চারা তোমরা বলো - বাবা, আমরা কল্প - কল্প তোমার সাথে মিলিত হতাম। মধুবনে এসে তোমার থেকে এই জ্ঞান শুনতাম। এ হলো বশীকরণ মন্ত্র। সঙ্কর হলে তোমাকে এমন মন্ত্র দান করবেন, যাতে তুমি অমর হয়ে যাও। এ হলো মাঝাকে জয় করার মন্ত্র। এর উপরে গাওয়া হয় তুলসীদাস চন্দন ঘসে... এও এখানকার কথা, যা পরে গাওয়া হয়েছিলো। বাচ্চারা, বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করাতে তোমরা রাজতিলক পাচ্ছে। বাবা আর বাদশাহীকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করলে তোমরা রাজতিলক প্রাপ্ত করবে। কেবল একজন তো পাবে না। মালা হলো ১০৮ এর। ১৬১০৮ এরও আছে।

তোমাদের তো এখন সঠিকভাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার উদ্দেশ্যে বলা হয় - তোমার গতি - মতি তুমি জানো। সেটা তো ঠিকই। সেই সন্নতিদাতা, সে-ই সব জানে। আগে তো তোমরা অর্থ রহিত গান গাইতে। তাকে বলা হয় অনর্থ। প্রাপ্তি কিছুই নেই। মানুষ দান - পুণ্য ইত্যাদি করতে করতে নেমেই এসেছে। কিছুই প্রাপ্তি নেই। আসুরী মতে চলে সব

অনর্থ হয়ে গিয়েছে। ইনিও নারায়ণের পূজা করতেন, এখন আবার প্রত্যক্ষ রূপে পূজারী থেকে পূজ্য আত্মায় পরিণত হচ্ছেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, শিব বাবা আমাদের পড়ান। এই কথা তো দৃঢ়ভাবে স্মরণ রাখতে হবে। না হলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। যোগের এই ভাঙি খুবই মূল্যবান। মুক্তিও তো প্রাপ্ত হয়, তাই না। কেউ বলে, আমার মনের শান্তি চাই, কিন্তু প্রথমে এই কথা বলো, তোমাকে অশান্ত কে করলো? অবশ্যই তাহলে প্রথমে শান্তি ছিলো। এখন অশান্ত হয়েছে, তাই তো শান্তি কামনা করো। সম্পূর্ণ দুনিয়ার তো শান্তির প্রয়োজন। একজন শান্তি পেলে তো কিছুই হবে না। একজন শান্তি পেলে তো আর সম্পূর্ণ দুনিয়া শান্তি পেতেই পারে না। কে অশান্ত করেছে? সবাই ঝিমিয়ে গেছে। তোমাদের বোঝানো হয়, শান্তিধাম, সুখধাম আর এ হলো দুঃখধাম। সুখধামে খুব অল্পসংখ্যক মনুষ্য ছিলো। সেই সময় বাকি সব আত্মারা শান্তিধামে ছিলো। তোমরা শান্তি সেখানেই পাবে। এখানে তো আর পাবে না। এখানে তো হলোই দুঃখধাম। দুঃখে মানুষের অশান্তি হয়। কাউকে বোঝানোর জন্য এ তো খুবই সহজ। সুখ - শান্তির উত্তরাধিকার একমাত্র বাবাই দান করেন। সত্যযুগে সুখ - শান্তি দুইই ছিলো। এখানে আত্মা চায়, আমার মন যেন শান্ত হয়। তাহলে তোমরা তোমাদের ঘর পরমধামে যাও, কিন্তু পতিত তো সেখানে যেতেই পারে না, তাই বাবা বোঝান, আমাকে স্মরণ করো তাহলে অন্তিম কালে যেমন মতি তেমন গতি হয়ে যাবে। বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো কিন্তু মায়া এমনই যে, পবিত্র থাকতে দেয় না। অবলাদের উপর দেখো কতো অত্যাচার হয়। বিষ ছাড়া থাকতে পারে না। বাবার কাছে অনেক প্রকারের খবর আসে। সবথেকে বড় হিংসা হলো কাম মহাশত্রু। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা বিষ ত্যাগ করো, মুখ কালো করো না। তখন বলে যে, চেষ্টা করবো। এ হলো বিষ, আদি - মধ্য - অন্ত দুঃখদানকারী কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে শোনেই না। বাবা বসে আত্মাদের বোঝান - আজ থেকে বিকারে যেও না, তখন মুখ নিচু করে দেয়। আরে, কাম হলো মহাশত্রু। এ তো ভালোই নয়। এ হলোই বিকারী দুনিয়া, সবাই পতিত। সত্যযুগে সবাই সম্পূর্ণ নির্বিকারী। আচ্ছা।

মাতা - পিতা, বাপদাদার কল্প বা ৫ হাজার বছর পরে মিলিত হওয়া মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সময় খুবই অল্প, তাই বাবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হয়ে চলতে হবে। বাবা এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে আর অন্যদেরও করাতে হবে।

২) অন্তিম সময়ে এক বাবার যাতে স্মরণ থাকে তারজন্য হৃদয়ের প্রীতি এক বাবার সাথে রাখতে হবে। বাবা ব্যতীত আর কারোর স্মৃতি যেন না আসে, এরজন্য সাবধান থাকতে হবে।

বরদানঃ:- ভাবা, বলা আর করা এই তিনকে সমান করে বাবার সমান সম্পন্ন ভব। বাপদাদা এখন সমস্ত বাচ্চাদের সমান এবং সম্পন্ন দেখতে চান। সম্পন্ন হওয়ার জন্য ভাবা, বলা আর করা, এই তিন যেন সমান হয়। এরজন্য সবাই তৈরীও হচ্ছে, সঞ্চলও আছে আর ইচ্ছাও এমনই। কিন্তু এই ইচ্ছা তখনই পূর্ণ হবে যখন আর সমস্ত ইচ্ছা থেকে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হতে পারবে। ছোটো ছোটো অনেকপ্রকারের ইচ্ছাই এই এক ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে দেয় না।

স্লোগানঃ:- অব্যক্ত এবং কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করতে হলে বলা, করা আর জীবনযাত্রাকে সমান বানাও।

নোট : তুলসীদাস চন্দন ঘষে...

চিত্রকূটের ঘাটে তুলসীদাস চন্দন ঘষছেন, রামচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সেই চন্দনের তিলক পরিয়ে দিয়ে তার স্মৃতি জাগালেন। অর্থাৎ স্বয়ং পরমাত্মা রাম আমাদেরকে স্মৃতির তিলক পরিয়ে দেন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময় পাঁচ বিকাররূপী রাবণ সকলকে সুখ-সম্পত্তির দিক থেকে দেউলিয়া (সর্বস্বান্ত) করে দিয়েছে, তোমরা এখন রাবণ রূপী শত্রুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করে জগৎজিত হচ্ছে”

*প্রশ্নঃ - ডামার কোন্ রহস্যকে জানার কারণে বাচ্চারা তোমাদের চিন্তা-ভাবনা অনেক উচ্চ পর্যায়ে থাকে?

*উত্তরঃ - তোমরা জানো যে ডামা অনুসারে অটোমেটিক তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। তারপর ভক্তদের ভীড় বাড়বে, তখন সেবা করা অসম্ভব হয়ে যাবে। ২) বাবার যে বাচ্চারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গিয়েছিল, তারা বেরিয়ে আসবে, এইজন্য তোমাদের চিন্তা-ভাবনা অনেক উচ্চ পর্যায়ে থাকে যে কোথা থেকে কেউ বেরিয়ে আসবে যে বাচ্চা হয়ে অসীম জগতের বাবার থেকে নিজের উত্তরাধিকার নেবে। তোমাদের এই চিন্তা যেন থাকে না যে, এমন কেউ বেরিয়ে আসুক যে অনেক টাকা দেবে। কিন্তু শিব বাবা পড়াচ্ছেন এই নিশ্চয়তা যেন তার মধ্যে বসে আর বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য যেন সে পুরুষার্থ করতে থাকে।

*গীতঃ- বাবা মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নাও ...

ওম্ শান্তি । সেবাকে সার্ভিসও বলা হয়। প্রথমে মাতা-পিতা সেবা করেন। এখন দেখো, প্র্যাক্টিক্যালেরে করছেন তাই না। এখন থেকেই সকল কায়দা-কানুন পরমপিতা পরমাত্মা এসে স্থাপন করেন। বাচ্চারা তোমরা আসো, মাঝমা বাবা বলে ডাকো তো মাঝমা বাবাও তোমাদের সেবা করেন। পার্থিব জগতের মা-বাবাও বাচ্চাদের সেবা করেন। মা, বাবা, গুরু, এরা হলেন পার্থিব জগতের, আর ইনি (শিববাবা) হলেন পারলৌকিক। লৌকিককে তো সবাই জানে, অবশ্যই বাবা জন্ম দেন। টিচার পড়ান অর্থাৎ শিক্ষা দেন। আবার বাণপ্রস্থ অবস্থাতে গুরু করা হয়। এই রীতি-রেওয়াজ কবে থেকে শুরু হয়েছে? এখন থেকেই এর আরম্ভ হয়। এইসময়ই সদ্ধুরু আসেন, এসে বোঝান যে আমি হলাম তোমাদের বাবা, টিচার আবার সদ্ধুরুও। তোমরা তো বাবার বাচ্চা হয়েছো। টিচারের রূপে এনার থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত করছো। অন্তিম কালে সদ্ধুরু হয়ে তোমাদেরকে সত্যথন্ডে নিয়ে যাবেন। তিনিটি কাজ প্র্যাক্টিক্যালেরে করেন। বাচ্চারা তোমরা মাতা পিতা বলে ডাকো তো বাবা তোমাদের আহ্বান স্বীকার করেন। তিনি এটা জানেন যে সব বাচ্চা এক সমান সুপুত্র হতে পারেনা। এখানেও অসীম জগতের বাবা বলেন - সব বাচ্চা সুপুত্র নয়। এটা তো তোমরাও জানো। এখন হল রাবণ রাজ্য। এটা কোনও বিদ্বান, পণ্ডিত প্রমুখেরা জানে না। যখন কেউ আসে তখন তাকে প্রথমে এটা জিজ্ঞেস করতে হবে যে তুমি কী চাও? কেউ আবার শান্তি চায়, এইজন্য গুরু খুঁজতে থাকে। সত্যযুগে তো কেউ গুরু ইত্যাদির খোঁজ করে না কেননা সেখানে কেউ দুঃখী থাকে না। সেখানে অপ্রাপ্ত কোনও বস্তু থাকেনা। এখানে তো কোনও না কোনও বস্তুর লালসা রেখে গুরুর কাছে যায়। কারো মুখ থেকে যদি শোনে যে এই গুরুর কাছে গিয়ে তার মনোকামনা পূর্ণ হয়েছে তাহলে সেও সেই গুরুর কাছে যাবে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে তাই তাদের মহিমা হয়ে থাকে। অনেক শিষ্য হয়ে যায়। বিবেকও বলে, যে পবিত্র থাকে, বাবাকে অবশ্যই তার মহিমা করতে হয়। তোমরা পবিত্র থাকো, তাই তোমাদের কতোইনা মহিমা হয়। তোমাদের দ্বারা সাধারণ মানুষের ২১ জন্মের জন্য কল্যাণ হয়ে যায়। ২১ জন্মের জন্য সকল মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যায়। এটাও তোমরা জানো, দুনিয়াতে এটাও কেউ জানে না যে পরমাত্মা কবে আসেন, জগদম্বা কে, যার দ্বারা আমাদের সকল মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যায়। এখন সবাই ঘোর অন্ধকারে আছে। যেমন রাজা-রানী তেমন প্রজা... প্রথম কম অন্ধকার হয়, তারপর ঘোর অন্ধকার হয়ে যায়। মায়ার রাজ্যকে ঘোর অন্ধকার বলা হয়। বাবা বলেন যে ভারতের সবথেকে বড় শত্রু হল মায়া রূপী ৫ বিকার। তোমরা জানো যে এই মায়া রাবণ সীতাদেরকে হরণ করেছিল অর্থাৎ নিজের কারাগারে বন্দি করে রেখেছিল। বাবা আসেনই এই সবথেকে বড় শত্রুর কারাগার থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে। এটাও কারোর জানা নেই যে ভারত, যা একসময় ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ ছিলো, তাকে এতো কাঙ্গাল কে বানিয়েছে? এই রাবণই হল সবথেকে বড় শত্রু। এর প্রবেশের কারণেই ভারতের এই অবস্থা হয়ে গেছে। বলা হয়, যে তোমার মধ্যে ক্রোধের ভূত আছে। কিন্তু মানুষ এটা বুঝতে পারেনা যে ৫ বিকারকে ভূত বলা হয়। এই ভূত অর্থাৎ রাবণই হল সবথেকে বড় শত্রু। এমন নয় যে মুসলমান বা খ্রীষ্টানরা ভারতকে কাঙ্গাল বানিয়েছে। না, সকলের সুখ সম্পত্তির দেউলিয়া এই রাবণই করেছে। এই কথা কেউ জানে না। এখন সন্ন্যাস ধর্মের ১৫০০ হাজার বছর হয়েছে। তাদের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি হতে হতে এখন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে গেছে। তোমাদের তো হল সতোপ্রধান নতুন বৃক্ষ।

তোমরা এখন রাবণের সাথে যুদ্ধ করছো। তারা আবার হিংসক যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে। বাবা বলছেন তোমরা এই ৫ বিকার রূপী রাবণের থেকে জয়ী হলে জগৎজীৎ হবে। অন্যান্য সকল ধর্মের আত্মাদেরকে ফিরে যেতে হবে কেননা সত্যযুগে তো হবেই এক ধর্ম, এক রাজ্য। সেটাও যারা কল্প পূর্বে নিয়েছিল, যারা সূর্যবংশী হয়েছিল তারাই সতোপ্রধান নশ্বর ওয়ান রাজ্য করবে। সত্যযুগে ছিল একটাই ধর্ম। পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন তো অনেক বৃদ্ধি হয়ে গেছে। যেরকম অন্য ধর্ম গুলিতেও অনেক রকমের বৃদ্ধি হয়ে গেছে। সেইরকম এই ধর্মেও ব্রহ্ম সমাজী, আর্য সমাজী, সন্ন্যাসী ইত্যাদি কতো কি আছে, আশ্চর্যের বিষয়। আছে তো সবাই ভারতবাসী, এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের তাই না। সিজরা তো উপর থেকে সেটাই চলে আসছে তাই না। ভারত খন্ড হলো সত্য খন্ড, যেখানে বাবা এসে দেবী-দেবতা ধর্মে ট্রান্সফার করেন। এটা তোমরা জানো। প্রথমে সাতদিনের ভাঙিতে রেখে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাতে হয়। সন্ন্যাসীদের তো বৈরাগ্য আসে, তাই তারা জঙ্গলে চলে যায়। তাদের রাস্তা আলাদা। ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তাদের কোনও কষ্ট নেই। তবে হ্যাঁ, মনের মধ্যে সংকল্প আসবে। কাম বিকার থেকে তো মুক্ত হয়েই যায়। এছাড়া ক্রোধ আসে, তাদের মধ্যেও তো নশ্বরের ক্রমানুসারে থাকে তাই না। কেউ উত্তম, কেউ মধ্যম, কেউ কনিষ্ঠ, কেউ তো একদম ডাটিও (নোংরা) হয়। সত্যযুগে যদিও সবাই সুখী হয় কিন্তু নশ্বরের ক্রমানুসারেই পদ প্রাপ্ত হয় তাই না। সূর্যবংশী রাজা রাণী প্রজা, চন্দ্রবংশী রাজা রাণী প্রজা... উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ তো থাকেই তাই না। তো বাবা সমস্ত রহস্য বসে বোঝাচ্ছেন। এই মার্গে যাত্রা করা অতি দুর্গম, সন্ন্যাস মার্গ এতেটা দুর্গম নয়। তাদের ক্ষেত্রে তো বৈরাগ্য এলো, সন্ন্যাস নিলো, ব্যস্ সব শেষ। কেউ-কেউ ফেলও হয়ে যায়। আর বাকি যারা পাক্সা হয়ে যায়, তাদের পুনরায় ঘর গৃহস্থে ফিরে আসা মুশকিল হয়ে যায়। এখানে তো ঘর-গৃহস্থ থেকে পবিত্র থাকতে হবে। বাবা বোঝান যে - বাহাদুর তো হলো তারা, যারা (যুগল) একসাথে থাকলেও মাঝে জ্ঞান যোগের তলোয়ার থাকে। এইরকম একটা কাহিনীও আছে যে সে বললো ঘড়া যদি মাথার উপর রাখাও কিন্তু তোমার অঙ্গের সাথে আমার অঙ্গ স্পর্শ না হয় অর্থাৎ বিকারের ভাবনা যেন না থাকে। তারা এটাকে শরীর মনে করে নিয়েছে। বিষয়টি হল বিকারের অর্থাৎ নগ্ন না হওয়ার। কাম অগ্নিতে জ্বলবে না। আমাদের গন্তব্য অনেক শ্রেষ্ঠ আর প্রাপ্তিও অনেক বেশী। সন্ন্যাসীরা পবিত্র হলে তাদেরও কতোকিছু প্রাপ্তি হয়। বড় বর মহামন্ডলেশ্বর হয়ে বসে যায়, মহলে থাকে। অনেক মানুষ গিয়ে তাদের কাছে টাকা পয়সা দান করে। চরণ ধোওয়া জল পান করে। তাদের অনেক মহিমা করে। কিন্তু নশ্বর ওয়ান মহিমা হল ঈশ্বরের। তিনিই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। সেখানে মায়ার নাম নিশান থাকে না। সন্ন্যাসীরা এটা বোঝে না যা মায়া হল ৫ বিকার, তারা কেবল পবিত্র থাকে। ড্রামাতে তাদের এইরকমই পার্ট থাকে। তাদের হলই হঠযোগ সন্ন্যাস। তোমাদের হল রাজযোগ সন্ন্যাস। তারা রাজযোগ তো শেখাতে পারে না। সেখানে হল শংকরাচার্য আর এখানে হল শিবাচার্য। তোমরাও পরিচয় দাও যে আমাদেরকে ভগবান এসে পড়ান। তিনি তো অবশ্যই স্বর্গের মালিকই বানাবেন। নরকের মালিক তো বানাবেন না। তিনি হলেনই স্বর্গের রচয়িতা। তো গৃহস্থ থেকেও পবিত্র থাকা - এতেই পরিশ্রম আছে। কন্যাদের তো অবিবাহিত রেখে গৃহস্থে থাকতে দেয় না। আগে বিকারের জন্য বিবাহ করতো। এখন বিকারী বিবাহ ক্যান্সেল করে জ্ঞান চিতাতে বসে পবিত্র জোড়ী হয়ে থাকে। তো নিজেদেরকে চেক করতে হবে যে, আমাকে মায়া কখনও কোথাও পরিচালনা তো করে না? মনের মধ্যে তুফান তো আসে না? যদি মনের মধ্যে সংকল্প আসেও কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনও বিকর্ম করবে না। ভাই-বোন মনে করলে, জ্ঞান চিতার উপরে থাকলে কামাগ্নি লাগবে না। যদি কামরূপী আগুন লেগে যায়, তাহলে অধোগতি হয়ে যাবে। এমনি তে তো সমগ্র দুনিয়াতে সকলেই হল ভাই-বোন। কিন্তু যখন বাবা আসেন তখন আমরা তাঁর সন্তান হই। এখন তোমরা প্র্যাক্টিক্যাল হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, তোমাদের স্মরণীকও এখানে আছে। অধর কুমারীদের মন্দিরও আছে তাই না। যারা কাম চিতা থেকে উঠে জ্ঞান চিতাতে বসে - তাদেরকে অধর কুমারী বলা হয়। তোমরা সন্ন্যাসীদেরকেও বোঝাতে পারো। এছাড়া কোনও অবুঝের সাথে ফালতু সময় নষ্ট করবে না। পাত্র যদি জিজ্ঞাসু হয়, তাহলে সে নিজে থেকেই এসে প্রেমপূর্বক বুঝবে। কেউ কেউ আবার হাড়ি মজা করার জন্যও আসে, এইজন্য নাড়ি দেখে এইরকম ঔষধ দিতে হবে। বাবা বলেছেন - পাত্র বুঝে দান করো।

আজকাল দুনিয়া অনেক খারাপ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীরা তো গেরুয়া বস্ত্র পরে নেয় আর জঙ্গলে গিয়ে একা থাকে। কিছু না কিছু পেয়ে যায়। খেয়ে দেয় বেশ আনন্দেই থাকে। আজকাল তাদের খুব প্রভাব আছে তাই না। তোমাদের মধ্যেও যারা খুব ভালো সার্ভিস করে তো তাদের মহিমার সাথে সাথে অন্যদেরও মহিমা হয়ে যায়। যে বাচ্চা ভালো সেবা করে তো সবাই বলবে এর মা বাবাও এইরকমই হবেন। পরিশ্রম অবশ্যই করতে হবে। সন্ন্যাসীদের তো ঘরে বসেই বৈরাগ্য এসে যায় তো হরিদ্বার চলে যায়। সেখানে গিয়ে কোনও গুরু করে নেয়। এখানকার রীতিনীতি-ই হল আলাদা। এখানকার রীতিনীতির বিষয়ে কোথাও বর্ণনা করা নেই। গীতাকেই মিথ্যা বানিয়ে দিয়েছে। এই প্রথম কথাটি যদি উন্মোচিত হয়ে যায় তাহলে তোমরা সকল বি. কে. রা অত্যন্ত সুপরিচিত হয়ে উঠবে। সবাই তোমাদের কাছে সমর্পণ করতে ছুটে আসবে।

প্রভাব তো বের হবেই তাই না। এখন তো তারা তোমাদের সাথে তর্ক বিতর্ক করে। প্রথমে তো ঘরের আপনজনই শত্রু হয়ে যায়। এই বাবারও অনেক শত্রু হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্যও বলে থাকে যে - ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। কতোইনা কলঙ্কিত করেছে। এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত আছে। ড্রামা অনুসারে অটোমেটিক প্রভাব বের হতে থাকবে। তারপর ভক্তরা এসে ভীড় করবে। কিন্তু তখন ভীড়ের মধ্যে সেবা করা সম্ভব হবে না। সন্ন্যাসীদের সামনে ভীড় হলে তারা খুশী হয়। এখানে তোমরা জানো যে কোটির মধ্যে একজন বেরিয়ে আসবে। সন্ন্যাসীরা এটাই চিন্তা করে যে এদের মধ্যে এমন কেউ একজন বেরিয়ে আসবে যে অনেক টাকা দেবে। আর তোমাদের মনে এই চিন্তা চলে যে এমন কেউ বেরিয়ে আসবে যে বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে। তাহলে কতোইনা পার্থক্য আছে। তোমরা যখন ভাষণ করবে তখন যারা এই কুলেরই ছিল কিন্তু বর্তমানে অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা বেরিয়ে আসবে। কেউ আর্য সমাজ থেকে, কেউ অন্য কোথা থেকে বেরিয়ে আসবে। তো যখন সেই ধর্মের লোকেরা জানতে পারবে যে, এ আমাদের ধর্মের ছিল, এখন ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের কাছে চলে গেছে তখন তাদের লজ্জায় নাক কাটা যাবে। এক্ষেত্রে বোঝানোর জন্য অনেক যুক্তি চাই। প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। অনেকে আবার লিখেও দেয়। শিববাবা পড়াচ্ছেন কিন্তু তাতে খুশী হবে না। একদমই নিশ্চয় নেই। কিছু বাচ্চা আবার পত্রও লেখে। কিন্তু বাবা লিখে দেন যে - তোমাদের মধ্যে একদমই নিশ্চয় নেই। নিশ্চিত হবে - অতি প্রিয় মিঠা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে তো এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট করবে না। বিবেক বলে যে গরীবরা অতিশীঘ্র বাবার হয়ে যাবে। ধনবান কোনও ব্যতিক্রমীই বেরিয়ে আসবে। সাধারণ কিছু সংখ্যক বেরিয়ে আসবে। কেউ এলে তাকে বোলো এটা হল রাজযোগের পার্শালা। যেরকম ডাক্তারী যোগ (ডাক্তারী পড়া) সেইরকমই এটা হল রাজযোগ, যার দ্বারা রাজাদেরও রাজা হতে পারবে। আমাদের এইম্ অবজেক্ট হলই মানুষ থেকে দেবতা হওয়া। আচ্ছা।

বাপদাদার মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি নম্রের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। বাবার হৃদয়ে সেই বসবে যে পুরুষার্থ করে অন্যদেরকেও নিজের সমান বানাবে। এছাড়া বাবা সবাইকে ভালো তো বাসবেনই। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনও বিকর্ম করবে না। জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা মনের তুফানের থেকে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে।

২) এমন সেবা করতে হবে যাতে মা-বাবার নাম উজ্জ্বল হবে। সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে।

বরদানঃ:- নিজের অনাদি স্বরূপে স্থিত থেকে সকল সমস্যার সমাধানকারী একান্তবাসী ভব আত্মার স্বধর্ম, সুকর্ম, স্ব স্বরূপ আর স্বদেশ হল শান্ত। সপ্তমযুগের বিশেষ শক্তি হল সাইলেন্সের শক্তি। তোমাদের অনাদি লক্ষণ হল শান্ত স্বরূপ হয়ে থাকা আর শান্তি প্রদান করা। এই সাইলেন্সের শক্তিতে বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান সমাধিত হয়ে আছে। শান্ত স্বরূপ আত্মা একান্তবাসী হওয়ার কারণে সদা একাগ্র থাকে আর একাগ্রতার দ্বারা পরখ করা বা নির্ণয় করার শক্তি প্রাপ্ত হয় যেটা হলো ব্যবহার বা পরমার্থ দুটোরই সকল সমস্যার সহজ সমাধান।

স্লোগানঃ:- নিজের দৃষ্টি, বৃত্তি আর স্মৃতির শক্তির দ্বারা শান্তির অনুভব করানোই হল মহাদানী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ঘরে বসে ভগবান বাবাকে পেয়েছো তাই তোমাদের অপার খুশিতে থাকতে হবে, বিকারের বশীভূত হয়ে খুশিকে দমন করে দেবে না"

- *প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কাদের লাকি (ভাগ্যবান) বলবে আর আনলাকি (হতভাগ্য) কাদের বলবে?
- *উত্তরঃ - লাকি তারাই যারা অনেককে নিজ সমান বানানোর সেবা ক'রে, সকলকে সুখ প্রদান করে আর আনলাকি হল তারা যারা কেবল ঘুমায় আর খায়। একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে। পুরুষার্থে কমতি হওয়ার কারণেই আনলাকি হয়ে যায়।
- *প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের তৃতীয় নেত্রের অপারেশন সাকসেসফুল হয়, তাদের লক্ষণ কি হবে?
- *উত্তরঃ - তাদের মায়ার তুফানে মুহূর্মুহু পতন হবে না, ঠোঁকর খাবে না। তাদের দৈবী চলন হবে। ধারণা ভালো হবে।
- *গীতঃ- ছেড়ে দাও ওই আকাশ সিংহাসন.....

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ অথবা এ'রকমও বলতে পারো যে গীতার ভগবান শিব ভগবানুবাচ। গীতার নাম নেওয়া হয় কারণ গীতাকেই খন্ডন করে দেওয়া হয়েছে। সবটাই নির্ভর করে এর উপরেই যে গীতা, শ্রীকৃষ্ণ (যে হলো) সাকার দেবতার দ্বারা গায়ন করা হয়নি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাজযোগ শেখাননি বা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়নি। শ্রীকৃষ্ণকে নিরাকার ভগবান তো বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের চিত্র হলই সম্পূর্ণ পৃথক। নিরাকারের রূপ হল পৃথক, উঁনি হলেন পরম আত্মা। ওঁনার কোনো শরীর নেই। আহ্বান করা হয় হে ভগবান রূপ বদল করে এসো। উঁনি তো কোনো জন্তু-জানোয়ারের রূপ ধারণ করবেন না। মানুষ তো জন্তু জানোয়ারেরও রূপ দিয়েছে। কচ্ছ অবতার, মৎস অবতার, বরাহ অবতার.... কিন্তু তিনি স্বয়ং বলেন যে আমি এই রূপ ধারণই করি না। আমাকে তো নতুন সৃষ্টি রচনা করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে তো সৃষ্টি রচনা করতে হয় না। ব্রাহ্মণ কুলকে রচনা করেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তো অনেক পার্থক্য আছে। ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের রচনা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে দেবতাদের রচনা হয়েছে - এমনটা তো কোথাও লেখা নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে দুনিয়াতে এমন কেউই নেই যার বুদ্ধিতে এটা আছে যে নিরাকার পরমাত্মা সাকারে এসে আত্মাদের জ্ঞান প্রদান করেন। জ্ঞান প্রাপ্তকারী আত্মাও যদি থাকে তাহলে প্রদানকারী আত্মাও আছে। এখন অর্ধকল্প থেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে মাতা-পিতা, গুরু গোসাই ইত্যাদি সকল দেহধারী একে অপরকে কিছু না কিছু মত প্রদান করতে থাকে। এখন এই সময় ত্রিমের মাতাশচ পিতা.... এর উপরেই বোঝানো হয়। এই মহিমা এক এরই গায়ন করা হয়। বাবা বলেন তোমাদের যে লৌকিক মা-বাবা, বন্ধু, গুরু গোসাই আছে, এদের সকলের মত পরিত্যাগ করো। আমি এসে তোমাদের বাপ টিচার গুরু বন্ধু ইত্যাদি হই। আমার মতেই সকলের মত সমাযিত হয়ে আছে সেইজন্য আমার এই একের মতের আধারেই চলা ভালো। পরমপিতা পরমাত্মা নিশ্চয় এখনই মত প্রদান করবেন তাই না। এই পরম আত্মা তোমাদের আত্মাদের মত প্রদান করে আর ওই সকল মানুষ মত প্রদান করে থাকে। বাস্তবে তো ওইসব আত্মারাও অরগ্যান্স দ্বারা মত প্রদান করে কিন্তু মনুষ্য নাম রূপে ফেঁসে আছে তাই তো এই রহস্যকে জানে না। যেমন বলে যে বৌদ্ধ নির্বাণের ওপারে গেছেন। এখন বুদ্ধ তো হয়ে গেলো শরীরের নাম। ঐ শরীর তো কোথাও যায় না অথবা বলবে অমুক বৈকুণ্ঠে গেছে, ওরা তো শরীরের নাম নেবে। এ'রকম বলবে না যে তার শরীর পরিত্যাগ ক'রে তার আত্মা গেছে। এভাবে কেউই যায় না। তোমরা জানো যে আত্মাকেই স্বর্গে যেতে হয়। কোনো আত্মাই স্বর্গ থেকে এখানে আসে না, সকলে আসে পরমধাম থেকে। এই নলেজ বাচ্চারা তোমাদেরই বুদ্ধিতে আছে। তোমরা জানো যে এই সৃষ্টিতে প্রথমে দেবী দেবতাদের আত্মারা ছিলেন, যারা সত্যযুগে পাট প্লে করেছেন। তোমাদের বুদ্ধিতে আত্মা আর পরমাত্মার সম্পূর্ণ পরিচয় আছে। যদিও তোমরা মুহূর্মুহু ভুলে যাও, দেহ অভিমানে এসে যাও, সম্পূর্ণভাবে কারোর দ্বারাই মেহনত হয় না। মায়া হল এমনই যে পুরুষার্থ করতে দেয় না। নিজে যদি অলস হয় তাহলে মায়া আরও অলস বানিয়ে দেয়। বিশ্বের মালিক স্বয়ং বসে পড়ান, যার মধ্যে মাতা-পিতা, বন্ধু সখা, গুরু ইত্যাদি সকল সম্বন্ধের শক্তি এসে যায়। এই মহিমা হল এক নিরাকার পরমাত্মার, কিন্তু মানুষ বোঝে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি সকলের সামনে গিয়ে মহিমা গায়ন করতে থাকে।

তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তিত করে এসেছি। এখন এটি হল অন্তিম জন্ম। এটা মুহূর্মুহু বুদ্ধিতে স্মরণ থাকা উচিত। এই নলেজ হল বড়ই খুশীর। এই অসীম জগতের পিতা স্বয়ং তোমরা বাচ্চারা ব্যতীত আর কারোর সাথেই সাফা করে না। বিবেকও বলে যে পরমপিতা পরমাত্মার যারা বাচ্চা হয় তাদের খুশীর সীমা থাকা উচিত

না। কিন্তু লোভ, মোহ ইত্যাদি বিকার এসে যাওয়ায় খুশীকে দমিত করে দেয়। এই বিকারগুলিই সমগ্র দুনিয়ার খুশীকে দমিত করে দিয়েছে। তোমরা তো ঘরে বসে বাবার সাথে সাক্ষাৎ করছো। ভারতেই এসেছে। ভারতবাসীদের তো ভারতই হল ঘর তাই না। কিন্তু আসবে তো হবে অবশ্যই একটা ঘরেই। এমন তো নয় যে ঘরে ঘরে আসবে। তাহলে তো সর্বব্যাপী হয়ে গেল। উঁনি আসলে তো অবশ্যই এসে পতিতদের পবিত্র বানাবেন। দুনিয়া তো মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ আসবেন। কিন্তু তোমরা তো জানো পরমপিতা পরমাত্মা এসেছেন, যিনি হলেন পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর, ওঁনার নাম বাস্তবে হল রুদ্র। এটা হল সবথেকে বড় ভুল। যখন বুঝবে যে এই অসীম জগতের পিতা সমগ্র সৃষ্টির হলেন রচয়িতা তখন খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী হয়ে যাবে। এমন বাবার থেকে তো অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। শ্রীকৃষ্ণের থেকে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। এই বিষয়েও কারোর বুদ্ধি চলে না। সমগ্র দুনিয়াই তো হল শূদ্র সম্প্রদায়ের। ব্রাহ্মণরাও হল কেবল নামমাত্র। তোমরা ব্রাহ্মণরা যখন বিচার সাগর মন্ডন করো তখন অন্যদেরও পরিচয় দিতে পারো। শ্রীকৃষ্ণকে তো সকলেই জানে। কেউ কেউ বলে স্বর্গ কেবল রাধা কৃষ্ণের, কেউ আবার দ্রাপরে সংযুক্ত করে দিয়েছে, এটাই হতভম্ব করে দেয়। ঈশ্বর তো হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমাদের ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়েই জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়। আসুরী সম্প্রদায়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হবে কোথা থেকে? যদিও গায়ন করে পতিত-পাবন... কিন্তু নিজেকে পতিত মনে করে না। স্বর্গকে তো একদমই জানে না। কেবল নামমাত্র বলে, এটাও জানে না যে দেবতারা হলেন স্বর্গবাসী। তোমরা যখন বোঝাও তখন চোখ খুলে যায়। মায়া চোখও বন্ধ করে দিয়েছে। প্রাচীন ভারত স্বর্গ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল এটাও জানে না। আমরাও এটা মানতাম না। এটা তো বুঝতে পারবে যে অন্য ধর্ম গুলি পরবর্তীকালে এসেছে। দেবতাদের সময় এই ধর্ম ছিল না। তাহলে অবশ্যই ওখানে সুখই সুখ থাকবে। বাবা বাচ্চাদের রচনা করেনই সুখের জন্য। এমন নয় সুখ দুঃখ উভয়ই প্রদান করেন। লৌকিক বাবাও বাচ্চা চায় তাদের ধন সম্পত্তি প্রদান করার জন্য, না দুঃখ প্রদানের জন্য। এটা তো এখন আমরা বোঝাই যে দ্রাপর থেকে লৌকিক বাবাও দুঃখই দিয়ে থাকে। সত্যযুগ ত্রেতাতে তো দুঃখ দেয় না। এখানে মা-বাবা ভালো তো বাসে অনেকই, কিন্তু তাদের আবার কাম কাটারির দিকে ঠেলে দেয়। তাই দুঃখ আরম্ভ হয়ে যায়। সত্যযুগে তো এ'রকম হয় না। ওখানে তো দুঃখের কোনো বিষয়ই নেই। এটা বাবা বসে বোঝান। তোমাদের মধ্যেও সংখ্যার ক্রমানুসারে বোঝে। তোমাদের এই জ্ঞান যোগের দ্বারা অপারেশন হচ্ছে। কিন্তু কারোর সাকসেসফুল হয়, কারোর হয় না। যেমন যখন চোখের অপারেশন করায় তখন কারোর ঠিক হয়ে যায়, কারোর অল্প-বিস্তর খারাপ থেকে যায়, কারোর চোখ একদমই খারাপ হয়ে যায়। তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হচ্ছে। যখন বুদ্ধি রূপী নেত্র খুলে যায় তখন ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে থাকে। কারোর সম্পূর্ণভাবে খোলে না, ধারণা হয় না, দৈবী চলনও থাকে না। মায়ার তুফানে মুহূর্মহু হোঁচট খেতে থাকে। একদিকে আছে ২১ জন্মের সুখ প্রদানকারী ওস্তাদ আর অন্যদিকে আছে দুঃখ প্রদানকারী রাবণ। তাকেও ওস্তাদ বলা হয়। বাবা তো বলেন যে আমি তো কাউকে দুঃখ দিই না। আমি তো হলাম সুখ প্রদানকারী সবচেয়ে নামী। সত্যযুগ ত্রেতাতে সকলেই হল সুখী, সুখ প্রদানকারী হলেন অন্য কেউ। এটাও কেউই জানে না যে রাবণ রাজ্য কখন শুরু হয়। অর্ধ-কল্প হল রামরাজ্য, অর্ধকল্প হল রাবণরাজ্য। এটা হল রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্যের কাহিনী। কিন্তু এটাও কারোর কারোর বুদ্ধিতে অতি কষ্টেই বসে। কেউ তো আবার একদমই জরাজীর্ণ অবস্থাতে থাকে, যারা কিছুই বোঝে না। যত মানুষ পড়াশোনা করতে থাকে ততই ম্যানার্স তৈরী হতে থাকে, উৎকর্ষ বাড়তে থাকে। আর আমাদের হল গুপ্ত দীপ্তি। আন্তরিক নারায়ণী নেশা উর্ধ্বমুখী হলে বর্ণনাও করবে, আর বোঝাবেও। এই পঠন-পাঠন তো রাজাদের রাজা বানায়। কংগ্রেসরা তো রাজাদের নাম শুনলেই বিরক্তি বোধ করতো কারণ পরবর্তীকালে রাজারা আরামপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এটা ভুলে গিয়েছিল আদি সনাতন দেবী দেবতারা রাজা রানী ছিল। এখন তোমরা আবার বাবার থেকে শক্তি প্রাপ্ত করে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করছো। এই সত্য নারায়ণের কথা তো তাই এতো প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিদ্বান, আচার্যরাও জানে না। গীতার কত আড়ম্বর বানিয়েছে। লক্ষ লক্ষ জন শোনে, কিন্তু বোঝে না কিছুই। এখন এই বেচারাদের কারা সজাগ করবে। এটা তো হলো বাচ্চারা তোমাদের কাজ। কিন্তু অল্প বিস্তর বাচ্চারাই আছে যারা অন্যদের সজাগ করতে পারে, যারা যত নিজে সম বানাবে তারা ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। বাবা বলেন যেটা অতিবাহিত হয়ে গেছে অতীত হিসাবেই দেখো। ড্রামাতে এ'রকমই ছিল। পরবর্তী সময়ের জন্য পুরুষার্থ করো। নিজের চার্ট দেখো - এত দিন ধরে কি ধারণ করেছো? কেউ ২৫ - ৩০ বছর আছে। কেউ ১মাস, কেউ ৭ দিনের বাচ্চা। কিন্তু ১৫ - ২০ বছরের থেকেও গ্যালপ (দ্রুত লাফিয়ে ছুটে) করে চলেছে। আশ্চর্যের বিষয় তাই না। হয় বলবে মায়া প্রবল নাহলে ড্রামার উপরে চাপিয়ে দেবে। কিন্তু ড্রামার উপরে চাপিয়ে দিলে পুরুষার্থ স্তিমিত হয়ে যায়। মনে করে আমার ভাগ্যে নেই।

তোমরা হলে লাকী স্টার্স। তোমাদের তুলনা আকাশের স্টারের সাথে করা হয়। তোমরা হলে এই সৃষ্টির নক্ষত্র। আকাশের নক্ষত্র তো আলো দেয়, তোমরা তো মানুষকে জাগানোর সেবা করে থাকো। দুঃখীদের সুখী বানিয়ে থাকো। মানুষ আকাশের নক্ষত্রকে দেবতা বলে থাকে, সত্যিকারের দেবতা তো তোমরা হয়ে যাও। ওই নক্ষত্র গুলিকে দেবতা বলে, কারণ

সেগুলো উপরে থাকে। কিন্তু দেবতারা উপরে থাকে না। থাকে তো এই সৃষ্টিতেই, যদিও অবশ্য মানবের থেকে উপরেই। দেবতারা সকলকে সুখ দেয়, যারা একজন আরেকজনকে দুঃখ দেয় তাদেরকে কখনো কি লাকি স্টার বলবে? লাকি আর আনলাকি হলো এই সময়ই। যারা অন্যকে নিজ সম বানায় তাদেরকে লাকি বলা হয়। যাকে কেবল খায় আর ঘুমায় তাদেরকে আনলাকি বলা হবে। স্কুলে এই রকমই হয়। এটাও হহো পড়াশোনা। বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হয়। রাধা-কৃষ্ণকে ১৬ কলা লাকি বলা হবে। রাম-সীতার দুই কলা কম হয়ে যায়। সবথেকে নম্বর ওয়ান লাকি হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। তারাও এই পড়াশোনার দ্বারাই এই রকম হয়েছে। পুরুষার্থ কম করলে আনলাকি হয়ে যায়। তোমাদেরকে তো স্বয়ং বাবা পড়ান। তোমরা স্টুডেন্টরাই হলে গোপ-গোপী। বাস্তবে এই শব্দ সত্যযুগ থেকে এসেছে। সেখানে প্রিন্স প্রিন্সেস খেলাধুলা করে তাই প্রিয় নাম গোপ গোপী রাখা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাদেরকে দেখায়। বড় হয়ে গেলে তখন আর গোপ গোপী বলা হয় না। তারা সকলে তো প্রিন্স। কোনো দাস দাসী বা বাইরের গ্রামবাসীর সাথে তো খেলবে না। মহলের বাইরের লোকেরা প্রবেশ করতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ বাইরে যমুনা ইত্যাদিতে যায় না। নিজেদের মহলের ভিতরেই খেলাধুলা করে। ভাগবতে তো অনেক ফালতু কথা লিখে দিয়েছে যে, মাটির কলসী ভেঙে দিয়েছে.... এই সব কিছুই হয়নি। সেখানে তো সবকিছু অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ভাবে চলে। তাই বাবা কতো বোঝান, বলেন শ্রীমৎ অনুসারে চলোষ বলেন মামেকম স্মরণ করো। এই বাবা এসে না পড়ালে আমরা কি এ'সব পড়তে পারতাম? না। ইনি হলেন মোস্ট লাভলী বাবা। সবথেকে ভালো মত ইনি দেন - মন্বনাভব। আমাকে স্মরণ করো, স্বর্গকে স্মরণ করো, চক্রকে স্মরণ করো। এতেই সমগ্র জ্ঞান এসে যায়। তারা তো কেবল বিষ্ণুর হাতে স্বদর্শন চক্র দেখায়, কিন্তু এর অর্থ তাদের জানা নেই। আমরা এখন জানি যে, শঙ্খ হলো জ্ঞানের, যা নিরাকার বাবা দেন। বিষ্ণু দিতে পারে নাকি? আর দেন মানুষকে। যারা তারপর দেবতা বা বিষ্ণু হয়। কত মিষ্টি মধুর এই জ্ঞান। তাহলে কতখানি আনন্দের সাথে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন। কিন্তু বাচ্চারা স্বদর্শন চক্র খুব কমজনই চালায়। কেউ কেউ তো একেবারেই ঘোরায় না। বাবা তো রোজ বলেন স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চারা... এও আশীর্বাদ রূপে প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা - মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মাদের পিতার নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) এক বাবার মত এ বাবা, টিচার, গুরু, বন্ধু প্রমুখ সবার মত মিশে রয়েছে। সেইজন্য তাঁর মত অনুসারেই চলতে হবে। মানুষের মত এ নয়।

২) যা ঘটে গেছে তা অতীত করে দিয়ে পুরুষার্থে গ্যালপ (লাফিয়ে ছোটো) করতে হবে। ড্রামা বলে দিয়ে নিস্বেজ হয়ে যেও না। নিজ সম বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদান:- শান্তির শক্তির দ্বারা সকলকে আকর্ষণকারী মাস্টার শান্তি দেব ভব
বাণীর দ্বারা সেবা করতে যেমন তোমরা শিখে গেছো, সেই রকমই এখন শান্তির তীর চালাও। এই শান্তির শক্তির দ্বারা বালিয়ারীতেও শ্যামল করতে পারো। যত কঠিন পাহাড়ই হোক না কেন, তার থেকেও জল বের করতে পারো। এই শান্তির মহান শক্তিকে সংকল্প, উচ্চারিত শব্দ আর কর্মে প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে এসো, তাহলেই মাস্টার শান্তি দেব হয়ে যাবে। তখন শান্তির কিরণ বিশ্বের সকল আত্মাদেরকে শান্তির অনুভূতির দিকে আকৃষ্ট করবে আর তোমরা শান্তির চুম্বক হয়ে যাবে।

স্লোগান:- আত্ম-অভিমাত্রী স্থিতির ব্রত ধারণ করে নাও, তবে বৃত্তি গুলিও পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতে হবে, মতভেদে আসবে না, যে কোনো রকমের খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে, কাউকে দুঃখ দেবে না”

*প্রশ্নঃ - জন্ম-জন্মান্তরের জন্য উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য কোন্ একটি দয়া নিজের উপরে অবশ্যই করতে হবে?

*উত্তরঃ - নিজের ভিতরে পরীক্ষা করে য'সব খারাপ অভ্যাস আছে, ক্রোধ ইত্যাদি বিকার আছে সেসব দূর করে দিতে হবে, ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতে হবে। সেই এক এর শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে হবে, মতভেদে আসবে না, কোনও ইভিল কথা শুনবে না, শোনাতেও না - নিজের উপরে এইটুকু দয়া করতে হবে। এর দ্বারাই জন্ম-জন্মান্তরের জন্য উঁচু পদ প্রাপ্ত হয়। যে নিজের উপরে দয়া করে না সে ২১ জন্মের সুখে সীমারেখা টেনে দেয়।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়.....

ওম্ শান্তি । শিববাবার মহিমা বাচ্চারা শুনেছে। এই মহিমা কে করে এবং কে জানে? শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ অর্থাৎ নতুন মনুষ্য সৃষ্টির সম্প্রদায় যাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা আপন করেছেন বা জন্ম দিয়েছেন তারা ই জানে। কারণ সর্ব প্রথমে এই সৃষ্টিতে তারা ব্রহ্মার দ্বারা জন্ম নেয়। যেমন তোমরা সর্ব প্রথমে জন্ম গ্রহণ করেছো পরমপিতা পরমাত্মার থেকে । তো পিতা হলেন সর্ব জনের সহায়ক, সমগ্র দুনিয়ার সহায়ক, সকলের দুঃখহরণকারী। মানুষ খুব দুঃখে আছে কারণ এখন হলো কলিযুগের অন্তিম সময়। তাই সকলের সহায়ক হন। তবুও শব্দ আছে না, আম আর খাশ (সাধারণ ও বিশেষ) । সুতরাং বিশেষ ভাবে ভারতের, তার মধ্যেও বিশেষ, যারা অনেক জন্মের অন্তিম কালে এসে মিলিত হয় অর্থাৎ যারা সর্ব প্রথমে সৃষ্টিতে আসে। তোমরা বাচ্চারা জানো উনি কীভাবে এসে সর্ব জনের সহযোগী হন। ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু ভগবানের পরিচয় জানেনা। যখন ভগবানকেই জানেনা তখন ভগবান যে নতুন ব্রাহ্মণ মুখ বংশাবলী রচনা করেন, তাদেরও জানেনা। পরম পিতা পরমাত্মা এসে সর্ব প্রথমে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রচনা করেন, এই কথা কেউ জানেনা। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম তো হয় সত্যযুগে। বাকি সঙ্গম যুগকে ভুলে গেছে কারণ গীতার ভগবানকেই দ্বাপরে নিয়ে গেছে। সত্য যুগের আদি এবং কলিযুগের অন্তের সঙ্গমের কথা তো কেউ জানেনা। না গীতার ভগবানকে জানে। গীতা তো হলো সর্ব শাস্ত্রের মাতা-পিতা। এমন নয় শুধুমাত্র ভারতের শাস্ত্র গুলির মাতা-পিতা। না। যে সব বড় বড় শাস্ত্র ইত্যাদি দুনিয়ায় আছে, সব শাস্ত্রের মাতা-পিতা। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে পুনরায় সহজ রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি যারই নাম গীতা রেখেছে। তাই আমাকেও বলতে হয় নতুন গীতা শোনাই। পুরানো গীতা তো খন্ডন করা হয়েছে। এই কথা তো স্বয়ং ভগবান বসে নিজ মুখ কমল দ্বারা শোনান। তোমাদের বুদ্ধিতে পরমপিতা পরমাত্মা শিবই স্মরণে আসেন। উনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, সকলের সহযোগী। শ্রীকৃষ্ণকে সকলের সহযোগী বলা হবে না। ভগবান হলেন সৃষ্টির রচয়িতা, একজনই। শ্রীকৃষ্ণ তো স্বয়ং হলেন রচনা। বাগানের ফার্স্ট ক্লাস পুষ্প। পরমপিতা পরমাত্মাকে বাগানের মালিকও (বাগবান) বলা হয়, কান্ডারীও বলা হয়। মানুষ তো বুঝতে পারে না কান্ডারী কীভাবে হন? অবশ্যই অসার সংসার থেকে নিয়ে যান তারপরে এখানেই নতুন দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন। এখানেই ফুলের বাগান তৈরি করেন। সব বাচ্চারা যারা ভক্ত রূপে আছে, আসলে তারা ভগবানের সন্তান ছিল, তাদেরকে মায়া দুঃখী বানিয়ে দিয়েছে। ভগবান তো হলেন একজনই। উনি সব ভক্তদের অবশ্যই সুখ প্রদান করেন। যখন কেউ কাউকে সুখ দেয় তখন তাকে স্মরণ করা হয়। স্ত্রী, স্বামীকে অথবা সন্তান বাবাকে অথবা বন্ধু বন্ধুকে স্মরণ করে। নিশ্চয়ই সুখ প্রদান করেছে সে। ভাইয়ের চেয়েও বন্ধু প্রিয় হয় কারণ সুখ দেয়। সুতরাং সুখ প্রদানকারীকেই স্মরণ করা হয়। এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টির মানুষ হল ভক্ত। মানুষেরই ৮৪ জন্মের গায়ন আছে। কুকুর বেড়ালের ৮৪ জন্ম বলে না। গায়নও করে যে, আত্মা পরমাত্মা দূরে থেকেছে বহু কাল.... এই সময় মিলন মেলা হয়। পরম পিতা পরমাত্মা সব বাচ্চাদের মাঝে এসে উপস্থিত হন। আসর বা জমায়ত তো হবেই তাইনা। এক হয় সুখের আসর, অন্যটি হয় দুঃখের আসর। সত্যযুগে হলো সুখের আসর। এখানে তো দুঃখেরই বলা হবে। কারো মৃত্যু হলেও দুঃখের আসর আয়োজিত হয়। কোনো বিখ্যাত মানুষ মারা গেলে শোক পালনের উদ্দেশ্যে পতাকা অর্ধ নমিত করে রাখা হয়। অর্থাৎ দুঃখের আসর, তাইনা। ভক্ত যখন খুব দুঃখে থাকে তখন ভগবানকে স্মরণ করে। কিন্তু তাঁর পরিচয় একেবারেই জানেনা। তারা বলেও থাকে উনি হলেন জন্মদাতা। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে জানবে তো? নাকি জানবে না? শেষে গেয়ে থাকে করে হে ভগবান তোমার লীলা অপরমঅপার। মহিমা গান করে। তোমরা জানো বাবা না থাকলে সৃষ্টি

চক্রের রহস্য কে বুঝিয়ে বলতেন, কে আমাদের চক্রবর্তী বানাতেন?

এখন সঙ্গমে তোমরা সদাকালের জন্য দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছো। সঙ্গম যুগ তো বিশাল নয়। আমাদের এ'হল নতুন জন্ম। এই ছোট যুগ হল - আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের পুরুষার্থের জন্য। খুব বড় পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সাবজেক্ট সব পরীক্ষার থেকেই পৃথক। পাঁচ বিকারের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। অনেক মানুষ বলে পবিত্র থাকা তো অসম্ভব কথা। গৃহস্থ থেকে মায়াকে জিতে নেওয়া খুবই কঠিন। তারা ভাবে এমন ওস্তাদ বা গুরু পাওয়া কঠিন। সন্ন্যাসীরাও ঘর সংসার পরিত্যাগ না করে পবিত্র থাকতে পারে না। অতএব বাবা এই মায়ার উপরে জয় লাভ করার যুক্তি বলে দেন। যেমন কল্প পূর্বেও শিখিয়েছিলেন। যখন বাবা শেখান তখন আমরা ভক্ত থেকে জ্ঞানী হই। একেই ভারতের প্রাচীন জ্ঞান ও যোগ বলা হয়। দুনিয়ায় কেউ জানেনা। বাবা বোঝান এই জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হয়ে যায় এবং দেবতা ধর্মও লুপ্ত হয়ে যায়। ড্রামাতে এইরকমই আছে। যখন লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়, সৃষ্টি দুঃখী হয় তখন ভগবান এসে পুনরায় স্থাপন করেন। একথাও কেউ জানেনা যে কলিযুগের আয়ু কবে শেষ হয়। তোমরাই বাবাকে এবং সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানো। দেখতে খুবই সাধারণ তোমরা - কুন্ডা-অহল্যা। কিন্তু নলেজ খুব উচ্চ। নিজের সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের চক্রের বিষয়ে তোমরা জানো। একটুও যদি কেউ স্মরণ করে সেও ভালো। কিন্তু যদি কেউ প্রশ্ন করে আর উত্তর না দিতে পারো তবে বলা উচিত আমরা এখন পড়ছি। আমাদের চেয়ে তীক্ষ্ণ যারা, তারা ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। নিজের অহংকার রাখা উচিত নয়। বলে দেওয়া উচিত, আমাদের সিনিয়র বোন খুবই তীক্ষ্ণ। অন্য সময়ে আসুন তখন উনি বুঝিয়ে দেবেন। যদি এমন কোনও প্রশ্ন ওঠে যার উত্তর সিনিয়র বোনও না দিতে পারে তখন বলা উচিত আমরা সবাই পড়ছি। অন্তিম সময় পর্যন্ত পড়তে থাকবো। গৃহ থেকে গৃহ্যতম নলেজ শুনতে থাকবো। এই পয়েন্টটি এখনও আমাদের বোঝানো হয়নি। এমন তো অবশ্যই, এতটা সময় যে পড়া করেছি তো নিশ্চয়ই এখনও কিছু গৃহ্য পয়েন্ট বাকি আছে, যা শুনতে থাকবো। স্কুলেও ধীরে ধীরে পড়ানো হয়। এমন নয় এক দিনেই সম্পূর্ণ নলেজ প্রাপ্ত হয়ে যায়। ঠিক সেই রকমভাবে এখানেও পঠন-পাঠনে, যোগ যুক্ত হওয়াতে, নিজ সম পরিণত করতে সময় লাগে। বাবা দিন-দিন সহজ করে বোঝান। ভগবান হলেন এক, তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। ভগবানই স্বর্গের স্থাপনা করেন তাই দেবতায় পরিণত করার জন্য নিশ্চয়ই সঙ্গমেই রাজযোগ শেখাবেন। সুতরাং ম্যানার্সও এইরকম চাই। যখন পাপ শেষ হবে তখন তো বিজয় মালার দানা হবে। টাইম তো লাগে।

এ'হল মনোরম সঙ্গমের মেলা। বোঝাতে হবে সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ হল ভক্ত। সাধনা করে ভগবানের জন্য, যাতে পরমাত্মা এসে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। মুক্তি জীবনমুক্তির জ্ঞান প্রদান করবেন, দেবতা ধর্মের স্থাপনা করবেন। সন্ন্যাসীরা তো ভাবে সুখ কাক বিষ্ঠার সমান। সে তো অবশ্যই, এই দুনিয়ার সুখ এমনই। কিন্তু ভারতে কি কোনোদিন সুখ ছিল না? সন্ন্যাসীরা তো পছন্দ করে মুক্তিকে। তারা কখনও জীবনমুক্তির জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। ভগবানকেই এসে রাজযোগ শেখাতে হয়। সন্ন্যাসীদের দ্বারা শেখানোর নয়, কারণ তারা কোনও আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন না। এখন সবাই বলেও থাকে যে একমত হোক। কিন্তু এই দুনিয়ায় তো একমত হওয়া সম্ভব নয়। অসংখ্য মত রয়েছে। মাতা পিতা, ভাই বোন, কাকা মামা ইত্যাদি সকলেই ভিন্ন মতামত প্রদান করে। এখন সেই মত অনুসরণ করে চলতে হবে না। এক এর শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে হবে। ভগবান এসে এক শ্রীমৎ প্রদান করেন তখন একমতের রাজধানী হয়ে যায়। দেবী-দেবতার সর্বদা ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকে। এখানে তো অনেক বাদবিবাদ চলতেই থাকে। শাস্ত্রেও লেখা আছে যে কৌরব পান্ডব দিনের বেলায় যুদ্ধ করতো, রাতের সময় ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতো। এখানেও বাচ্চারা বুঝেছে যে, আমাদের মধ্যে ক্রোধের অংশ এসে গেছে। বাবা, আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। অতএব তোমাদেরও দেখা উচিত - সারাদিনে কাউকে দুঃখ দিইনি তো? কারো সাথে মতভেদ হয়নি তো? কারো সাথে ইভিল কথা (নেগেটিভ কথা) বলিনি তো, যার দ্বারা কারো দুঃখ অনুভব হয়েছে? ইভিল কথা তো কখনও শোনা উচিত নয়, এমন কিছু দেখলে, শুনলে বাবাকে বলা উচিত। বাবাই বাচ্চাদের সব কিছু বোঝান। নাহলে (কু) অভ্যাস পাকা হয়ে যাবে। কারো মধ্যে কিছু খারাপ স্বভাব থাকলে তা ত্যাগ করা উচিত, নাহলে পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। বাদশাহীর পরিবর্তে প্রজার দাস দাসীদের গরিবই বলা হবে, তাইনা। এই মজদুররা কী? সেখানেও তো গৃহ ইত্যাদি নির্মাণের কাজ করার জন্য কেউ থাকবে তাইনা। তো বাবা বোঝান কখনো লবণাক্ত হওয়া উচিত নয়। ক্রোধ করা খুব খারাপ। জন্ম-জন্মান্তরের সুখের ভাগ্যে সীমারেখা পড়ে যায়। নিজের উপরে দয়া করতে থাকো। জ্ঞান মার্গে ম্যানার্স খুব ভালো থাকা উচিত। পাঁচ ভূতকে দূর করতে থাকো। বাবা শ্রীমৎ দেন, আর কি করবেন। অনেকে লেখে বাবা আমাদের ক্রোধ দূর হয়েছে। বিড়ি ইত্যাদি পান করার অভ্যাস দূর হয়েছে। অর্থাৎ নিজের উপরে দয়া করেছে তাইনা। এখন হেভেনলি গড ফাদার স্বর্গের পদ প্রাপ্ত করানোর জন্য আমাদের পড়াচ্ছেন। বুদ্ধিতে এমন পয়েন্ট আসে? এইরূপ নেশা থাকা উচিত। যত স্মরণ করবে ততই খুশী থাকবে। যদিও ভগবানকে তো সবাই জানেনা কিন্তু না জানা সত্ত্বেও কল্যাণ তো সকলেরই হবে। সবাই যদি এই কথাটি জানতে পারে যে

ভগবান এসেছেন তাহলে তো ভীড় জমে যাবে। পিঁপড়ের মতো এসে হাজির হবে, মিলিত হতেও পারবে না তাই খুব কায়দা করে এই ড্রামাটি নির্দিষ্ট রয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান আর যোগ শিখে, ভক্ত থেকে তোমাকে জ্ঞানী আত্মা হতে হবে। গৃহস্থ থেকে মায়াকে জিততে হবে। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

২) জ্ঞান মার্গে খুব ভালো ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। খুব খুব মিষ্টি, নিরহংকারী হতে হবে। ইভিল কথাবার্তা (নেগেটিভ কথা) বলবে না। মতভেদের মধ্যে যাবে না।

বরদানঃ:- গুটিয়ে নেওয়ার শক্তির দ্বারা বাত্ম বেডিং (প্যাক করে) বন্ধ করে সময় মতো এভাররেডি ভব এভাররেডি তাকে বলা হয়, যে গুটিয়ে নেওয়ার (প্যাক আপ) শক্তির দ্বারা দেহ, দেহের সম্বন্ধ, পদার্থ, সংস্কার.... সবকিছু থেকে বাত্ম বেডিং বন্ধ করে প্রস্তুত থাকবে। তাই চিত্রেও গুটিয়ে নেওয়ার শক্তিকে বাত্ম বেডিং প্যাক করা দেখানো হয়েছে। সঙ্কল্পও যেন না আসে যে এখন এটা করতে হবে, এমন তৈরি হতে হবে, এখনও বাকি আছে। সেকেন্ডে তৈরি। সময়ের ডাক আসবে আর এভাররেডি। কোনও সম্বন্ধ বা পদার্থ যেন স্মরণে না আসে।

স্লোগানঃ:- পরমাত্মার গুণ এবং শক্তি গুলি নিজের মধ্যে ধারণ করাই হল মহান তপস্যা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent

6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"পবিত্রতার দূত ব্রতের দ্বারা বৃত্তির পরিবর্তন"

আজ, সর্বোচ্চ বাবা তাঁর নিজের সকল মহান বাচ্চাদের দেখছেন। সব বাচ্চা মহান আত্মা হয়েছে, কেননা মহান হওয়ার সর্বপ্রধান आधार 'পবিত্রতা'-কে ধারণ করেছে। পবিত্রতার ব্রত প্রতিজ্ঞা রূপে সবাই ধারণ করেছে। কোনো প্রকারের দূত সঙ্কল্পরূপী ব্রত নেওয়া অর্থাৎ বৃত্তির পরিবর্তন করা। দূত ব্রত বৃত্তিকে পরিবর্তন করে দেয়, সেইজন্যই ভক্তিতেও ব্রত নেয়ও আর ব্রত পালনও করে। ব্রত নেওয়া অর্থাৎ মনে সঙ্কল্প করা এবং পালন করা অর্থাৎ স্থূল রীতিতে সংযম পালন করা। হয় তা' ভোজনপানের অথবা আচার-আচরণের, উভয়তঃই কিন্তু লক্ষ্য বৃত্তি পরিবর্তনের। তোমরা সকলেই বৃত্তি পরিবর্তনের ব্রত নিয়েছ আর বৃত্তি শ্রেষ্ঠ বানিয়েছ। সকল আত্মার প্রতি কী বৃত্তি বানিয়েছ? আত্মা সবাই ভাই-ভাই। ব্রাদারহুড, এই বৃত্তি দ্বারাই ব্রাহ্মণ মহান আত্মা হয়েছে। সকলের এই ব্রত পাকা হয়েছে তো না?

ব্রাহ্মণ জীবনের অর্থই হলো পবিত্র আত্মা, আর এই পবিত্রতা ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশন মজবুত তো না, নাকি নড়বড় করে? ফাউন্ডেশন সদা অটল-অনড় থাকাই ব্রাহ্মণ জীবনের সুখ প্রাপ্ত করা। কখনো কখনো বাচ্চারা বাবার সঙ্গে যখন অধ্যাত্ম বার্তালাপ করে প্রকৃত চার্ট দেয় তখন তোমরা কী বলো? বলো যে, যতটা অতীন্দ্রিয় সুখ, যতটা শক্তি অনুভব হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় না, কিংবা অন্যভাবে বলে থাকো সদা হয় না। এর কারণ কী? বলার সময় তো বলো মাস্টার সর্বশক্তিমান, যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান? তখন কী বলবে? 'না' বলবে না তো। সর্বশক্তিমান যখন, তাহলে আবার শক্তি কোথায় চলে যায়? তাছাড়া, তোমরা হওই ব্রাহ্মণ জীবনধারী। নামধারী না, জীবনধারী। ব্রাহ্মণের জীবনে সম্পূর্ণ সুখ-শান্তির যদি অনুভূতি না হয় কিংবা ব্রাহ্মণ সর্বপ্রাপ্তিতে যদি সদা সম্পন্ন না হয়, তো ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কে হবে! অন্য কেউ হতে পারে? ব্রাহ্মণই হতে পারে, তাই না। তোমরা সবাই কী সাইন করো? বি.কে.অমুক, বি.কে. অমুক বলো তো না। পাকা, পাকা তো না? বি.কে.র অর্থ কী? 'ব্রাহ্মণ।' তাহলে ব্রাহ্মণের পরিভাষা হলো এটাই।

'যতটা' আর 'ততটা' এই শব্দ বের হয়ই বা কেন? তোমরা বলে থাকো সুখ-শান্তির জননী পবিত্রতা। যখনই অতীন্দ্রিয় সুখ অথবা সুইট সাইলেন্সের অনুভব কম হয় তো তার কারণ পবিত্রতার ফাউন্ডেশন দুর্বল। আগেও তোমাদের বলা হয়েছিল যে পবিত্রতা শুধু ব্রহ্মচর্যের ব্রত নয়, এই ব্রতও মহান, কারণ আজকে যাদের মহান আত্মা বলা হয়ে থাকে তারাও শুধু কঠিনই নয় অসম্ভব মনে করে। সুতরাং অসম্ভবকে নিজের দূত সঙ্কল্প দ্বারা সম্ভব করেছে আর সহজভাবে পালন করেছে, সেইজন্য এই ব্রত ধারণ করাও কম ব্যাপার নয়। এই ব্রত যারা পালন করে বাপদাদা তাদের হৃদয় থেকে আশীর্বাদ সহ অভিনন্দন জানান। কিন্তু বাপদাদা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাকে সম্পূর্ণ আর সম্পন্ন দেখতে চান। সুতরাং যেভাবে এই মুখ্য বিষয়কে তোমরা আপন করেছে, অসম্ভবকে সহজ করেছে তো অন্য সব ধরনের পবিত্রতাকে ধারণ করা কী বড় বিষয়! পবিত্রতার পরিভাষা সবাই খুব ভালো ভাবে জানো। যদি তোমাদের সবাইকে বলা হয়, "পবিত্রতা কি" এই টপিকে ভাষণ করো তবে ভালো ভাবে করতে পারো, তাই না? যখন তোমরা জানোই আর মানোও তখন আবার 'ততটা', 'যতটা' এই শব্দ কেন? পবিত্রতার কোন বিষয় দুর্বল হয়, যাতে সুখ, শান্তি আর শক্তির অনুভূতি কম হয়ে যায়? পবিত্রতা কোনো না কোনো স্টেজে অনড় থাকে না, সুতরাং চেক করো পবিত্রতার কোন বিষয়ে অস্থিরতা রয়েছে। বাপদাদা পবিত্রতার সব রূপকে স্পষ্ট করেন না, কারণ তোমরা জানো, অনেকবার শুনেছ, শুনিয়েও থাকো, নিজের সাথেও নিজে কথা বলতে থাকো, হ্যাঁ এটা, এটা পবিত্রতা....। তোমাদের মেজরিটির রেজাল্ট হিসেবে বাপদাদার কী প্রতীয়মান হয়? এটাই যে, তোমাদের অনেক জ্ঞান আছে, যোগের বিধিরও তোমরা বিধাতা হয়ে গেছ, ধারণার বিষয়ে বর্ণন করার ক্ষেত্রেও তোমরা খুব হুঁশিয়ার আর সেবায় তোমরা একে অপরের থেকে এগিয়ে, বাকি কী রইল? নম্বর ওয়ান জ্ঞাতা তো হয়ে গেছ, শুধু এক বিষয়ে অসতর্ক হয়ে যাও, সেটা হলো "ব্যর্থ ভাবা, দেখা, বলা, আর করা এতে ফুলস্টপ লাগিয়ে নিজেকে পরিবর্তন করা।" বুঝতেও পারো এই দুর্বলতা সুখের অনুভূতিতে দূরত্ব সৃষ্টি করে, শক্তিস্বরূপ হওয়াতে কিংবা বাবা সমান হওয়াতে বিদ্বৎস্বরূপ হয়, তবুও কী হয় তোমাদের? নিজেকে পরিবর্তন করতে পারো না, ফুলস্টপ দিতে পারো না। সবকিছু ঠিক আছে, আমি বুঝি-এর কমা (,) লাগিয়ে দাও, কিংবা অন্যকে দেখে আশ্চর্যের চিহ্ন (!) লাগিয়ে দাও - এ'ভাবে হয় কী! এ' ভাবে হওয়া উচিত! অথবা কোস্টেন মার্কের ক্যু (লাইন) লাগিয়ে দাও। ফুলস্টপ অর্থাৎ বিন্দু (.)। সুতরাং ফুলস্টপ তখনই লাগতে পারে যখন বিন্দু স্বরূপ বাবা আর বিন্দু স্বরূপ আত্মা - উভয়ের স্মৃতি থাকবে। এই স্মৃতি ফুলস্টপ অর্থাৎ বিন্দু লাগানোতে

তোমাদের সমর্থ বানায়। সেই সময় কেউ কেউ আন্তরিক ভাবে ভাবেও যে, আমাকে আত্মিক স্থিতিতে স্থিত হতে হবে, কিন্তু মায়া তার নিজের স্ক্রিন (পর্দা) দ্বারা আত্মার পরিবর্তে ব্যক্তি বা বিষয়কে বারবার তোমাদের সামনে নিয়ে আসে, যার ফলে আত্মা অদৃশ্য হয়ে যায় আর বারবার ব্যক্তি এবং বিষয় সামনে স্পষ্টভাবে আসে। মূল কারণ, স্ব-এর উপরে কন্ট্রোল করার কন্ট্রোলিং পাওয়ার তোমাদের কম। অন্যকে কন্ট্রোল করতে তোমরা খুব ভালো জানো কিন্তু স্ব-এর উপর কন্ট্রোল অর্থাৎ পরিবর্তন শক্তিকে কার্যে কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় জানো না।

বাপদাদা কোনো কোনো বাচ্চাদের কথায় স্মিতহাসি হাসতে থাকেন। যখন নিজের পরিবর্তনের সময় আসে কিংবা সহন করার সময় আসে অথবা 'অভ্যন্তরে ভরে নেওয়ার' সময় আসে তখন তোমরা কী বলো? অনেক করে কী বলো, বলো যে, 'আমাকেই মরতে হবে', 'আমাকেই পরিবর্তন হতে হবে', 'আমাকেই 'সহন করতে হবে', যতই হোক, এই মরে যাওয়া সেই মরে যাওয়ার মতো নয়, যেমন কেউ মারা গেলে লোকে বলে তো না যে, স্বর্গে গেছে। ওই মরে যাওয়াতে কেউ স্বর্গে তো যায় না কিন্তু এই মরণে তো স্বর্গে শ্রেষ্ঠ সীট প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এটা মরে যাওয়া নয় বরং স্বর্গে স্বরাজ্য নেওয়া। তাহলে মরণ ভালো তো না? কী, কঠিন কিছু আছে? সেই সময় কঠিন লাগে। আমি ভুল নইই, সে ভুল, কিন্তু ভুলটাকে আমি কীভাবে রাইট করবো সেটা তোমরা জানো না। যারা ভুল তাদের পরিবর্তন হওয়া উচিত নাকি যারা রাইট তাদের পরিবর্তন হওয়া উচিত? কা'কে পরিবর্তন হতে হবে? উভয়কেই পরিবর্তন হতে হবে। 'পরিবর্তন' শব্দটাকে আধ্যাত্মিক ভাষায় এগিয়ে যাওয়া মনে করো, 'পরিবর্তন' না মনে করে, মানো 'অগ্রগতি'। ভুল উপায় মানে পরিবর্তন নয়, বরং সঠিক উপায় মানে পরিবর্তন। নিজেকে পরিবর্তন করার শক্তি আছে? নাকি মনে করো কখনও তো পরিবর্তন হবেই।

পবিত্রতার অর্থই হলো সদা সঙ্কল্প, বোল, কর্ম, সম্বন্ধ আর সম্পর্কে তিন বিন্দুর মহত্ব ধারণ করা। এমন কোনও পরিস্থিতি যদি আসে তো সেকেন্ডে ফুলস্টপ লাগানোতে নিজেকে সদা অফার করো "আমাকে করতে হবে।" এভাবে যারা অফার করে তাদের তিন রকমের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। ১) নিজেরও আশীর্বাদ নিজের প্রাপ্ত হয়, খুশি অনুভূত হয়। ২) বাবার থেকে এবং ৩) ব্রাহ্মণ পরিবারের যারাই শ্রেষ্ঠ আত্মা তাদের থেকেও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তাহলে, মরণ হলো নাকি পাওনা হলো, কী বলবে? পেয়েছ, তাই না। সুতরাং ফুলস্টপ লাগানোর পুরুষার্থকে কিংবা কন্ট্রোলিং পাওয়ার দ্বারা পরিবর্তন শক্তিকে তীব্রগতিতে বাড়াও। কর্মবিমুখ হয়ো না এ' তো হয়ই, এ' তো চলতেই থাকে... এটা দায়িত্ববোধহীনের সঙ্কল্প। অসতর্কমূলক ভাবের পরিবর্তন করে অ্যালাট হয়ে যাও। আচ্ছা!

চতুর্দিকের মহান আত্মাদের, পবিত্রতার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত ধারণকারী আত্মাদের, সদা সেকেন্ডে ফুলস্টপ লাগিয়ে স্ব-পরিবর্তক হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা নিজেকে শ্রেষ্ঠ কার্যের জন্য নিমিত্ত বানানোর অফার করে তেমন আত্মাদের, সদা তিন বিন্দুর মহত্ব প্র্যাকটিক্যালি ধারণকারী বাবা সমান আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদীদের সাথে সাক্ষাৎকার -

তোমাদের দেখে সবাই খুশি হয়। কেন খুশি হয়? (বাপদাদা সবাইকে জিজ্ঞাসা করছেন) দাদীদের দেখে খুশি হও, হও তো না? কেন খুশি হও? কারণ নিজের ভাইব্রেশন বা কর্ম দ্বারা খুশি দেন, সেইজন্য খুশি হও। যখনই এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সাথে তোমরা মিলিত হও তখন খুশি অনুভব তো করো, তাই না। (টিচারদের প্রতি) ফলোও করো তো না। কেউ কেউ ভাবে বাবা তো বাবা, কীভাবে তাঁর সমান হতে পারি? কিন্তু যারা নিমিত্ত আত্মা তারা তো তোমাদের সমান না? তো তাঁরা যদি হতে পারেন তাহলে তোমরা হতে পারবে না? লক্ষ্য তো সকলের সম্পূর্ণ আর সম্পন্ন হওয়ার। বাবা যদি তোমাদের হাত উঠাতে বলেন যে, তোমরা ১৬ কলা হতে চাও নাকি ১৪ কলা তো কোনটাতে হাত উঠাবে? ১৬ কলা। তাহলে, ১৬ কলার অর্থ কী? সম্পূর্ণ, তাই তো না? যখন লক্ষ্যই এমন তখন হতেই হবে। মুশকিল হবে তা' না, হতেই হবে। ছোট ছোট বিষয়ে ঘাবড়ে যেও না। মূর্তি হতে চলেছ তো কিছু তো হ্যামারিং হবেই, তাই না, তা' নয়তো কীভাবে তুমি মূর্তি হবে! যে যত আগে হয় তাকে তুফানও (প্রবল ঝঞ্ঝা) বেশি ক্রস করতে হয়, কিন্তু সেই তুফান তাদের কাছে তুফান বলে মনে হয় না, তোহফা (উপহার) মনে হয়। সেই তুফানও গিস্ট হয়ে যায় তোমাদের অনুভাবী বানানোর। তো তোহফা হয়ে গেছে, গেছে না? সুতরাং গিস্ট নেওয়া ভালো লাগে নাকি কঠিন লাগে? তো এটাও নেওয়া, দেওয়া নয়। দেওয়া কঠিন, নেওয়া তো সহজ হয়। এমন ভেবো না এটা কী শুধু আমারই পার্ট - অনুভব করার জন্য সব বিঘ্ন আমারই কাছে আসতে হবে! ওয়েলকাম করো - এসো। এটা গিস্ট। সবচাইতে বেশি গিস্ট লাভ হয়, তা'তে কী হয়? বেশি অ্যাক্যুরেট মূর্তি হওয়া অর্থাৎ হ্যামার লাগা। হ্যামার দিয়েই তো ঠুকে ঠুকে ঠিক করে। তোমরা তো অনুভাবী হয়ে গেছ, নাথিং নিউ। খেলা মনে হয়। দেখতে থাকো আর হাসতে থাকো, আশীর্বাদ (শুভ কামনা-শুভ ভাবনা) দিতে থাকো। টিচার্স, তোমরা 'বাহাদুর'

নাকি কখনো কখনো ঘাবড়ে যাও? এটা তো ভাবিইনি এ'রকম হবে! যদি জানতাম এ' বিষয়ে আগেই ভাবতাম...। ডবল ফরেনার্স তোমরা কি ভাবো - এটা তো ভাবিনি যে ব্রাক্ষণ হলেও এ'রকম হয়? বিচার-বিবেচনা করে এসেছ তো না, নাকি এখন ভাবতে হচ্ছে? আচ্ছা!

যে যতই যেমনই হোক কিন্তু বাপদাদা ভালোকেই দেখেন। সেইজন্য বাপদাদা সবাইকে ভালোই বলবেন, খারাপ বলবেন না। হতে পারে ন'টাই খারাপ আর একটা ভালো, তবুও বাবা কী বলবেন? ভালো বলবেন নাকি বলবেন এ' তো খুব খারাপ, এ' তো খুব দুর্বল? আচ্ছা। এই গ্রুপ বড় হয়ে গেছে। (২১ টি দেশের লোক এসেছে।) ভালো, হাউসফুল হবে তবেই তো আর একটা তৈরি হবে। যদি ফুল না হয় তাহলে আরেকটা হওয়ার মার্জিন হবে না। আবশ্যিকতাই সাধন সামনে নিয়ে আসে।

অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার :

প্রতি কদমে পদম্-পদমের উপার্জন সঞ্চয় করার যুগ - সঙ্গমযুগ -

নিজেকে পদ্মাপদম ভাগ্যবান মনে করো? প্রতি কদমে পদম্-পদম্ এর উপার্জন সঞ্চয় হচ্ছে? তো কত পদম্ জমা করেছে? অগণিত হয়েছে? কেননা, তোমরা জানো যে জমা করার সময় এখন। সত্যযুগে জমা হবে না। সেখানেও কর্ম হবে। কিন্তু তা' হবে অকর্ম, কারণ ওখানের কর্মের সম্বন্ধও এখানের সমস্ত কর্মের ফল হিসেবে হয়। সুতরাং এখানে হলো করার সময় আর ওখানে থাওয়ার সময়। তো এতটা অ্যাটেনশন থাকে তোমাদের? কত জন্মের জন্য সঞ্চয় করতে হবে? (৮৪) জমা করতে খুশি হয় তো না? পরিশ্রম মনে হয় না তো? কারণ প্রত্যক্ষ ফলও প্রাপ্ত হয়। প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয় নাকি ভবিষ্যতের আধারে চলেছ? ভবিষ্যতের থেকেও প্রত্যক্ষফল অতি শ্রেষ্ঠ। সদাই শ্রেষ্ঠ কর্ম আর শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষফল প্রাপ্তির সাধন হলো - সদা এটা স্মরণে রাখতে হবে "এখন নয় তো কখনো নয়।" যেমন তোমাদের নাম ডবল ফরেনার্স, তো ডবলের টাইটেল খুব ভালো। তাইতো তোমরা সবকিছুতে ডবল - খুশিতে, নেশাতে, পুরুষার্থে সবতেই ডবল। সেবাতেও ডবল। আর তোমরা থাকও সদা ডবল, কম্বাইন্ড, সিঙ্গেল নয়। কখনো ডবল হওয়ার সঙ্কল্প আসে না তো? কম্প্যানী চাই নাকি কম্প্যানিয়ন চাই? চাই তো বলে দাও। এরকম ক'রো না, ওখানে গিয়ে বলবে কম্প্যানিয়ন চাই। যতই কম্প্যানিয়ন করো কিন্তু এমন কম্প্যানিয়ন পাবে না। যতই ভালো কম্প্যানিয়ন হোক কিন্তু সবাই নেবে, দেবে না। এই ওয়ার্ল্ডে এমন কম্প্যানিয়ন কেউ আছে? আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ঘুরে এসো, দেখো যদি কাউকে খুঁজে পাও! কারণ মনুষ্যাত্মা যতই দেওয়ার হোক, তবুও দিতে দিতে অবশ্যই নেবে। সুতরাং যখন দাতা কম্প্যানিয়নকে পেয়ে যাচ্ছে তো কী করা উচিত? যেখানেই তোমরা যাও, আবার ফিরে আসতেই হবে। এরা সব যাওয়ার নয়। কোনো দুর্বলতা নেই তো? ফটো তোলা হচ্ছে। পরে তোমাদের ফটো পাঠানো হবে দেখাতে যে, তোমরা কথা দিয়েছিলে। বলা, এটা কখনো হবেই না। বাপদাদাও তোমাদেরকে ছাড়া একলা থাকতে পারেন না। আচ্ছা।

বরদান:- মহাবীর হয়ে বাবার সাক্ষাৎকার করানো বাহনধারী তথা অলঙ্কারধারী ভব
মহাবীর অর্থাৎ সন্ত্রধারী। শক্তি বা পাণ্ডবদের সদা বাহনের উপরে দেখানো হয় তাদের সন্ত্র সমেত। সন্ত্র অর্থাৎ অলঙ্কার। বাহন হলো শ্রেষ্ঠ স্থিতি আর অলঙ্কার হলো সর্বশক্তি। এমন বাহনধারী এবং অলঙ্কারধারীই সাক্ষাৎকার মূর্তি হয়ে বাবার সাক্ষাৎকার করাতে পারে। এটাই মহাবীর বাচ্চাদের কর্তব্য। মহাবীর তাকেই বলা হয়ে থাকে যে নিজের উড়তি কলা দ্বারা সবরকম পরিস্থিতিকে পার করে নেয়।

স্লোগান:- একরস পুরুষার্থের দ্বারা উঁচু স্থিতি বানিয়ে নিলে হিমালয়ের মতন বড় পেপারও তুলো হয়ে যাবে।

সূচনা : - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সকল রাজযোগী তপস্বী ভাই-বোনেরা সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় অনুভব করবেন যেন জ্ঞানসূর্য সর্বশক্তিমান পরমাত্মার কিরণ আমার উপরে পড়ছে এবং আমার থেকে সারা সংসারে যাচ্ছে, যার দ্বারা সংসার থেকে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium

Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনো জিনিসের প্রতি আসক্তি রাখা উচিত নয়, দেহ সহ সবকিছুর থেকে বেগার (ভিখারি) হতে হবে, শিবপুরী আর বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - দীনদয়াল বাবা গরিব বাচ্চাদেরও কোন্ বিষয়ে নিজের সমান তৈরি করে থাকেন?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন আমি যেমন উদার চিত্তের, অবগুণ নিয়ে তোমাদের বাদশাহী দিয়ে থাকি, তেমনি বাচ্চারা তোমাদেরও, যদিও তোমরা বাচ্চারা গরিব তবুও তোমরাও দরাজদিল হও। অল্প পয়সা দিয়েও এই গডলি ইউনিভার্সিটি খোলো, এতে কোনো খরচ নেই। ৩-৪ জনও যদি এই ইউনিভার্সিটি থেকে ভালো ফল পেয়ে থাকে তবে যে এটা খুলবে তার অহো সৌভাগ্য। কেবল সুপুত্র (আজ্ঞাকারী) হয়ে থাকতে হবে। কাম, ক্রোধের বশীভূত হয়ে কখনোই সদ্ধরুর নিন্দা করাবে না।

ওম্ শান্তি । বাপদাদা আর মাম্মা। মাম্মা দুইজন হয়ে থাকেন - দাদী আর মা। ইনি তোমাদের বড় মা (ব্রহ্মা)। কিন্তু বাচ্চাদের দেখাশোনা (সামলানো) করার জন্য জগৎ অশ্রা নিমিত্ত হয়েছেন। শিববাবা হলেন বহরুপী, তিনি তোমাদের সাথে খেলাধুলাও করেন। যেমন আনন্দানুষ্ঠান হয় না! বিয়েতে যখন বাগদান হয় তখনও আনন্দানুষ্ঠান হয় এবং বিয়ের অনুষ্ঠানের আগে দুজনেই ছেঁড়া পোশাক পড়ে এবং তাদের গায়ে তেল মাখিয়ে দেওয়া হয় (গায়ে হলুদ)। এই রীতি এখান থেকেই নেওয়া হয়েছে। বাচ্চারা তোমাদেরকেও বাবা বুঝিয়ে থাকেন সম্পূর্ণ রূপে বেগার (ভিখারি) হতে হবে। কোনো কিছুই যখন থাকবে না তখনই সবকিছু পাবে। দেহ সমেত কিছুই যেন না থাকে। শিবপুরী, বিষ্ণুপুরীর দিকেই বুদ্ধিযোগ লাগিয়ে রাখতে হবে আর কোনো জিনিসের প্রতিই যেন আসক্তি না থাকে। অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। মীরাকে দেখো তার কত গায়ন আছে। লোকলাজ এর (সমাজের মতামত) প্রতি কোনো পরোয়া ছিল না। শুধু পবিত্রতার জন্যই তার এতো নাম। জ্ঞানের অমৃতও মীরা পায়নি। তার শুধুই শ্রী কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা ছিল। কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্য বিষ্ণু ত্যাগ করেছিল, ঠিক যেমন একজন স্ত্রী তার স্বামীর চিতায় আল্লাহুতি দিয়ে সতী হয়। এমন তো নয় যে মীরা স্মরণ করতে-করতে কৃষ্ণপুরীতে গেছে। ঐ সময় কৃষ্ণপুরী তো ছিল না। মীরা ৫-৭ শো বছর আগে বিদ্যমান ছিল। মীরা খুব ভক্ত ছিল, সেইজন্যই কোনো ভালো ভক্তের ঘরে তার জন্ম হয়েছে। তার নাম কতভাবে চলে আসছে। সেটা তো মীরার ভক্তি ছিল। তোমরা এখন হলে জ্ঞানের মীরা। তোমরা এসেছো সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়তে মহারানী হওয়ার জন্য। যদিও প্রথমে অশিক্ষিত, শিক্ষিতদের কাছে মাথা নত করে, তবুও তারা মহারানী তো হবে তাইনা। যদি কেউ শৈশবকে ভুলে গিয়ে বাবার হাত ছেড়ে দেয় তবে সে কখনো মহারানী হবে না আর প্রজার মধ্যে তার পদ মর্যাদাও কমে যাবে। বৈকুণ্ঠে তো আসবে কিন্তু পদ কম হয়ে যাবে। বাবা বুঝিয়েছেন - যারা ভক্তি করে তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তোমরা কি চাও? কেন কৃষ্ণের ভক্তি করো? নিশ্চয়ই অন্তর চায় যে তার রাজধানীতে যাই। কিন্তু সেখানে যাবে কীভাবে? অসংখ্য মানুষ বলে থাকে শান্তি চাই। কিন্তু অশান্তি তো সম্পূর্ণ দুনিয়াতে। তুমি একা শান্তি পেলে কি করে হবে। আমি তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য সুখী করে তুলতে পারি। দেবতারা এই ভারতেই সবসময়ই সুখী ছিল। পুনরায় সেই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এখানে তো শুধুই মায়ার রাজ্য, শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। শান্তির জন্য আলাদা জায়গা আছে, সুখের জন্য আলাদা জায়গা আছে। সুখধামে সবাই সুখী হয়। কোনো একজনও সেখানে দুঃখী হয়না আর দুঃখধামে একজনও সুখী হতে পারে না। এখানে যেমন রাজা রানী তেমনিই প্রজা সবাই দুঃখী থেকে দুঃখী। সুখধামে কোনো জানোয়ারও দুঃখ ভোগ করে না। শান্তির দুনিয়াই সম্পূর্ণ আলাদা, যাকে নির্বাণধাম বলা হয়। শরীর ত্যাগ করলে বলে থাকে অমুকে নির্বাণধামে চলে গেছে। কিন্তু কেউ-ই যায় না। যদি কেউ গিয়ে থাকে, যাওয়ার আগে কী করে গেছে? সবাই এখানে দুঃখীই দুঃখী, কত লড়াই-ঝগড়া হয়। কেউ বলে আমাদের দেশ থেকে হিন্দুরা চলে যাক, কেউ বলে অমুক চলে যাক। একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। বাবাও দেখছেন এখন অনেক ধর্ম হয়ে গেছে সুতরাং লড়াই করতেই থাকে, সেইজন্যই সমস্ত দেহের ধর্মকে বাদ দিয়ে দেন। বাবা বলেন যে যেই ধর্মেরই হোক না কেন, আমি তাদের শরীরের ধর্ম থেকে বের করে দেব। সত্যযুগে শুধুমাত্র এক দেবতা ধর্ম থাকে। এইসব জ্ঞান তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে। হাতে চিত্র নিয়ে তোমাদের বাণপ্রস্তুদের (অবসর গ্রহণের পর্যায়ে থাকা) বোঝানো উচিত। তোমাদের মন্দিরে যাওয়া উচিত। তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে শঙ্করের সামনে শিবকে দেখানো হয়েছে সুতরাং নিশ্চয়ই শঙ্করের থেকে বড় (শ্রেষ্ঠত্ব) হবেন। যদি শঙ্করই ভগবানের রূপ হবে তবে তার সামনে শিবলিঙ্গ রাখার কি দরকার। সন্ন্যাসী নিজেকে ব্রহ্ম জ্ঞানী, তত্ত্ব জ্ঞানী বলে থাকে। শিব সম্পর্কে তারা জানেই না। তত্ত্ব তো বলা হয় থাকার স্থানকে। ওরা ব্রহ্ম আর তত্ত্বকে এক বলে মানেই না। আচ্ছা ব্রহ্ম

জ্ঞানী, তত্ত্ব জ্ঞানী হলে তারপর আবার নিজেকে শিব বলে কেন? ওরা তো মনে করে শিব এবং ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। ব্রহ্ম হলো নিবাস স্থান। মানুষ খুব বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। বাচ্চারা তোমাদের এখন বুদ্ধিমান হতে হবে। তোমরা সন্ন্যাসীদেরও বোঝাতে পারো। তাদের মধ্যে যারা সত্যিকারের দেবতা ধর্মের হবে তারাও বেরিয়ে আসবে, আর তারা দ্রুত এই জ্ঞান বুঝতে পারবে। যারা ৩-৪ জন্ম আগে কনভার্ট হয়েছিল তারা এতো তাড়াতাড়ি সেই ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসবে না। যারা সম্প্রতি ধর্মান্তরিত হয়েছে তারা দ্রুত বেরিয়ে আসবে। বাবারও প্রচেষ্টা থাকে। বাবা হলেন চুস্ক। আত্মারা ছুঁচ। এখন ছুঁচের মধ্যে জং পড়ে গেছে। জং পড়া ছুঁচ উপরে কীভাবে যাবে। ডানা ভেঙে গেছে। জং পড়া জিনিস কেরোসিন তেলে ঢালা হয়। বাবাও এই জ্ঞান অমৃতের দ্বারা সবার জং পরিষ্কার করছেন। তারপর আমরা সত্যিকারের সোনা হয়ে যাবো। তোমরা এখন পাথরনাথ থেকে পারসনাথ হচ্ছে। ভারত পারসপুরী ছিল। এখন দেখো সোনার মূল্য কত বৃদ্ধি পেয়েছে। ওখানে সম্ভা হয়ে যাবে। ভারত, যা এখন পাথরের ভূমিতে পরিণত হয়েছে পুনরায় দেবত্বের ভূমি হবে। আমাদের বুদ্ধিতে এই চক্র ঘুরতেই থাকে। সারাদিন চক্র বুদ্ধিতে ঘুরলে তবেই চক্রবর্তী রাজা রাণী হবে। দুনিয়াতে এই বিষয়ে কেউ-ই কিছু জানে না। তোমরা জানো সত্যযুগে যারা রাজত্ব করে, তাদের ৮৪ জন্ম হয়। তারপর ত্রেতায় আসবে যারা তাদের জন্ম নিশ্চয়ই কম হবে। কোথায় ৮৪ জন্ম, কোথায় ৮৪ লক্ষ বলে থাকে। তবে তো প্রতিটি চক্রের সময়কালও এতো দীর্ঘ হওয়া উচিত, যাতে তারা এতোগুলো জন্ম নিতে পারে। এসবই গল্প কথা। সবসময় তাদের প্রথমে চিত্র দেওয়া উচিত। এর জন্য কখনও তোমরা পয়সা চাইবে না। তোমাদের কাজ হচ্ছে দেওয়া। তারা যদি কিছু দিতে চায় স্বেচ্ছায় দেবে। তোমাদের কাছে দাম জিপ্তেস করলে বলবে বাবা তো গরিবের প্রভু। গরিবদের জন্যই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ধনী ব্যক্তির যা দেবে সেটা দিয়ে আমরা আরও প্রিন্ট করব। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খোড়াই অর্থ ব্যবহার করি! যা পাওয়া যায় মানুষের সেবার কাজে লাগানো হয়। বিত্বান হলে ধর্মশালা ইত্যাদি তৈরী করে থাকে। এখানে গরিবও সেন্টার তৈরী করতে পারে, এতে কোনো খরচ নেই। মনে করো যদি কেউ বলে আমি সেন্টার খুলব অথবা গডলি ইউনিভার্সিটি খুলব। তারপর সেই গডলি ইউনিভার্সিটি থেকে যদি তিন-চারজনও ভালো ফল পায়, তবে সেই সেন্টার যারা খুলেছে তাদের জন্য অহো সৌভাগ্য। এরজন্য উদার হৃদয় হতে হবে। দেখো বাবা কত উদার! বাবা তোমাদের সমস্ত অবগুণ নিয়ে বাদশাহী দিয়ে থাকেন। সপুত (আপ্তাকারী) বাচ্চারাই বাবার সার্ভিস করতে পারে। কপুত (আপ্তা অমান্যকারী) বাচ্চারা কি করবে! কপুতদেরকে বাবা খোড়াই উত্তরাধিকার দেবেন! তোমাদের সদ্ধরুকে দেখাতে হবে। কাম অথবা ক্রোধ করা অর্থাৎ সদ্ধরুর নিন্দা করা, তারপর পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। খুব সাবধানে চলতে হবে। বাবা বলেন বিষের উত্তরাধিকার তো লৌকিক বাবার কাছ থেকে, স্বামীর কাছ থেকে নিয়ে আসছো। এখন এই পারলৌকিক পিতা, স্বামী অমৃতের উত্তরাধিকার তোমাদের দিচ্ছেন।

তোমরা সব ধর্মাবলম্বীদের রচয়িতা আর রচনার নলেজ দিতে পারো। ঐ রচয়িতা থাকেন শান্তিধামে। তাঁকে স্মরণ করে তোমরা শান্তির বর্ষা নিতে পারো। বর্ষা নিতে-নিতে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর তোমরা তাঁর কাছে চলে যেতে পারবে। এই জ্ঞান সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের জন্য। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ নতুন। শান্তি হচ্ছে ভক্তি মার্গের জন্য। দরজায়-দরজায় ধাক্কা খাওয়া, ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো, তীর্থে যাওয়া। এখানে শুধুমাত্র একটা জ্ঞানের মাধ্যমেই তরী পার করা যায়। আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা এখন তোমরা স্বর্গে যাচ্ছে। যারা বিষ পান করে তারা বিষ তো অবশ্যই সৃষ্টি করবে কেননা সম্পূর্ণ দুনিয়া প্রতারণায় ভরে গেছে। দেখো ভারতে পবিত্রতা নেই সেইজন্যই ধাক্কা খেতে থাকে। এখানে হাস্যামা, স্ট্রাইক করতেই থাকে। গভর্নমেন্টের জন্য অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। গভর্নমেন্ট তাদের স্পষ্টভাবে বলে যে এতো খরচ মেটানোর জন্য এতো টাকা কোথায় পাব? মানুষ বলে তোমরা আনন্দ করছো, পয়সা ওড়াচ্ছে। ধন একত্রিত করছ, আমরা কি অপরাধ করেছি। আমাদের মাইনে চাই। স্ট্রাইক করলে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। এসব হবেই। কোথাও সবজি পাওয়া যাবে না, কোথাও বা দুধ পাওয়া যাবে না, যত্রতত্র গন্ডগোল হয়ে চলেছে। এসব হাস্যামা হওয়ার পর তারপর শান্তি আসবে। বিনাশ এবং তারপর বিষ্ণুপুরীর সাক্ষাতকার তো অর্জুনকেও করিয়েছিল তাইনা। তোমরাও এখন দেখছো। দেখো, কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে না তখন তার জন্য যন্ত্র রচনা হচ্ছে। কোথাও খুব অশান্তি হচ্ছে শান্তির জন্য যন্ত্র করা হচ্ছে। কিন্তু পীসফুল তো হলেন একজনই, ভগবান। তিনি যখন আসেন শান্তি প্রদান করেন। দাতা তো হলেন একজনই। দেখো তোমরা কতো আদরের বাচ্চারা। অনেক জন্ম পরে অন্তিমে এসে তাঁর সাথে মিলিত হয়েছে। সুতরাং সম্পূর্ণ সৌভাগ্য প্রাপ্ত করে নাও। বাচ্চাদের টোলপুট বলা হয়, (টোলির মতো মিষ্টি)। এক হলো জাগতিক মিষ্টি, এ হলো রুহানী মিষ্টি যা আত্মিক পিতা দিয়ে থাকেন। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে- লক্ষ্য অনেক বড়। এতেই পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন ৮ ঘন্টা দেহী-অভিমানী হয়ে থাকো তারপর শরীর নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করো। রাতে জেগে থাকলে খুব ভালো প্রভু প্রেম অনুভব করতে পারবে। এর মধ্যে উপার্জন আছে না! হে নিদ্রা বিজয়ী বাচ্চারা, আমি বাবাকে প্রতিটি নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে স্মরণ করো। বিচার সাগর মন্বন করো। দিব্যরাত্র যত যোগযুক্ত হয়ে থাকবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে আর জ্ঞানের সাগর

মন্ডন করলে ততই উপার্জন হবে। বাদবাকি সার্ভিস তো অনেক আছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা বলবেন বসে থাকো, আরাম করো, জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। বাবা কি সমাজ ও মানুষের কথা কিছু ভেবেছেন? আর বাদশাহী পেতে চলেছো সুতরাং এ'সব একপাশে সরিয়ে দেওয়া উচিত। তবে হ্যাঁ, প্রত্যেকের নিজের নিজের পাট আছে। প্রত্যেকের কর্মবন্ধন আলাদা-আলাদা। পয়সা থাকলে অলৌকিক সার্ভিসে ব্যবহার করে সফল করে তোলা। বাচ্চারা তো বুঝতে পেরেছে যে এই জ্ঞান মার্গে বিঘ্ন অবশ্যই পড়বে কেননা পবিত্রতার প্রশ্ন। যে-ই ধর্ম স্থাপন করতে আসুক না কেন তাকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। এই সময় মানুষ তো খুব নোংরা (স্বভাব, আচরণে) হয়ে গেছে। অনেক বিঘ্ন তৈরি করবে, মিথ্যা কলঙ্ক দেবে। এ'সব বিষয়ে ভয় পাওয়া উচিত নয়। যা কিছু ঘটুক না কেন ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। ৫ হাজার বছর আগেও কলঙ্ক লেগেছে। এখনও কলঙ্ক হবে। বানিয়ে মিথ্যা-মিথ্যা কথাও বলবে। কারো রেসপন্ড ঠিক মতো না পেলেও গন্ডগোল করে থাকে। ধীরে-ধীরে সন্ন্যাসী উদাসী ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীরাও আসবে। সবাইকে বাবার নলেজ অবশ্যই নিতে হবে। এই চিত্রও সম্পূর্ণ দুনিয়াতে যাবে। কখনও ক্রোধের বশীভূত হয়ে তর্ক-বিতর্ক করা উচিত নয়। যতই কেউ নিন্দা করুক, ক্রোধ করা উচিত নয়। বাচ্চাদের রিফ্রেশ হয়ে সার্ভিস করতে হবে। দিন-দিন কায়দা কানুন সংশোধন হতে থাকবে। দুনিয়ার কায়দা কানুন তো বিগড়াতেই থাকবে কেননা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আমরা তো সতোপ্রধান হচ্ছি। আচ্ছা।

তোমরা বাচ্চারা হলে রাজশাসি। তোমরা বলে থাকো আমরা তপস্যা করছি - বাণপ্রস্থে যাওয়ার জন্য। এমন উত্তর দেওয়ার মতো কোনো মানুষের বুদ্ধি নেই। ওরা তো বাণপ্রস্থ সম্পর্কে জানেই না। তোমরা বলবে আমরা হলাম রাজযোগী। জীবনমুক্তির জন্য তপস্যা করছি। শেখাচ্ছেন পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর। মাতা'রা এইভাবে বসে বোঝালে সবাই অবাক হয়ে যাবে। তাদের বলা, আমাদের পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। ভবিষ্যতের উচ্চ পদ প্রাপ্ত করানোর জন্য। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যদিও কেউ অপমান করে, আমাদের ক্রোধ করা উচিত নয়। কারো সাথে তর্ক বিতর্ক করা উচিত নয়। রিফ্রেশ হয়ে সার্ভিস করতে হবে।

২) নিদ্রাকে জয় করতে হবে। রাত জেগে বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর জ্ঞান মন্ডন করতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- অপেক্ষা করা ছেড়ে ব্যবস্থা করতে পারা বিয়োগীর পরিবর্তে সহযোগী এবং সহজযোগী ভব কিছু বাচ্চারা অপেক্ষা করে, এটা দূর হলে তবে মুক্ত হবো। এই দ্বন্দ্ব বিরোধিতা যখন থামবে তখন আমি মুক্ত হব। কিন্তু এমনটা হয়না। মায়ার বিঘ্ন তথা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সময়ে-সময়ে বিভিন্ন রূপে আসবেই। সুতরাং এমন অপেক্ষা করবে না অমুক ব্যক্তি (বিরোধিতা করা থেকে) সরে যাক, অমুক পরিস্থিতি চলে যাক... না, আমাকেই সরতে হবে। এমনই ব্যবস্থা করো। সবসময় শ্রীমতের আঙুলকে আধার করে চলে, সহযোগী থেকে সহজযোগী হও। কখনও সহযোগী কখনও অসহযোগী নয়।

স্নোগানঃ:- নিজের উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা অনেক আত্মাদের উৎসাহকে বৃদ্ধি করা - এই হলো প্রকৃত সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনো জিনিসের প্রতি আসক্তি রাখা উচিত নয়, দেহ সহ সবকিছুর থেকে বেগার (ভিখারি) হতে হবে, শিবপুরী আর বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - দীনদয়াল বাবা গরিব বাচ্চাদেরও কোন্ বিষয়ে নিজের সমান তৈরি করে থাকেন?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন আমি যেমন উদার চিত্তের, অবগুণ নিয়ে তোমাদের বাদশাহী দিয়ে থাকি, তেমনি বাচ্চারা তোমাদেরও, যদিও তোমরা বাচ্চারা গরিব তবুও তোমরাও দরাজদিল হও। অল্প পয়সা দিয়েও এই গডলি ইউনিভার্সিটি খোলো, এতে কোনো খরচ নেই। ৩-৪ জনও যদি এই ইউনিভার্সিটি থেকে ভালো ফল পেয়ে থাকে তবে যে এটা খুলবে তার অহো সৌভাগ্য। কেবল সুপুত্র (আজ্ঞাকারী) হয়ে থাকতে হবে। কাম, ক্রোধের বশীভূত হয়ে কখনোই সদ্ধরুর নিন্দা করাবে না।

ওম্ শান্তি । বাপদাদা আর মাম্মা। মাম্মা দুইজন হয়ে থাকেন - দাদী আর মা। ইনি তোমাদের বড় মা (ব্রহ্মা)। কিন্তু বাচ্চাদের দেখাশোনা (সামলানো) করার জন্য জগৎ অশ্রা নিমিত্ত হয়েছেন। শিববাবা হলেন বহরুপী, তিনি তোমাদের সাথে খেলাধুলাও করেন। যেমন আনন্দানুষ্ঠান হয় না! বিয়েতে যখন বাগদান হয় তখনও আনন্দানুষ্ঠান হয় এবং বিয়ের অনুষ্ঠানের আগে দুজনেই ছেঁড়া পোশাক পড়ে এবং তাদের গায়ে তেল মাখিয়ে দেওয়া হয় (গায়ে হলুদ)। এই রীতি এখান থেকেই নেওয়া হয়েছে। বাচ্চারা তোমাদেরকেও বাবা বুঝিয়ে থাকেন সম্পূর্ণ রূপে বেগার (ভিখারি) হতে হবে। কোনো কিছুই যখন থাকবে না তখনই সবকিছু পাবে। দেহ সমেত কিছুই যেন না থাকে। শিবপুরী, বিষ্ণুপুরীর দিকেই বুদ্ধিযোগ লাগিয়ে রাখতে হবে আর কোনো জিনিসের প্রতিই যেন আসক্তি না থাকে। অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। মীরাকে দেখো তার কত গায়ন আছে। লোকলাজ এর (সমাজের মতামত) প্রতি কোনো পরোয়া ছিল না। শুধু পবিত্রতার জন্যই তার এতো নাম। জ্ঞানের অমৃতও মীরা পায়নি। তার শুধুই শ্রী কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা ছিল। কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্য বিষ্ণু ত্যাগ করেছিল, ঠিক যেমন একজন স্ত্রী তার স্বামীর চিতায় আল্লাহুতি দিয়ে সতী হয়। এমন তো নয় যে মীরা স্মরণ করতে-করতে কৃষ্ণপুরীতে গেছে। ঐ সময় কৃষ্ণপুরী তো ছিল না। মীরা ৫-৭ শো বছর আগে বিদ্যমান ছিল। মীরা খুব ভক্ত ছিল, সেইজন্যই কোনো ভালো ভক্তের ঘরে তার জন্ম হয়েছে। তার নাম কতভাবে চলে আসছে। সেটা তো মীরার ভক্তি ছিল। তোমরা এখন হলে জ্ঞানের মীরা। তোমরা এসেছো সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়তে মহারানী হওয়ার জন্য। যদিও প্রথমে অশিক্ষিত, শিক্ষিতদের কাছে মাথা নত করে, তবুও তারা মহারানী তো হবে তাইনা। যদি কেউ শৈশবকে ভুলে গিয়ে বাবার হাত ছেড়ে দেয় তবে সে কখনো মহারানী হবে না আর প্রজার মধ্যে তার পদ মর্যাদাও কমে যাবে। বৈকুণ্ঠে তো আসবে কিন্তু পদ কম হয়ে যাবে। বাবা বুঝিয়েছেন - যারা ভক্তি করে তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তোমরা কি চাও? কেন কৃষ্ণের ভক্তি করো? নিশ্চয়ই অন্তর চায় যে তার রাজধানীতে যাই। কিন্তু সেখানে যাবে কীভাবে? অসংখ্য মানুষ বলে থাকে শান্তি চাই। কিন্তু অশান্তি তো সম্পূর্ণ দুনিয়াতে। তুমি একা শান্তি পেলে কি করে হবে। আমি তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য সুখী করে তুলতে পারি। দেবতারা এই ভারতেই সবসময়ই সুখী ছিল। পুনরায় সেই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এখানে তো শুধুই মায়ার রাজ্য, শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। শান্তির জন্য আলাদা জায়গা আছে, সুখের জন্য আলাদা জায়গা আছে। সুখধামে সবাই সুখী হয়। কোনো একজনও সেখানে দুঃখী হয়না আর দুঃখধামে একজনও সুখী হতে পারে না। এখানে যেমন রাজা রানী তেমনি প্রজা সবাই দুঃখী থেকে দুঃখী। সুখধামে কোনো জানোয়ারও দুঃখ ভোগ করে না। শান্তির দুনিয়াই সম্পূর্ণ আলাদা, যাকে নির্বাণধাম বলা হয়। শরীর ত্যাগ করলে বলে থাকে অমুকে নির্বাণধামে চলে গেছে। কিন্তু কেউ-ই যায় না। যদি কেউ গিয়ে থাকে, যাওয়ার আগে কী করে গেছে? সবাই এখানে দুঃখীই দুঃখী, কত লড়াই-ঝগড়া হয়। কেউ বলে আমাদের দেশ থেকে হিন্দুরা চলে যাক, কেউ বলে অমুক চলে যাক। একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। বাবাও দেখছেন এখন অনেক ধর্ম হয়ে গেছে সুতরাং লড়াই করতেই থাকে, সেইজন্যই সমস্ত দেহের ধর্মকে বাদ দিয়ে দেন। বাবা বলেন যে যেই ধর্মেরই হোক না কেন, আমি তাদের শরীরের ধর্ম থেকে বের করে দেব। সত্যযুগে শুধুমাত্র এক দেবতা ধর্ম থাকে। এইসব জ্ঞান তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে। হাতে চিত্র নিয়ে তোমাদের বাণপ্রস্তুদের (অবসর গ্রহণের পর্যায়ে থাকা) বোঝানো উচিত। তোমাদের মন্দিরে যাওয়া উচিত। তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে শঙ্করের সামনে শিবকে দেখানো হয়েছে সুতরাং নিশ্চয়ই শঙ্করের থেকে বড় (শ্রেষ্ঠত্ব) হবেন। যদি শঙ্করই ভগবানের রূপ হবে তবে তার সামনে শিবলিঙ্গ রাখার কি দরকার। সন্ন্যাসী নিজেকে ব্রহ্ম জ্ঞানী, তত্ত্ব জ্ঞানী বলে থাকে। শিব সম্পর্কে তারা জানেই না। তত্ত্ব তো বলা হয় থাকার স্থানকে। ওরা ব্রহ্ম আর তত্ত্বকে এক বলে মানেই না। আচ্ছা ব্রহ্ম

জ্ঞানী, তত্ত্ব জ্ঞানী হলে তারপর আবার নিজেকে শিব বলে কেন? ওরা তো মনে করে শিব এবং ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। ব্রহ্ম হলো নিবাস স্থান। মানুষ খুব বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। বাচ্চারা তোমাদের এখন বুদ্ধিমান হতে হবে। তোমরা সন্ন্যাসীদেরও বোঝাতে পারো। তাদের মধ্যে যারা সত্যিকারের দেবতা ধর্মের হবে তারাও বেরিয়ে আসবে, আর তারা দ্রুত এই জ্ঞান বুঝতে পারবে। যারা ৩-৪ জন্ম আগে কনভার্ট হয়েছিল তারা এতো তাড়াতাড়ি সেই ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসবে না। যারা সম্প্রতি ধর্মান্তরিত হয়েছে তারা দ্রুত বেরিয়ে আসবে। বাবারও প্রচেষ্টা থাকে। বাবা হলেন চুস্ক। আত্মারা ছুঁচ। এখন ছুঁচের মধ্যে জং পড়ে গেছে। জং পড়া ছুঁচ উপরে কীভাবে যাবে। ডানা ভেঙে গেছে। জং পড়া জিনিস কেরোসিন তেলে ঢালা হয়। বাবাও এই জ্ঞান অমৃতের দ্বারা সবার জং পরিষ্কার করছেন। তারপর আমরা সত্যিকারের সোনা হয়ে যাবো। তোমরা এখন পাথরনাথ থেকে পারসনাথ হচ্ছে। ভারত পারসপুরী ছিল। এখন দেখো সোনার মূল্য কত বৃদ্ধি পেয়েছে। ওখানে সম্ভা হয়ে যাবে। ভারত, যা এখন পাথরের ভূমিতে পরিণত হয়েছে পুনরায় দেবত্বের ভূমি হবে। আমাদের বুদ্ধিতে এই চক্র ঘুরতেই থাকে। সারাদিন চক্র বুদ্ধিতে ঘুরলে তবেই চক্রবর্তী রাজা রাণী হবে। দুনিয়াতে এই বিষয়ে কেউ-ই কিছু জানে না। তোমরা জানো সত্যযুগে যারা রাজত্ব করে, তাদের ৮৪ জন্ম হয়। তারপর ত্রেতায় আসবে যারা তাদের জন্ম নিশ্চয়ই কম হবে। কোথায় ৮৪ জন্ম, কোথায় ৮৪ লক্ষ বলে থাকে। তবে তো প্রতিটি চক্রের সময়কালও এতো দীর্ঘ হওয়া উচিত, যাতে তারা এতোগুলো জন্ম নিতে পারে। এসবই গল্প কথা। সবসময় তাদের প্রথমে চিত্র দেওয়া উচিত। এর জন্য কখনও তোমরা পয়সা চাইবে না। তোমাদের কাজ হচ্ছে দেওয়া। তারা যদি কিছু দিতে চায় স্বেচ্ছায় দেবে। তোমাদের কাছে দাম জিপ্তেস করলে বলবে বাবা তো গরিবের প্রভু। গরিবদের জন্যই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ধনী ব্যক্তির যা দেবে সেটা দিয়ে আমরা আরও প্রিন্ট করব। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খোড়াই অর্থ ব্যবহার করি! যা পাওয়া যায় মানুষের সেবার কাজে লাগানো হয়। বিতবান হলে ধর্মশালা ইত্যাদি তৈরী করে থাকে। এখানে গরিবও সেন্টার তৈরী করতে পারে, এতে কোনো খরচ নেই। মনে করো যদি কেউ বলে আমি সেন্টার খুলব অথবা গডলি ইউনিভার্সিটি খুলব। তারপর সেই গডলি ইউনিভার্সিটি থেকে যদি তিন-চারজনও ভালো ফল পায়, তবে সেই সেন্টার যারা খুলেছে তাদের জন্য অহো সৌভাগ্য। এরজন্য উদার হৃদয় হতে হবে। দেখো বাবা কত উদার! বাবা তোমাদের সমস্ত অবগুণ নিয়ে বাদশাহী দিয়ে থাকেন। সপুত (আপ্তাকারী) বাচ্চারাই বাবার সার্ভিস করতে পারে। কপুত (আপ্তা অমান্যকারী) বাচ্চারা কি করবে! কপুতদেরকে বাবা খোড়াই উত্তরাধিকার দেবেন! তোমাদের সদ্ধরুকে দেখাতে হবে। কাম অথবা ক্রোধ করা অর্থাৎ সদ্ধরুর নিন্দা করা, তারপর পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। খুব সাবধানে চলতে হবে। বাবা বলেন বিষের উত্তরাধিকার তো লৌকিক বাবার কাছ থেকে, স্বামীর কাছ থেকে নিয়ে আসছো। এখন এই পারলৌকিক পিতা, স্বামী অমৃতের উত্তরাধিকার তোমাদের দিচ্ছেন।

তোমরা সব ধর্মাবলম্বীদের রচয়িতা আর রচনার নলেজ দিতে পারো। ঐ রচয়িতা থাকেন শান্তিধামে। তাঁকে স্মরণ করে তোমরা শান্তির বর্ষা নিতে পারো। বর্ষা নিতে-নিতে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর তোমরা তাঁর কাছে চলে যেতে পারবে। এই জ্ঞান সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের জন্য। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ নতুন। শান্তি হচ্ছে ভক্তি মার্গের জন্য। দরজায়-দরজায় ধাক্কা খাওয়া, ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো, তীর্থে যাওয়া। এখানে শুধুমাত্র একটা জ্ঞানের মাধ্যমেই তরী পার করা যায়। আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা এখন তোমরা স্বর্গে যাচ্ছে। যারা বিষ পান করে তারা বিষ তো অবশ্যই সৃষ্টি করবে কেননা সম্পূর্ণ দুনিয়া প্রতারণায় ভরে গেছে। দেখো ভারতে পবিত্রতা নেই সেইজন্যই ধাক্কা খেতে থাকে। এখানে হাস্যামা, স্ট্রাইক করতেই থাকে। গভর্নমেন্টের জন্য অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। গভর্নমেন্ট তাদের স্পষ্টভাবে বলে যে এতো খরচ মেটানোর জন্য এতো টাকা কোথায় পাব? মানুষ বলে তোমরা আনন্দ করছো, পয়সা ওড়াচ্ছে। ধন একত্রিত করছ, আমরা কি অপরাধ করেছি। আমাদের মাইনে চাই। স্ট্রাইক করলে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। এসব হবেই। কোথাও সবজি পাওয়া যাবে না, কোথাও বা দুধ পাওয়া যাবে না, যত্রতত্র গন্ডগোল হয়ে চলেছে। এসব হাস্যামা হওয়ার পর তারপর শান্তি আসবে। বিনাশ এবং তারপর বিষ্ণুপুরীর সাক্ষাতকার তো অর্জুনকেও করিয়েছিল তাইনা। তোমরাও এখন দেখছো। দেখো, কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে না তখন তার জন্য যন্ত্র রচনা হচ্ছে। কোথাও খুব অশান্তি হচ্ছে শান্তির জন্য যন্ত্র করা হচ্ছে। কিন্তু পীসফুল তো হলেন একজনই, ভগবান। তিনি যখন আসেন শান্তি প্রদান করেন। দাতা তো হলেন একজনই। দেখো তোমরা কতো আদরের বাচ্চারা। অনেক জন্ম পরে অন্তিমে এসে তাঁর সাথে মিলিত হয়েছে। সুতরাং সম্পূর্ণ সৌভাগ্য প্রাপ্ত করে নাও। বাচ্চাদের টোলপুট বলা হয়, (টোলির মতো মিষ্টি)। এক হলো জাগতিক মিষ্টি, এ হলো রুহানী মিষ্টি যা আত্মিক পিতা দিয়ে থাকেন। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে- লক্ষ্য অনেক বড়। এতেই পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন ৮ ঘন্টা দেহী-অভিমানী হয়ে থাকো তারপর শরীর নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করো। রাতে জেগে থাকলে খুব ভালো প্রভু প্রেম অনুভব করতে পারবে। এর মধ্যে উপার্জন আছে না! হে নিদ্রা বিজয়ী বাচ্চারা, আমি বাবাকে প্রতিটি নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে স্মরণ করো। বিচার সাগর মন্বন করো। দিব্যরাত্র যত যোগযুক্ত হয়ে থাকবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে আর জ্ঞানের সাগর

মন্ডন করলে ততই উপার্জন হবে। বাদবাকি সার্ভিস তো অনেক আছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা বলবেন বসে থাকো, আরাম করো, জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। বাবা কি সমাজ ও মানুষের কথা কিছু ভেবেছেন? আর বাদশাহী পেতে চলেছো সুতরাং এ'সব একপাশে সরিয়ে দেওয়া উচিত। তবে হ্যাঁ, প্রত্যেকের নিজের নিজের পাট আছে। প্রত্যেকের কর্মবন্ধন আলাদা-আলাদা। পয়সা থাকলে অলৌকিক সার্ভিসে ব্যবহার করে সফল করে তোলো। বাচ্চারা তো বুঝতে পেরেছে যে এই জ্ঞান মার্গে বিঘ্ন অবশ্যই পড়বে কেননা পবিত্রতার প্রশ্ন। যে-ই ধর্ম স্থাপন করতে আসুক না কেন তাকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। এই সময় মানুষ তো খুব নোংরা (স্বভাব, আচরণে) হয়ে গেছে। অনেক বিঘ্ন তৈরি করবে, মিথ্যা কলঙ্ক দেবে। এ'সব বিষয়ে ভয় পাওয়া উচিত নয়। যা কিছু ঘটুক না কেন ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। ৫ হাজার বছর আগেও কলঙ্ক লেগেছে। এখনও কলঙ্ক হবে। বানিয়ে মিথ্যা-মিথ্যা কথাও বলবে। কারো রেসপন্ড ঠিক মতো না পেলেও গন্ডগোল করে থাকে। ধীরে-ধীরে সন্ন্যাসী উদাসী ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীরাও আসবে। সবাইকে বাবার নলেজ অবশ্যই নিতে হবে। এই চিত্রও সম্পূর্ণ দুনিয়াতে যাবে। কখনও ক্রোধের বশীভূত হয়ে তর্ক-বিতর্ক করা উচিত নয়। যতই কেউ নিন্দা করুক, ক্রোধ করা উচিত নয়। বাচ্চাদের রিফ্রেশ হয়ে সার্ভিস করতে হবে। দিন-দিন কায়দা কানুন সংশোধন হতে থাকবে। দুনিয়ার কায়দা কানুন তো বিগড়াতেই থাকবে কেননা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আমরা তো সতোপ্রধান হচ্ছি। আচ্ছা।

তোমরা বাচ্চারা হলে রাজশাসি। তোমরা বলে থাকো আমরা তপস্যা করছি - বাণপ্রস্থে যাওয়ার জন্য। এমন উত্তর দেওয়ার মতো কোনো মানুষের বুদ্ধি নেই। ওরা তো বাণপ্রস্থ সম্পর্কে জানেই না। তোমরা বলবে আমরা হলাম রাজযোগী। জীবনমুক্তির জন্য তপস্যা করছি। শেখাচ্ছেন পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর। মাতা'রা এইভাবে বসে বোঝালে সবাই অবাক হয়ে যাবে। তাদের বলা, আমাদের পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। ভবিষ্যতের উচ্চ পদ প্রাপ্ত করানোর জন্য। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যদিও কেউ অপমান করে, আমাদের ক্রোধ করা উচিত নয়। কারো সাথে তর্ক বিতর্ক করা উচিত নয়। রিফ্রেশ হয়ে সার্ভিস করতে হবে।

২) নিদ্রাকে জয় করতে হবে। রাত জেগে বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর জ্ঞান মন্ডন করতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- অপেক্ষা করা ছেড়ে ব্যবস্থা করতে পারা বিয়োগীর পরিবর্তে সহযোগী এবং সহজযোগী ভব কিছু বাচ্চারা অপেক্ষা করে, এটা দূর হলে তবে মুক্ত হবো। এই দ্বন্দ্ব বিরোধিতা যখন থামবে তখন আমি মুক্ত হব। কিন্তু এমনটা হয়না। মায়ার বিঘ্ন তথা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সময়ে-সময়ে বিভিন্ন রূপে আসবেই। সুতরাং এমন অপেক্ষা করবে না অমুক ব্যক্তি (বিরোধিতা করা থেকে) সরে যাক, অমুক পরিস্থিতি চলে যাক... না, আমাকেই সরতে হবে। এমনই ব্যবস্থা করো। সবসময় শ্রীমতের আঙুলকে আধার করে চলে, সহযোগী থেকে সহজযোগী হও। কখনও সহযোগী কখনও অসহযোগী নয়।

স্নোগানঃ:- নিজের উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা অনেক আত্মাদের উৎসাহকে বৃদ্ধি করা - এই হলো প্রকৃত সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কর্তব্য হলো, একে অপরকে বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করা, এতেই সকলের কল্যাণ নিহিত আছে"

*প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা কোন্ গুহ্য রহস্যকে বুঝতে পারো, যা কোনো বৈজ্ঞানিকরাও বুঝতে পারে না ?

*উত্তর:- তোমরা বুঝতে পারো যে, আত্মা এক অতি সূক্ষ্ম স্টার, তার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার ভরা থাকে। আত্মাই শরীরের দ্বারা নিজের - নিজের পার্ট প্লে করছে। শরীর হলো জড়, আর আত্মা চৈতন্য। তেমনই পরমাত্মাও স্টার, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য এবং চৈতন্য। তিনি কোনো হাজার সূর্যের থেকে তেজোময় নন। এই গুহ্য রহস্য তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো। বৈজ্ঞানিকরা এই বিষয় বুঝতে পারে না। তোমাদের সবাইকে সবার প্রথমে আত্মা আর পরমাত্মার পরিচয় প্রদান করতে হবে।

*গীত:- মাতা ও মাতা, তুমি সকলের ভাগ্য বিধাতা...

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদের বলেন যে - বাচ্চারা, স্বদর্শন চক্রধারী ভব। বাবা বাচ্চাদের এই সাবধান বাণী দিয়েছেন। বাচ্চাদেরও একে অপরকে সাবধান করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে চট করে সেই নেশা চড়ে যায়। স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য একে অপরকে সাবধান করতে হবে। নিজেদের মধ্যে মিলিত হলে যেমন একে অপরকে নমস্কার ইত্যাদি করে, তাই না, কিন্তু তাতে কোনো কল্যাণ হয় না। কল্যাণ তখনই হবে যখন তোমরা বাচ্চারা একে অপরকে সাবধান করবে। স্বদর্শন চক্রধারী শব্দে সবকিছুই এসে যায়। বাবার পরিচয়, পদের পরিচয়, চক্রেরও পরিচয় এসে যায়। তাই প্রথম কর্তব্য হলো, একে অপরকে সাবধান করে দেওয়া। স্মরণ করিয়ে দিলে সাবধান হয়ে যাবে। তোমাদের প্রতি মুহূর্তে একে অপরকে সাবধান করতে হবে। তোমরা বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী নিজেকে অশরীরী মনে করে অশরীরী বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণ অর্থাৎ যোগ। যোগের দ্বারাই তোমাদের নিরোগী কায়া তৈরী হয়। এ হলো এখানকার পুরুষার্থ। অস্ত্রে যখন একদম কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে তখনই নিরোগী হবে। এখন তো তোমরা পুরুষার্থী। বাবা এখন বসে বাচ্চাদের বোঝান, কেননা তিনি জানেন, সকলেই এখন অবুঝ। যখন দেবতা ইত্যাদির পূজা করে তখন তাদের অক্যুপেশন বা কর্তব্য - কর্ম সম্বন্ধে কেউই জানে না, তাই তোমাদের বোঝাতে হবে যে, আমরা সকলের বায়োগ্রাফি বলতে পারি। প্রথমে তো তোমাদের মুখ্য পরমপিতা পরমাত্মাকে জানতে হবে। এতেও অনেক মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা বলে - পরমাত্মার কোনো নাম - রূপ নেই। তাই প্রাথমিক মুখ্য কথা হলো - আত্মা - পরমাত্মার প্রভেদ আর জ্ঞান বলে দেওয়া। এ তো তোমরা জানো যে, সকলেই হলো আত্মা। পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা এমন বলা হয়। পাপ পরমাত্মা কখনো বলা হবে না। পতিত দুনিয়া তো আছেই, তাই না। পরমাত্মা তো আর পতিত হন না। তাই মানুষকে প্রথম - প্রথম আত্মাকে জানতে হবে কেননা আত্মার জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যেই নেই। আত্মাই শোনে, আত্মাই খাওয়াদাওয়া করে, সবকিছুই আত্মা করে এই অর্গ্যান্সের দ্বারা। আত্মার রূপ কি? বলা হয় -- ব্রুকুটির মধ্যে ঝলমলে এক আজব নক্ষত্র। তাই আত্মার রূপ তো বোঝাতে হবে, তাই না। আত্মার রূপ তো এতো বড় কিছু নয়। আত্মা অতি সূক্ষ্ম। আত্মার রূপ হলো জিরো অথবা বিন্দুও বলা হয়। এখন এর উপরও বিচার করা উচিত যে, আত্মা কতো সূক্ষ্ম। মানুষ জিজ্ঞেস করে যে, আত্মা শরীর থেকে কিভাবে নির্গত হয়? কোথা থেকে নির্গত হয়? কেউ বলে মাথা থেকে নির্গত হয়, কেউ আবার বলে, চোখ থেকে নির্গত হয় - কেননা দরজা তো অনেক আছে, তাই না কিন্তু আত্মা কি জিনিস, এ জানা খুবই আশ্চর্যের। তাই জিজ্ঞেস করে, আত্মা কিভাবে নির্গত হয়, একথা বলে না যে, আত্মা কিভাবে আসে, কিন্তু প্রথমে তো এই কথা জানতে হবে যে, আত্মা কি জিনিস। কতো ছোটো আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এই কথা খুবই আশ্চর্যের। আত্মা তো বরাবর স্টারের মতো। তাকে বড় বলা হবে না। এরোপ্লেন উপরে গেলে তা খুব ছোটো দেখা যায়। আত্মা কিন্তু বড় হয় না। তার তো একই রূপ। তাই প্রথম - প্রথম আত্মাকে জানা উচিত। আমি আত্মা কিভাবে এই শরীরে প্রবেশ করি। যদিও কারোর কারোর সাক্ষাৎকার হয় যেন স্টারের মতো। ওই ছোটো আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ ভরা আছে। আত্মা হলো এক। এ বড় আশ্চর্যের। পরমাত্মার রূপও কেউ জানে না। বাস্তবে আত্মা যেমন, পরমপিতা পরমাত্মাও তেমনই। তিনি হলেন বাবা। এখানে যদিও বাবা আর বাচ্চা ছোটো - বড় হয়, আত্মা কিন্তু ছোটো - বড় হতে পারে না। আত্মা আর পরমাত্মার রূপের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। বাকি দুইয়ের পার্টে আর সংস্কারে প্রভেদ আছে। বাবা বোঝান, আমার মধ্যে কি সংস্কার আছে। তোমাদের অর্থাৎ আত্মার মধ্যে কি সংস্কার আছে? মানুষ

আত্মা আর পরমাত্মার রূপ না জানার কারণে আত্মা - পরমাত্মা এক বলে দেয় । সবকিছু গুলিয়ে দিয়েছে । একথা জানা খুবই জরুরী । পরমাত্মাও আছেন, ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করও আছেন, এঁদের সকলের মধ্যে আত্মা আছে । জগদম্বা সরস্বতীকে গড়েজ অফ নলেজ বলা হয় । তাহলে অবশ্যই সরস্বতীর আত্মার মধ্যে নলেজ থাকবে, কিন্তু তাঁর মধ্যে কি নলেজ আছে, একথা কেউই জানে না । তারা কেবল বলে দেয় - গড়েজ অফ নলেজ । খবরের কাগজে আর্টিকেলস ইত্যাদি পড়ে, তাই তার উপর বোঝানো উচিত । তোমরা বলো, সরস্বতী গড়েজ অফ নলেজ কিন্তু তিনি কোন্ নলেজ দিয়েছিলেন ? কখন দিয়েছিলেন ? তিনি অবশ্যই গডের কাছ থেকে নলেজ পেয়েছিলেন, তাই না । গডের রূপ কি ? গড়েজ অফ নলেজ, এই নাম কিভাবে হয়েছিলো ? গড তো নলেজফুল । তিনি কিভাবে সরস্বতীকে নলেজফুল বানিয়েছিলেন ? এই একটি বিষয়ের উপর কাউকে সঙ্গমে দাঁড় করিয়ে দেওয়া উচিত ।

বাবা বলেন, আমি বোঝাই - আত্মা হলো স্টার । তার মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ কিভাবে ভরপুর হয়ে আছে । কোনো সায়েন্টিস্টও এই কথা বুঝতে পারবে না । আত্মার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার থাকে । এখন আত্মা হলো স্টার । আত্মা, পরমাত্মার রূপ কেমন ? সেও পরম আত্মাই । তফাৎ কিছু নেই । এই যে মহিমা গাওয়া হয়, হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়, এমন কিছু নয় । বাবা বলেন - কেবল তোমাদের আত্মার মধ্যেই নলেজ নেই, আমি পরমাত্মা নলেজফুল - ব্যস, এই হলো তফাৎ । মায়া তোমাদের আত্মাকে পতিত বানিয়ে দিয়েছে । বাকি কোনো প্রদীপ নয়, যে নিভে গিয়েছে । কেবল আত্মার মধ্যে থেকে নলেজ বের হয়ে গেছে - বাবা আর রচনার । তাঁকে আর সরস্বতীকেও নলেজফুল বলা হয় । এখন তিনি এই নলেজ কখন পেয়েছেন ? সরস্বতী কার সন্তান ? এ কেউই জানে না । তাই এই কথা মনে আসা উচিত যে, ওদের কিভাবে বোঝাবো । বাবা পরমাত্মা কে, তাও বোঝাতে হবে যে, তিনিও হলেন স্টার, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে । গড ফাদার হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ । সকলেরই অসীম জগতের পিতা । তিনি সৎ - চৈতন্য, তাঁর মধ্যে প্রকৃত নলেজ আছে । তাঁকে সত্যও বলা হয় । আর কারোর মধ্যে সত্য জ্ঞান নেই । রচয়িতা হলেন একমাত্র বাবা । তাই সমস্ত রচনার নলেজও তাঁর মধ্যেই আছে । তিনি ঝাড়ের বীজরূপ তো, তাই না । আত্মা তো হলো চৈতন্য । শরীর হলো জড় । আত্মা যখন প্রবেশ করে তখন এই শরীর চৈতন্য হয় । তাই বাবা বোঝান যে, আমিও তেমনই । আত্মা ছোটো - বড় হতে পারে না । তোমরা যেমন আত্মা, তেমনই পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা হলেন পরম । তাঁর মহিমা সবথেকে উঁচু । তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ । মনুষ্যই তাঁকে স্মরণ করে । মানুষ তো এ কথা জানে যে, বাবা উপরে থাকেন । আত্মা এই অর্গ্যাঙ্গের দ্বারা বলে - হে পরমপিতা পরমাত্মা । মনুষ্য একথা জানেই না কারণ তারা দেহ বোধ সম্পন্ন । তোমরা এখন দেহি অভিমানী হয়েছো । তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করেছো । তোমরা জানো যে, নিরাকারকেই গড বলা হয় । আমরা তাঁর সন্তান । ওই গড এসেই নলেজ দান করেন । তাঁকে নলেজফুল, ব্লিসফুল বলা হয় । দয়ার সাগর, সুখের সাগর, শান্তির সাগর -- তাঁর এই মহিমা গাওয়া হয় । তাহলে অবশ্যই বাচ্চাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত । তিনি কখনো কোনো সময় এসে উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, তাই তো তাঁর মহিমা করা হয় । দেবতাদের মহিমা আলাদা । বাবার মহিমা আলাদা । তিনি সমস্ত আত্মাদের পিতা । সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কারণে তাঁকে বীজ রূপ বলা হয় । প্রথম প্রথম তোমাদের বাবার পরিচয় দান করতে হবে । শাস্ত্রে দেখানো হয় -- অঙ্গুষ্ঠের মতো । আমরা বলি, তিনি হলেন জ্যোতির্বিদ্যুৎ । চিত্রও তো বানানো হয়েছে, কিন্তু তিনি তো এতো বড় নন । তিনি হলেন অতি সূক্ষ্ম । তাহলে তোমরা কি বোঝাবে ? তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে, চিত্রে এতো বড় রূপ কেন দেখানো হয়েছে ? বলো, না হলে কিভাবে দেখাবে ? তিনি তো এক বিন্দু, তাহলে তাঁর পূজা কিভাবে করবে ? তাঁর উপর দুধ কিভাবে চড়াবে ? পূজা করার জন্য এই রূপ বানানো হয়েছে । বাকি একথা বুঝতে পারে যে, তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি পরমধামে থাকেন । ওই পরমধাম হলো আমাদের সুইট হোম । নিরাকারী দুনিয়া, মূলবতন, সূক্ষ্মবতন তারপর স্থূলবতন । বাবা নিরাকারী দুনিয়াতে থাকেন । আত্মা বলে যে, আমি নির্বাণধামে যাবো । যেখানে এই অর্গ্যাঙ্গ থাকবে না । আত্মা এই ধরনীতে এসেই শরীর ধারণ করে । এখন একথা কিভাবে বোঝানো যায় যে, আত্মা কোথা থেকে চলে যায় । এ তো জানো যে, মাংসপিণ্ডে আত্মা প্রবেশ করলেই চৈতন্য অর্থাৎ প্রাণসঞ্চার হয় । এই জিনিস কতো সূক্ষ্ম । এই আত্মার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার ভরপুর আছে । তারপর এক - এক জন্মে সংস্কার প্রকট হতে থাকবে । তাই বাবা বোঝান, তোমাদের এক একটি কথা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে । সরস্বতীর বিষয়েও তোমরা বোঝাতে পারো । তিনি কার সন্তান ? এই সময় তোমাদের তো আর দেব - দেবী বলা যাবে না । সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার সন্তান । তাহলে তিনিই জ্ঞানের দেবী হলেন । ব্রহ্মার মুখ কমল দ্বারা জ্ঞান দান করেছিলো, এমন দেখানো হয় । তাহলে ব্রহ্মারও তো নাম আছে, তাই না । এই সময় তোমরা হলে ব্রাহ্মণ । যদিও আত্মা পবিত্র হতে থাকে, কিন্তু শরীর তো আর পবিত্র হতে পারে না । এ হলো তমোপ্রধান শরীর । বাবা তাই বোঝান - বাচ্চারা, তোমাদের একে অপরকে সাবধান করে দিয়ে উল্লভি প্রাপ্ত করতে হবে । তোমরা বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো কি ? স্বদর্শন চক্রকে স্মরণ করো কি ? বাবা বলেন, একজনও এভাবে সাবধান করে না । তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে করতে

নিদ্রাজিৎ হতে হবে, এতে তো অনেক উপার্জন । উপার্জনের সময় কোনো পরিশ্রম হয় না, কিন্তু তোমাদের স্থূল কাজও করতে হয় তাই পরিশ্রমও হয় ।

বাবা বোঝান, তোমাদের রাতে জেগেও বাবার সঙ্গে কথা বলতে, জ্ঞান সাগরে ডুব লাগাতে হয় । যেমন এক পশু আছে, কেবল জলে ডুব দেয় । তাই এমন ডুব দিলে, বিচার সাগর মন্ডন করলে দেখা যায় যে, মাথায় অনেক পয়েন্টস আসে । কোথাও না কোথাও থেকে বের হয়ে আসে । একেই বলা হয়, রাত জেগে জ্ঞানের বিচার সাগর মন্ডন করা । মানুষ একদমই জানে না, তাদের বোঝাতে হবে । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । যারা আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের অর্থাৎ সত্যযুগে ছিলেন, তাঁরা অবশ্যই এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলেন, তাই না । এখন সম্পূর্ণ রাজধানী কিভাবে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলো ? কলিযুগ থেকে সত্যযুগ হওয়াতে তো দেবী লাগে না । রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন হয় । কোথায় আয়রন এজ পৃথিবী দুঃখধাম, কোথায় সেই সুখধাম । ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত.... কতো তফাৎ ! এখন তোমরা গড ফাদারের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করছো । সরস্বতী কি করতো ? কেউই জানে না । ব্যস, জ্ঞানের দেবী সরস্বতীর চিত্র পেয়ে গেলো আর খুশী হয়ে গেলো । তাই তাদের সাবধান করতে হয় । পরমাত্মার পরিচয় দান করতে হবে । তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের পরিচয়ও দান করতে হবে । বাবা এসে এই জ্ঞান দান করে নর থেকে নারায়ণ বানিয়েছেন । খুব যুক্তির সাথে প্রত্যেকেরই কর্তব্য বলে দিতে হবে । সরস্বতীও ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী । তাহলে অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মা এসেছিলেন, তিনিই ব্রহ্মার দ্বারা মুখ বংশাবলীর রচনা করেছিলেন । প্রথম - প্রথম তিনি নলেজ কাকে দিয়েছিলেন? বলা হয় কলস সরস্বতীকে দেওয়া হয়েছিলো । মাঝখান থেকে ব্রহ্মাকে লুকিয়ে দেওয়া হয়েছিলো । এ তো কেউই জানে না যে, পরমাত্মা ব্রহ্মা তনে এসে মাতাদের কলস দান করেছিলেন, তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মাও শুনে থাকবে, তাই না । ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্রও দেখানো হয় । ব্রহ্মার মত বিখ্যাত । ব্রহ্মা কোথা থেকে এলো ? এই রথ কোথা থেকে বের হলো ? কেউই জানে না । বাবা তা এখনই বলেছেন, যা তোমরাই বুঝতে পারো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রাত জেগে জ্ঞানের বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে । জ্ঞান সাগরে ডুব দিতে হবে । বাবাকে স্মরণ করে নিদ্রাজয়ী হতে হবে ।

২) স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে । নিজেদের মধ্যে বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে একে অপরকে সাবধান করে উল্লিতি প্রাপ্ত করতে হবে ।

বরদানঃ:- নিজেকে সঙ্গমযুগী মনে করে ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তন করে সমর্থ আত্মা ভব
এই সঙ্গম যুগ হলো সমর্থ যুগ । তাই সদা এই স্মৃতি রাখো যে, আমরা সমর্থ যুগের অধিবাসী, সমর্থ বাবার সন্তান, সমর্থ আত্মা, তাহলে ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যাবে । কলিযুগ হলো ব্যর্থ, কলিযুগের থেকে যখন পৃথক হয়ে গেছো, যখন সঙ্গম যুগী হয়ে গেছো, তখন ব্যর্থর থেকেও দূরে চলে গেছো । যদি কেবল সময়েরও স্মরণ থাকে তাহলেও সময় অনুযায়ী কর্ম সততই চলতে থাকবে । অর্ধেক কল্প ব্যর্থ চিন্তা করেছো, ব্যর্থ কর্ম করেছো, কিন্তু এখন যেমন সময়, যেমন বাবা, তেমন বাচ্চারা ।

স্লোগানঃ:- যে সদা ঐশ্বরীয় বিধানে চলে, সে-ই ব্রহ্মা সমান মাস্টার বিধাতা হয়ে যায় ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কর্তব্য হলো, একে অপরকে বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করা, এতেই সকলের কল্যাণ নিহিত আছে"

*প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা কোন্ গুহ্য রহস্যকে বুঝতে পারো, যা কোনো বৈজ্ঞানিকরাও বুঝতে পারে না ?

*উত্তর:- তোমরা বুঝতে পারো যে, আত্মা এক অতি সূক্ষ্ম স্টার, তার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার ভরা থাকে। আত্মাই শরীরের দ্বারা নিজের - নিজের পার্ট প্লে করছে। শরীর হলো জড়, আর আত্মা চৈতন্য। তেমনই পরমাত্মাও স্টার, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য এবং চৈতন্য। তিনি কোনো হাজার সূর্যের থেকে তেজোময় নন। এই গুহ্য রহস্য তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো। বৈজ্ঞানিকরা এই বিষয় বুঝতে পারে না। তোমাদের সবাইকে সবার প্রথমে আত্মা আর পরমাত্মার পরিচয় প্রদান করতে হবে।

*গীত:- মাতা ও মাতা, তুমি সকলের ভাগ্য বিধাতা...

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদের বলেন যে - বাচ্চারা, স্বদর্শন চক্রধারী ভব। বাবা বাচ্চাদের এই সাবধান বাণী দিয়েছেন। বাচ্চাদেরও একে অপরকে সাবধান করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে চট করে সেই নেশা চড়ে যায়। স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য একে অপরকে সাবধান করতে হবে। নিজেদের মধ্যে মিলিত হলে যেমন একে অপরকে নমস্কার ইত্যাদি করে, তাই না, কিন্তু তাতে কোনো কল্যাণ হয় না। কল্যাণ তখনই হবে যখন তোমরা বাচ্চারা একে অপরকে সাবধান করবে। স্বদর্শন চক্রধারী শব্দে সবকিছুই এসে যায়। বাবার পরিচয়, পদের পরিচয়, চক্রেরও পরিচয় এসে যায়। তাই প্রথম কর্তব্য হলো, একে অপরকে সাবধান করে দেওয়া। স্মরণ করিয়ে দিলে সাবধান হয়ে যাবে। তোমাদের প্রতি মুহূর্তে একে অপরকে সাবধান করতে হবে। তোমরা বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী নিজেকে অশরীরী মনে করে অশরীরী বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণ অর্থাৎ যোগ। যোগের দ্বারাই তোমাদের নিরোগী কায়া তৈরী হয়। এ হলো এখানকার পুরুষার্থ। অস্ত্রে যখন একদম কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে তখনই নিরোগী হবে। এখন তো তোমরা পুরুষার্থী। বাবা এখন বসে বাচ্চাদের বোঝান, কেননা তিনি জানেন, সকলেই এখন অবুঝ। যখন দেবতা ইত্যাদির পূজা করে তখন তাদের অক্যুপেশন বা কর্তব্য - কর্ম সম্বন্ধে কেউই জানে না, তাই তোমাদের বোঝাতে হবে যে, আমরা সকলের বায়োগ্রাফি বলতে পারি। প্রথমে তো তোমাদের মুখ্য পরমপিতা পরমাত্মাকে জানতে হবে। এতেও অনেক মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা বলে - পরমাত্মার কোনো নাম - রূপ নেই। তাই প্রাথমিক মুখ্য কথা হলো - আত্মা - পরমাত্মার প্রভেদ আর জ্ঞান বলে দেওয়া। এ তো তোমরা জানো যে, সকলেই হলো আত্মা। পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা এমন বলা হয়। পাপ পরমাত্মা কখনো বলা হবে না। পতিত দুনিয়া তো আছেই, তাই না। পরমাত্মা তো আর পতিত হন না। তাই মানুষকে প্রথম - প্রথম আত্মাকে জানতে হবে কেননা আত্মার জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যেই নেই। আত্মাই শোনে, আত্মাই খাওয়াদাওয়া করে, সবকিছুই আত্মা করে এই অর্গ্যান্সের দ্বারা। আত্মার রূপ কি? বলা হয় -- ব্রুকুটির মধ্যে ঝলমলে এক আজব নক্ষত্র। তাই আত্মার রূপ তো বোঝাতে হবে, তাই না। আত্মার রূপ তো এতো বড় কিছু নয়। আত্মা অতি সূক্ষ্ম। আত্মার রূপ হলো জিরো অথবা বিন্দুও বলা হয়। এখন এর উপরও বিচার করা উচিত যে, আত্মা কতো সূক্ষ্ম। মানুষ জিজ্ঞেস করে যে, আত্মা শরীর থেকে কিভাবে নির্গত হয়? কোথা থেকে নির্গত হয়? কেউ বলে মাথা থেকে নির্গত হয়, কেউ আবার বলে, চোখ থেকে নির্গত হয় - কেননা দরজা তো অনেক আছে, তাই না কিন্তু আত্মা কি জিনিস, এ জানা খুবই আশ্চর্যের। তাই জিজ্ঞেস করে, আত্মা কিভাবে নির্গত হয়, একথা বলে না যে, আত্মা কিভাবে আসে, কিন্তু প্রথমে তো এই কথা জানতে হবে যে, আত্মা কি জিনিস। কতো ছোটো আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এই কথা খুবই আশ্চর্যের। আত্মা তো বরাবর স্টারের মতো। তাকে বড় বলা হবে না। এরোপ্লেন উপরে গেলে তা খুব ছোটো দেখা যায়। আত্মা কিন্তু বড় হয় না। তার তো একই রূপ। তাই প্রথম - প্রথম আত্মাকে জানা উচিত। আমি আত্মা কিভাবে এই শরীরে প্রবেশ করি। যদিও কারোর কারোর সাক্ষাৎকার হয় যেন স্টারের মতো। ওই ছোটো আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ ভরা আছে। আত্মা হলো এক। এ বড় আশ্চর্যের। পরমাত্মার রূপও কেউ জানে না। বাস্তবে আত্মা যেমন, পরমপিতা পরমাত্মাও তেমনই। তিনি হলেন বাবা। এখানে যদিও বাবা আর বাচ্চা ছোটো - বড় হয়, আত্মা কিন্তু ছোটো - বড় হতে পারে না। আত্মা আর পরমাত্মার রূপের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। বাকি দুইয়ের পার্টে আর সংস্কারে প্রভেদ আছে। বাবা বোঝান, আমার মধ্যে কি সংস্কার আছে। তোমাদের অর্থাৎ আত্মার মধ্যে কি সংস্কার আছে? মানুষ

আত্মা আর পরমাত্মার রূপ না জানার কারণে আত্মা - পরমাত্মা এক বলে দেয় । সবকিছু গুলিয়ে দিয়েছে । একথা জানা খুবই জরুরী । পরমাত্মাও আছেন, ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করও আছেন, এঁদের সকলের মধ্যে আত্মা আছে । জগদম্বা সরস্বতীকে গড়েজ অফ নলেজ বলা হয় । তাহলে অবশ্যই সরস্বতীর আত্মার মধ্যে নলেজ থাকবে, কিন্তু তাঁর মধ্যে কি নলেজ আছে, একথা কেউই জানে না । তারা কেবল বলে দেয় - গড়েজ অফ নলেজ । খবরের কাগজে আর্টিকেলস ইত্যাদি পড়ে, তাই তার উপর বোঝানো উচিত । তোমরা বলো, সরস্বতী গড়েজ অফ নলেজ কিন্তু তিনি কোন্ নলেজ দিয়েছিলেন ? কখন দিয়েছিলেন ? তিনি অবশ্যই গডের কাছ থেকে নলেজ পেয়েছিলেন, তাই না । গডের রূপ কি ? গড়েজ অফ নলেজ, এই নাম কিভাবে হয়েছিলো ? গড তো নলেজফুল । তিনি কিভাবে সরস্বতীকে নলেজফুল বানিয়েছিলেন ? এই একটি বিষয়ের উপর কাউকে সঙ্গমে দাঁড় করিয়ে দেওয়া উচিত ।

বাবা বলেন, আমি বোঝাই - আত্মা হলো স্টার । তার মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ কিভাবে ভরপুর হয়ে আছে । কোনো সায়েন্টিস্টও এই কথা বুঝতে পারবে না । আত্মার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার থাকে । এখন আত্মা হলো স্টার । আত্মা, পরমাত্মার রূপ কেমন ? সেও পরম আত্মাই । তফাৎ কিছু নেই । এই যে মহিমা গাওয়া হয়, হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়, এমন কিছু নয় । বাবা বলেন - কেবল তোমাদের আত্মার মধ্যেই নলেজ নেই, আমি পরমাত্মা নলেজফুল - ব্যস, এই হলো তফাৎ । মায়া তোমাদের আত্মাকে পতিত বানিয়ে দিয়েছে । বাকি কোনো প্রদীপ নয়, যে নিভে গিয়েছে । কেবল আত্মার মধ্যে থেকে নলেজ বের হয়ে গেছে - বাবা আর রচনার । তাঁকে আর সরস্বতীকেও নলেজফুল বলা হয় । এখন তিনি এই নলেজ কখন পেয়েছেন ? সরস্বতী কার সন্তান ? এ কেউই জানে না । তাই এই কথা মনে আসা উচিত যে, ওদের কিভাবে বোঝাবো । বাবা পরমাত্মা কে, তাও বোঝাতে হবে যে, তিনিও হলেন স্টার, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে । গড ফাদার হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ । সকলেরই অসীম জগতের পিতা । তিনি সৎ - চৈতন্য, তাঁর মধ্যে প্রকৃত নলেজ আছে । তাঁকে সত্যও বলা হয় । আর কারোর মধ্যে সত্য জ্ঞান নেই । রচয়িতা হলেন একমাত্র বাবা । তাই সমস্ত রচনার নলেজও তাঁর মধ্যেই আছে । তিনি ঝাড়ের বীজরূপ তো, তাই না । আত্মা তো হলো চৈতন্য । শরীর হলো জড় । আত্মা যখন প্রবেশ করে তখন এই শরীর চৈতন্য হয় । তাই বাবা বোঝান যে, আমিও তেমনই । আত্মা ছোটো - বড় হতে পারে না । তোমরা যেমন আত্মা, তেমনই পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা হলেন পরম । তাঁর মহিমা সবথেকে উঁচু । তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ । মনুষ্যই তাঁকে স্মরণ করে । মানুষ তো এ কথা জানে যে, বাবা উপরে থাকেন । আত্মা এই অর্গ্যাঙ্গের দ্বারা বলে - হে পরমপিতা পরমাত্মা । মনুষ্য একথা জানেই না কারণ তারা দেহ বোধ সম্পন্ন । তোমরা এখন দেহি অভিমানী হয়েছো । তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করেছো । তোমরা জানো যে, নিরাকারকেই গড বলা হয় । আমরা তাঁর সন্তান । ওই গড এসেই নলেজ দান করেন । তাঁকে নলেজফুল, ব্লিসফুল বলা হয় । দয়ার সাগর, সুখের সাগর, শান্তির সাগর -- তাঁর এই মহিমা গাওয়া হয় । তাহলে অবশ্যই বাচ্চাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত । তিনি কখনো কোনো সময় এসে উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, তাই তো তাঁর মহিমা করা হয় । দেবতাদের মহিমা আলাদা । বাবার মহিমা আলাদা । তিনি সমস্ত আত্মাদের পিতা । সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কারণে তাঁকে বীজ রূপ বলা হয় । প্রথম প্রথম তোমাদের বাবার পরিচয় দান করতে হবে । শাস্ত্রে দেখানো হয় -- অঙ্গুষ্ঠের মতো । আমরা বলি, তিনি হলেন জ্যোতির্বিদ্যুৎ । চিত্রও তো বানানো হয়েছে, কিন্তু তিনি তো এতো বড় নন । তিনি হলেন অতি সূক্ষ্ম । তাহলে তোমরা কি বোঝাবে ? তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে, চিত্রে এতো বড় রূপ কেন দেখানো হয়েছে ? বলো, না হলে কিভাবে দেখাবে ? তিনি তো এক বিন্দু, তাহলে তাঁর পূজা কিভাবে করবে ? তাঁর উপর দুধ কিভাবে চড়াবে ? পূজা করার জন্য এই রূপ বানানো হয়েছে । বাকি একথা বুঝতে পারে যে, তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি পরমধামে থাকেন । ওই পরমধাম হলো আমাদের সুইট হোম । নিরাকারী দুনিয়া, মূলবতন, সূক্ষ্মবতন তারপর স্থূলবতন । বাবা নিরাকারী দুনিয়াতে থাকেন । আত্মা বলে যে, আমি নির্বাণধামে যাবো । যেখানে এই অর্গ্যাঙ্গ থাকবে না । আত্মা এই ধরনীতে এসেই শরীর ধারণ করে । এখন একথা কিভাবে বোঝানো যায় যে, আত্মা কোথা থেকে চলে যায় । এ তো জানো যে, মাংসপিণ্ডে আত্মা প্রবেশ করলেই চৈতন্য অর্থাৎ প্রাণসঞ্চার হয় । এই জিনিস কতো সূক্ষ্ম । এই আত্মার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার ভরপুর আছে । তারপর এক - এক জন্মে সংস্কার প্রকট হতে থাকবে । তাই বাবা বোঝান, তোমাদের এক একটি কথা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে । সরস্বতীর বিষয়েও তোমরা বোঝাতে পারো । তিনি কার সন্তান ? এই সময় তোমাদের তো আর দেব - দেবী বলা যাবে না । সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার সন্তান । তাহলে তিনিই জ্ঞানের দেবী হলেন । ব্রহ্মার মুখ কমল দ্বারা জ্ঞান দান করেছিলো, এমন দেখানো হয় । তাহলে ব্রহ্মারও তো নাম আছে, তাই না । এই সময় তোমরা হলে ব্রাহ্মণ । যদিও আত্মা পবিত্র হতে থাকে, কিন্তু শরীর তো আর পবিত্র হতে পারে না । এ হলো তমোপ্রধান শরীর । বাবা তাই বোঝান - বাচ্চারা, তোমাদের একে অপরকে সাবধান করে দিয়ে উল্লভি প্রাপ্ত করতে হবে । তোমরা বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো কি ? স্বদর্শন চক্রকে স্মরণ করো কি ? বাবা বলেন, একজনও এভাবে সাবধান করে না । তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে করতে

নিদ্রাজিৎ হতে হবে, এতে তো অনেক উপার্জন । উপার্জনের সময় কোনো পরিশ্রম হয় না, কিন্তু তোমাদের স্থূল কাজও করতে হয় তাই পরিশ্রমও হয় ।

বাবা বোঝান, তোমাদের রাতে জেগেও বাবার সঙ্গে কথা বলতে, জ্ঞান সাগরে ডুব লাগাতে হয় । যেমন এক পশু আছে, কেবল জলে ডুব দেয় । তাই এমন ডুব দিলে, বিচার সাগর মন্থন করলে দেখা যায় যে, মাথায় অনেক পয়েন্টস আসে । কোথাও না কোথাও থেকে বের হয়ে আসে । একেই বলা হয়, রাত জেগে জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করা । মানুষ একদমই জানে না, তাদের বোঝাতে হবে । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । যারা আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের অর্থাৎ সত্যযুগে ছিলেন, তাঁরা অবশ্যই এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলেন, তাই না । এখন সম্পূর্ণ রাজধানী কিভাবে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলো ? কলিযুগ থেকে সত্যযুগ হওয়াতে তো দেবী লাগে না । রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন হয় । কোথায় আয়রন এজ পৃথিবী দুঃখধাম, কোথায় সেই সুখধাম । ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত.... কতো তফাৎ ! এখন তোমরা গড ফাদারের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করছো । সরস্বতী কি করতো ? কেউই জানে না । ব্যস, জ্ঞানের দেবী সরস্বতীর চিত্র পেয়ে গেলো আর খুশী হয়ে গেলো । তাই তাদের সাবধান করতে হয় । পরমাত্মার পরিচয় দান করতে হবে । তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের পরিচয়ও দান করতে হবে । বাবা এসে এই জ্ঞান দান করে নর থেকে নারায়ণ বানিয়েছেন । খুব যুক্তির সাথে প্রত্যেকেরই কর্তব্য বলে দিতে হবে । সরস্বতীও ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী । তাহলে অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মা এসেছিলেন, তিনিই ব্রহ্মার দ্বারা মুখ বংশাবলীর রচনা করেছিলেন । প্রথম - প্রথম তিনি নলেজ কাকে দিয়েছিলেন? বলা হয় কলস সরস্বতীকে দেওয়া হয়েছিলো । মাঝখান থেকে ব্রহ্মাকে লুকিয়ে দেওয়া হয়েছিলো । এ তো কেউই জানে না যে, পরমাত্মা ব্রহ্মা তনে এসে মাতাদের কলস দান করেছিলেন, তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মাও শুনে থাকবে, তাই না । ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্রও দেখানো হয় । ব্রহ্মার মত বিখ্যাত । ব্রহ্মা কোথা থেকে এলো ? এই রথ কোথা থেকে বের হলো ? কেউই জানে না । বাবা তা এখনই বলেছেন, যা তোমরাই বুঝতে পারো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রাত জেগে জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । জ্ঞান সাগরে ডুব দিতে হবে । বাবাকে স্মরণ করে নিদ্রাজয়ী হতে হবে ।

২) স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে । নিজেদের মধ্যে বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে একে অপরকে সাবধান করে উল্লিতি প্রাপ্ত করতে হবে ।

বরদানঃ:- নিজেকে সঙ্গমযুগী মনে করে ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তন করে সমর্থ আত্মা ভব এই সঙ্গম যুগ হলো সমর্থ যুগ । তাই সদা এই স্মৃতি রাখো যে, আমরা সমর্থ যুগের অধিবাসী, সমর্থ বাবার সন্তান, সমর্থ আত্মা, তাহলে ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যাবে । কলিযুগ হলো ব্যর্থ, কলিযুগের থেকে যখন পৃথক হয়ে গেছো, যখন সঙ্গম যুগী হয়ে গেছো, তখন ব্যর্থর থেকেও দূরে চলে গেছো । যদি কেবল সময়েরও স্মরণ থাকে তাহলেও সময় অনুযায়ী কর্ম সততই চলতে থাকবে । অর্ধেক কল্প ব্যর্থ চিন্তা করেছো, ব্যর্থ কর্ম করেছো, কিন্তু এখন যেমন সময়, যেমন বাবা, তেমন বাচ্চারা ।

স্লোগানঃ:- যে সদা ঐশ্বরীয় বিধানে চলে, সে-ই ব্রহ্মা সমান মাস্টার বিধাতা হয়ে যায় ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন এটা হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম, খেলা সম্পূর্ণ হয়েছে সেইজন্য পবিত্র হয়ে ঘরে যেতে হবে, তারপর সত্যযুগ থেকে হিস্ট্রি রিপিট হবে"

*প্রশ্ন:- ঘর গৃহস্থ সামলেও কোন্ অসাধ্য সাধন তোমরা বাচ্চারা করতে পারো?

*উত্তর:- ঘর গৃহস্থ সামলে, পুরাতন দুনিয়াতে থেকেও সকলের থেকে মমত্ব দূর করে দিতে হবে, দেহ সহ যা কিছু পুরানো জিনিস রয়েছে সে'সব ভুলে যেতে হবে.... এটাই হলো বাচ্চারা তোমাদের অসাধ্য সাধন, একেই সত্যপ্রধান সন্ন্যাস বলা হয়, যা বাবা তোমাদের শেখান। তোমরা এই অন্তিম জন্মে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করো তারপর ২১ জন্মের জন্য এই পবিত্রতা বজায় রাখা হয়, এই রকম অসাধ্য সাধন আর কেউ করতে পারে না।

*গীত:- তুমিই মাতা পিতা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের ওম্ শান্তির অর্থ একেবারেই সহজভাবে বোঝানো হয়। প্রতিটি কথাই হল সহজ। সহজেই রাজত্ব প্রাপ্ত করে থাকে। কোথাকার জন্য? সত্যযুগের জন্য। তাকে জীবনমুক্তি বলা হয়। সেখানে রাবণের এই ভূত থাকে না। কারোর ক্রোধ এলে বলা হয় তোমার মধ্যে এই ভূত আছে। ভালো ভালো বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়, ওম্ এর অর্থ হল আমি আত্মা তারপর আমার শরীর। প্রত্যেকের শরীর রূপী রথে আত্মা রথী বসে আছে। আত্মার শক্তি দ্বারা এই রথ চলে। আত্মাকে বারেকারে এই শরীর নিতে হয় আর ছাড়তে হয়। এটা তো বাচ্চারা জানে যে ভারত এখন হলো দুঃখধাম। অর্ধকল্প পূর্বে সুখধাম ছিল। অলমাইটি গভর্নমেন্ট ছিল, কারণ অলমাইটি অথরিটি ভারতের দেবতাদের রাজ্য স্থাপনা করেছিলেন। ওখানে এক ধর্ম ছিল। আজ থেকে পাঁচ হাজার বর্ষ পূর্বে অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। সেই রাজ্য স্থাপনকারী অবশ্যই বাবাই হবেন। বাবার থেকে তাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। তাদের আত্মা ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করেছিল ভারতবাসীরাই এই বর্ণতে আসে। এখন হলো শূদ্র বর্ণে। শূদ্র বর্ণের পরে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ বর্ণ আসে। ব্রাহ্মণ বর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখা বংশাবলী । অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মার অ্যাডাপ্টেড বাচ্চাই হবে। বাচ্চারা জানে যে ভারত পূজ্য ছিল এখন পূজারী হয়েছে। বাবা তো হলেন সদা পূজ্য। তিনি আসেন অবশ্যই - পতিতদের পবিত্র বানানোর জন্য। সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া। সত্যযুগে পতিত-পাবনী গঙ্গা, এই নাম ওখানে থাকবেই না, কেননা ওটা হল পবিত্র দুনিয়া। সকলেই হলো পুণ্য আত্মা। নো পাপাত্মা। কলিযুগে হল আবার নো পুণ্যাত্মা। সব হলো পাপ আত্মারা। পুণ্য আত্মা পবিত্রদের বলা হয়। ভারতেই অনেক দান পুণ্য করে থাকে। এই সময় যখন বাবা আসেন তখন তাঁর উপরে বলী চড়ে। সন্ন্যাসীরা তো ঘর গৃহস্থ ছেড়ে চলে যায়। এখানে তো বলা হয় বাবা এ'সব কিছু তোমার। সত্যযুগে আমাদেরকে তুমি অগাধ ধনসম্পদ দিয়েছিলেন। তারপর মায়া কড়ি তুল্য বানিয়ে দিয়েছে। এখন এই আত্মাই পতিত হয়ে গেছে। তন - মন - ধন সব পতিত। আত্মা প্রথমে পবিত্র থাকে, তারপর পার্ট প্লে করতে করতে পতিত হয়ে যায়। গোল্ডেন, সিলভার... এই স্টেজেস এ মানুষকে অবশ্যই আসতে হয়। সমগ্র চক্র আবর্তিত করে পরবর্তীতে তমোপ্রধান মিথ্যা অলংকার হতে হয়। সব আত্মাই ঈশ্বরের বিষয়ে মিথ্যা বলতে থাকে, কারণ তাদের শেখানো হয়েছে যে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। গায়নও করে তুমি মাতা পিতা... লক্ষ্মী নারায়ণের সামনে গিয়ে এই মহিমা করে। কিন্তু তাদের তো নিজেদের একটি পুত্র, একটি কন্যা থাকে। যেমন সুখী রাজা রানী হয় সেইরকমই সুখ বাচ্চাদেরও থাকে। সকলের গহন সুখ থাকে। এখন তো তারা ৮৪ তম অন্তিম জন্মে রয়েছে। গভীর দুঃখ রয়েছে।

বাবা বলেন, এখন পুনরায় তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, এই রথে রথী আত্মা বসে আছে। সেই রথী প্রথমে ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল। এখন নো কলা। বলাও হয় - আমি নির্গুণ, আমার মধ্যে এখন কোনো গুণ নেই। আমাকে কৃপা করো... অর্থাৎ দয়া করো। কারো মধ্যেই গুণ নেই। একেবারেই দুঃখী, পতিত এখন, তবেই তো গঙ্গাতে পবিত্র হতে যায়। সত্যযুগে যায় না। নদী তো সেটাই থাকে, তাই না! বাকি হ্যাঁ, এই রকম বলা যেতে পারে যে এই সময় সব কিছুই হলো তমোপ্রধান। সত্যযুগে নদীও অত্যন্ত পরিস্কার স্বচ্ছ হবে। নদীতে আবর্জনাও পড়ে না। এখানে তো দেখো নোংরা আবর্জনা পড়তেই থাকে। সাগরে সেইসব নোংরা গিয়ে পড়ে। সত্যযুগে এই রকম হতে পারে না। ল' নেই। সব জিনিস পবিত্র থাকে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন এখন হলো সকলের অন্তিম জন্ম। খেলা এখন শেষ হবে। এই খেলার লিমিটই হলো ৫ হাজার বছর। এ'কথা নিরাকার শিববাবা বোঝাচ্ছেন। তিনি হলেন নিরাকার, সবচেয়ে উচ্চ পরমধামের

বাসিন্দা তিনি । পরমধাম থেকে তো আমরা সবাই এসেছি। এখন কলিযুগের অন্তিমে ড্রামা শেষ হয়, তারপর আবার হিস্ট্রি রিপিট হতে থাকে। মানুষ গীতা ইত্যাদি যা কিছু শাস্ত্র পড়ে এসেছে, সে'সব রচিত হয় দ্বাপরে। সেই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়। রাজযোগ কেউই শেখাতে পারে না। তাদের স্মরণ চিহ্ন রাখার জন্য গ্রন্থাদি রচনা করে। তারা নিজেরাই তো পুনর্জন্ম আসতে থাকে। তাদের স্মরণ চিহ্ন পুস্তক গুলিতে থাকতে থাকে। দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন হয় সঙ্গমে। বাবা এসে এই রথে বিরাজিত হন। ঘোড়া গাড়ির ব্যাপার নেই। এই রথে, সাধারণ বৃদ্ধ তনে প্রবেশ করেন। তিনি হলেন রথী। গাওয়াও হয় যে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচিত হয়েছে। এ হলো মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। সব বাচ্চারা বলে আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, আমরা হলাম বি. কে. । এই ব্রহ্মাকেও অ্যাডপ্ট করা হয়েছে। বাবা স্বয়ং বলেন আমি এই রথের রথী হয়ে এনাকে জ্ঞান প্রদান করি। শুরু এনাকে দিয়ে করি। কলস দিয়ে থাকি মায়েদেরকে। মাতা তো ইনিও। সবার প্রথমে ইনি হন তারপর তোমরা। এনার মধ্যে তো তিনি বিরাজমান, কিন্তু সামনে কাকে শোনাবেন। তারপর আত্মাদেরকে বসে বোঝান। কোনো বিদ্বান ইত্যাদি কেউই এইভাবে আত্মাদের সাথে কথা বলবেন যে, আমি হলাম তোমাদের পিতা। তোমরা আত্মারা হলে নিরাকার। আমিও নিরাকার। আমি জ্ঞান সাগর, স্বর্গের রচয়িতা। আমি নরক রচনা করি না। এটা তো হলো মায়া, যে নরক বানায়। বাবা বলেন আমি তো হলামই রচয়িতা, তাহলে নিশ্চয়ই স্বর্গই রচনা করবো। তোমরা ভারতবাসীরা স্বর্গবাসী ছিলে এখন নরকবাসী হয়েছে। নরকবাসী বানিয়েছে রাবণ। কারণ আত্মা রাবণের মতে চলে। এই সময় তোমরা আত্মারা রাম শিববাবা, শ্রী শ্রী-র শ্রীমতে চলছো।

বাবা বোঝান যে, এখন সকলের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে, সব আত্মারা একত্রিত হবে। যখন সবাই এসে যাবে তখন ফিরে যাওয়া শুরু হবে। তখন বিনাশ শুরু হয়ে যাবে। ভারতে এখন অনেক ধর্ম রয়েছে। কেবল মাত্র আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মটাই নেই। কেউই নিজেকে দেবতা বলতে পারবে না। দেবতাদের মহিমাও এইরূপ গাওয়া হয়েছে - সর্বগুণ সম্পন্ন

...। তারপর মানুষ নিজেকে বলবে আমরা নীচ পাপী...। যারা সতোপ্রধান পূজ্য ছিল তারা তমোপ্রধান পূজারী হয়ে যায় । দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। রাম রাজ্য হলো ব্রহ্মার দিন, রাবণ রাজ্য হলো ব্রহ্মার রাত। এখন তবে বাবা কখন আসবেন? যখন ব্রহ্মার রাত শেষ হবে, তখনই তো আসবেন, তাই না? আর এই ব্রহ্মার তনে আসবেন, তবেই না ব্রহ্মার থেকে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হবে। সেই ব্রাহ্মণদের রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন, যে যে আকারীবা সাকারী অথবা নিরাকারী চিত্র রয়েছে, সেগুলোকে তোমরা স্মরণ করবে না। তোমাদেরকে তো লক্ষ্য দেওয়া হয়, মানুষ তো চিত্র দেখে স্মরণ করে। বাবা বলেন, চিত্রকে দেখা বন্ধ করো। এটা হলো ভক্তি মার্গ । এখন তো তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে । মাথার ওপরে অনেক পাপের বোঝা রয়েছে। এমন নয় যে, গর্ত জেলে প্রত্যেক জন্মের পাপ নষ্ট হয়ে যায়। কিছু নষ্ট হয়ে যায়, কিছু রয়েছে। এখন আমি পান্ডা হয়ে এসেছি। এই সময় সব আত্মারা মায়ার মত অনুসারে চলে। পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী এ'কথা বলা হলো মায়ার মতে চলা। কখনো বলে তিনি সর্বব্যাপী, কখনো বলে ২৪ অবতার নেন। বাবা বলেন, আমি কোথায় সর্বব্যাপী? আমি তো হলামই পতিত পাবন, স্বর্গের রচয়িতা। আমার কাজই হলো নরককে স্বর্গ বানানো। গান্ধী চাইতেন - রাম রাজ্য হোক। এখন বলা হয় - অলমাইটি রাজ্য হোক। ওয়ান রিলিজিয়ন হোক। স্বর্গে তো হলোই এক ধর্ম, এক রাজ্য। সেখানে কোনো পার্টিশন ছিল না। বাবা বলেন, আমি ইউনিভার্সের মালিক হই না। তোমাদেরকে বানাই। এরপর রাবণ এসে তোমাদের রাজত্বকে ছিনিয়ে নেয়। এখন তো সব কিছু তমোপ্রধান, পাথরবি। সত্যযুগে হলো পরসবুদ্বি। এ'কথা বাবা বোঝান, রথী বসে আছেন। আত্মাই কথা বলে, তো এনার আত্মাও শোনে। তিনি বলেন, বাচ্চারা কোনো প্রকারের চিত্রকেই দেখো না। মামেকম স্মরণ করো, বুদ্ধিযোগ উপরে আটকে রাখো। যেখানে যেতে হবে তাকেই স্মরণ করতে হয়। এক বাবা দ্বিতীয় আর কাউকে নয়। তিনিই হলেন সত্যিকারের পাতশাহ (গুরু গ্রন্থ, অর্থ বাদশাহ), সত্য যিনি শোনান। অতএব তোমরা কোনো চিত্রকেই স্মরণ করবে না। এই যে শিবের চিত্র রয়েছে, এরও ধ্যান করবে না। কেননা শিব তো এই রকম নন। আমরা যেমন আত্মা, সেই রকমই তিনি হলেন পরম আমা। আত্মা যেমন ক্রকুটির মাঝখানে থাকে, সেরকমই বাবাও বলেন আত্মার পাশে একটু জায়গায় আমাও বসে যাই। রথী হয়ে এনাকে বসে জ্ঞান প্রদান করি। এনার আত্মার মধ্যেও জ্ঞান ছিল না, পতিত ছিল। যেমন এনার আত্মা রথী কথা কলে শরীরের দ্বারা, সেই রকমই ওনার এই অরগ্যান দিয়ে আমি বলি। না হলে কী করে বোঝাবো। ব্রাহ্মণ রচনা করার জন্য ব্রহ্মাকে তো অবশ্যই চাই। যে ব্রহ্মা তারপর নারায়ণ হবে। এখন তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান। এরপর সূর্যবংশী শ্রী নারায়ণের ঘরানাতে চলে যাবে। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, এই সব শাস্ত্র ইত্যাদি হলো ভক্তি মার্গের। আবারও এগুলোই রচিত হবে, যেগুলো পড়তে পড়তে মানুষ তমোপ্রধান হয়ে যায়। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা হয়েছে, ত্রেতা থেকে দ্বাপর, কলিযুগ হয়েছে। পতিত হয়েছে তবেই তো পতিত-পাবন এসে পবিত্র বানাবেন, তাই না! শাস্ত্র কাউকেই

পবিত্র বানাতে পারবে না। এখন তো একেবারেই কাঙাল হয়ে গেছে। লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। বানরের থেকেও খারাপ। বানরের মধ্যে ৫ বিকার বেশী পরিমাণে থাকে। দেহ অহংকারও বানরের মতো আর কারো হয় না। কাম, ক্রোধ, মোহ সব বিকার এত পরিমাণে থাকে যে আর বোলো না। সন্তান মরে গেলে তার হাড়টুকুকেও পর্যন্ত ছাড়তে চায় না। মানুষও তো আজকাল এই রকমই হয়ে গেছে। সন্তান মারা গেলে ৬ মাস - ৮ মাস কাঁদতে থাকে। সত্যযুগে তো অকালে মৃত্যু হয় না। না কেউ হাহাকার করে। সেখানে কোনো শয়তান নেই। বাবা এই সময় বাচ্চাদের সাথে কথা বলছেন। ঘর সংসার সামলাও, সংসারে থেকেও এমন কামাল করে দেখাও যা সন্ন্যাসীরাও করতে পারে না। এই সত্যপ্রধান সন্ন্যাস পরমাত্মাই শেখান। বলেন, এই পুরানো দুনিয়ার এখন অবসান হবে, সেইজন্য এর প্রতি মমতা রেখো না। সবাইকে ফিরে আসতে হবে। দেহ সহ যা কিছু পুরানো জিনিস রয়েছে, সেগুলিকে ভুলে যাও। এই ৫ বিকার আমাকে দিয়ে দাও। অপবিত্র যদি হও তবে পবিত্র দুনিয়াতে আসতে পারবে না। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো, এই অন্তিম জন্মের জন্য। তারপরে তো পবিত্রতাই কায়ম হয়ে যাবে। ৬৩ জন্ম তোমরা বিকার গুলোর মধ্যে গুঁতো খেয়ে খেয়ে একেবারে নোংরা হয়ে গেছো। নিজের ধর্মকে, কর্মকে ভুলে গেছো। হিন্দু ধর্ম বলতে থাকো। বাবা বলেন তোমরা তো অবুঝ হয়ে গেছো। কেন বুঝতে পারছি না যে, ভারতই স্বর্গ ছিল, আমরাই দেবতা ছিলাম। আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়েছি। তারপর তোমরা বলো শ্রীকৃষ্ণ হলো সকলের পিতা স্বর্গের রচয়িতা। বাবা তো হলেন নিরাকার, সব আত্মাদের পিতা। তারপরেও তাঁকে তোমরা বলে দাও যে তিনি সর্বব্যাপী। তোমরা তোমাদের বাবাকে গালি দিচ্ছে। শিব আর শংকরকে মিশিয়ে দিয়েছে, কতো গ্লানি করে ফেলছে। শিব তো হলেন পরমাত্মা। তিনি বলেন, আমি আসিই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে। এরপর বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করবে। সত্যযুগ রচনাকারী হলেন একমাত্র সদ্গুরু। তিনি এই রথের রথী। একে নন্দীগণও বলা হয়, ভাগীরথও বলা হয়। তোমাদের অর্থাৎ অর্জুনদেরকে তিনি বলেন, আমি এই রথে এসেছি, যুদ্ধের ময়দানে তোমাদেরকে মায়ার ওপরে বিজয়ী বানাতে। সত্যযুগে না রাবণ থাকে, না তাকে দহন করা হয়। এখন তো রাবণকে দহন করতেই থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনো চিত্রকেই স্মরণ করবে না। বিচিত্র বাবাকে বুদ্ধিতে স্মরণ করতে হবে। বুদ্ধি যোগ যেন উপরে আটকে থাকে।

২) ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য দেহ সহ সব পুরানো জিনিসের থেকে মমতা দূর করতে হবে। সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে।

বরদানঃ:- বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে সকল কার্যে সদা এভাররেডি থাকা মাস্টার ভাগ্য বিধাতা ভব যে বাচ্চারা রাইট হ্যান্ড হয়ে বাবার প্রতিটি কাজে সদা সহযোগী, সদা এভাররেডি থাকে, আঙুলকারী হয়ে সর্বদা বলে হ্যাঁ বাবা আমরা প্রস্তুত। বাবাও এই রকম সহযোগী বাচ্চাদেরকে সদা দায়িত্ববান বাচ্চা (মুরব্বী), সুসন্তান, বিশ্বের শৃঙ্গার বাচ্চা বলে মাস্টার বরদাতা আর ভাগ্য বিধাতার বরদান দিয়ে থাকেন। এই রকম বাচ্চারা প্রবৃত্তিতে থেকেও প্রবৃত্তির বৃত্তি থেকে উর্ধ্ব থাকে, লৌকিক ব্যবহারে থেকেও অলৌকিক ব্যবহারের প্রতি সদা খেয়াল রাখে।

স্লোগানঃ:- প্রতিটি বোল আর কর্মে সততা আর সচ্ছতা থাকলে তবে প্রভুর প্রিয় রত্ন হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রী শ্রী এর শ্রেষ্ঠ মতে চললেই তোমরা নর থেকে শ্রী নারায়ণ হবে, নিশ্চয়েই বিজয় রয়েছে”

*প্রশ্নঃ - ঈশ্বরের ডায়রেক্ট রচনায় কোন্ বিশেষত্বটি অবশ্যই থাকা চাই?

*উত্তরঃ - সদা প্রফুল্লিত (হর্ষিত) থাকার। ঈশ্বরের রচনার মুখ থেকে সর্বদা জ্ঞান রক্তই যেন নিঃসৃত হয়। আচরণ অত্যন্ত রয়্যাল থাকা চাই। বাবার নাম বদনাম হয় এমন আচার আচরণ যেন না হয়। কান্নাকাটি, বাদ বিবাদ, উল্টো পাল্টা খাবার খাওয়া.... এইসব ঈশ্বরীয় সন্তানের লক্ষণ নয়। ঈশ্বরের সন্তান হয়ে যদি কেউ কান্নাকাটি করে, কোনো অকর্তব্য করে, তো বাবার সম্মান হানি হয়। তাই বাচ্চাদের খুব খুব সতর্ক হতে হবে। সদা ঈশ্বরীয় নেশায় থেকে হর্ষিতমুখ থাকতে হবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের মুখমন্ডল দেখতে হয়। এখানে কোনও সাধু সন্ন্যাসী নেই, বাপদাদা এবং বাচ্চারা আছে। একেই বলে ঈশ্বরীয় কুটুম্ব পরিবার। ঈশ্বর অর্থাৎ পরম পিতা, যাঁর সন্তান হলেন ব্রহ্মা, তারপরে তোমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা। উনি হলেন ওয়ার্ল্ডের ফাদার। যদিও সম্পূর্ণ দুনিয়ার তিনজন ফাদার তো হয়ই। এক নিরাকার পিতা, দ্বিতীয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তৃতীয় লৌকিক পিতা। কিন্তু এ'কথা কেউ জানেনা। চিত্র ইত্যাদিও বানিয়েছে কিন্তু জানেনা ইনি কবে এসেছিলেন ? শিবেরও চিত্র আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের চিত্রও আছে। কিন্তু তারা কেমন পার্ট প্লে করেছেন ? তাদের নাম কেন গায়ন করা হয়... সে কথা কেউ জানেনা। যদিও অনেক শিক্ষিত, লক্ষ লক্ষ মানুষ লেকচার শুনতে যায়। কিন্তু বাচ্চারা তোমাদের তুলনায় তারা কিছুই জানেনা। একেবারে তুচ্ছ বুদ্ধির তারা। বাবা এসেছেন তোমাদেরকে স্বচ্ছ বুদ্ধির বানাতে। তোমরা সবকিছু জানো। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন বাবা । এখন তিনি নতুন রচনা রচিত করছেন। নতুন দুনিয়ায় নতুন রচনা তো চাই, তাইনা। গান্ধীজিও বলতেন নতুন দুনিয়া, নতুন রাজ্য চাই। একমাত্র ভারতবর্ষেই, যেখানে এক রাজ্য সত্যযুগে হয়ে থাকে । শুধু সূর্য বংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হয় পরে চন্দ্র বংশীর রাজ্য হয় তখন সূর্য বংশী প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তখন বলা হয় চন্দ্র বংশীদের রাজত্ব। হ্যাঁ, তারা জানে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করে গেছেন। তখন বলা হবে রাম-সীতার রাজ্য। সুতরাং ব্রহ্মা ক্রিয়েটর নন। ক্রিয়েটর হলেন একমাত্র শিববাবা। শিববাবা রচয়িতা আসেন, এসে বলেন আমি কীভাবে নতুন রচনা রচিত করছি। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ তোমাদের রচনা করি। অতএব বাবার কাছে অবশ্যই বর্ষা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এইটুকু কথাও যদি বুদ্ধিতে থাকে তবে ২১ জন্মের জন্য অহো সৌভাগ্য। কখনও দুঃখী বা বিধবা হবে না। কারো বুদ্ধিতে এমন সম্পূর্ণ নেশাই নেই। যদিও খুব সহজ।

গীত : - ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি....

ওম্ শান্তি । তোমরা আসো এই পাঠশালায়, কীসের পাঠশালা? শ্রীমৎ ভগবতের পাঠশালা। পরে তার নাম গীতা রেখে দিয়েছে। শ্রীমৎ শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মার, উনি নিজের সন্তানদের শ্রেষ্ঠ মত প্রদান করছেন। পূর্বে তো তোমরা রাবণের আসুরিক মতানুসারে চলে আসছো। এখন ঈশ্বর পিতার মত প্রাপ্ত হয়েছে। আমি শুধুমাত্র তোমাদের পিতা নই। তোমাদের পিতা, টিচার এবং সদগুরুও । যারা আমার আপন হয়, তারা বলে শিববাবা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা আমরা আপনার আপন হয়েছি। প্রতিজ্ঞা করে আমি আপনার, আপনারই হয়ে থাকবো। বাবাও বলেন তোমরাও আমার। এখন আমার মতানুসারে চলবে। শ্রীমৎ অনুসরণ করে চললে তোমরা সেই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাবে। গ্যারান্টি রয়েছে। কল্প পূর্বেও তোমাদের নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী বানিয়েছিলাম। এমন কথা কোনও মানুষ বলতে পারে না। কেউই বলতে পারে না। এই কথা একমাত্র বাবা বলেন আমার বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে পুনরায় স্বর্গের মালিক বানাই। সত্যযুগ হল আল্লাহ দুনিয়া। ভগবতী, ভগবানকে আল্লাহ বলবে। এই সময় সবাই উল্টো ঝুলে রয়েছে। চিল এসে ঠুকরে দেয় না! এখানেও মায়া আঘাত করে। দুঃখী হতে থাকে। এখন বাবা বলেন আমি তোমাদের এই দুঃখ থেকে, বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাই। এ'হল মহিমা বর্ণনা। বাচ্চারা, এখন আমি জ্ঞানের সাগর তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাই। তোমরা কাম চিতায় বসে জ্বলে পুড়ে কালো হয়েছো, আমি এসে জ্ঞানের বর্ষা করি, যার দ্বারা তোমরা গৌর বর্ণে পরিণত হও। শান্ত্রে রয়েছে যে, সগর রাজার সন্তানেরা পুড়ে মরেছিল। অনেক কাহিনী বানিয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বলেন এই সব কথা বুদ্ধি থেকে দূর করো। এখন আমার কথা শোনো। সংশয়বুদ্ধি বিনশক্তি। এখন আমার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস (নিশ্চয়) রাখো তো নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী। বিজয় মালার দানা হয়ে যাবে। মালার রহস্য বোঝানো হয়েছে। যারা ভালো

সার্ভিস করে তাদের বিজয় মালা তৈরি হয়। সবচেয়ে ভালো সার্ভিস করে যারা, তারা রুদ্র মালায় অগ্র স্থানে থাকে। তারপরে বিষ্ণুর মালায় অগ্র স্থানে যাবে। নম্বর অনুসারে ১০৮, তারপর ১৬ হাজার এরও মালা অ্যাড করো। এমন নয় সত্য যুগ ত্রৈতায় শুধু ১০৮ প্রিন্স প্রিন্সেস থাকবে। বৃদ্ধি হতে হতে মালা বড় হতে থাকে। প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি হবে তো অবশ্যই প্রিন্স-প্রিন্সেসদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। বাবা বলেন যদি কিছু বুঝতে না পারো তবে জিজ্ঞাসা করো। হে আমার আদরের বাচ্চারা, আমাকে জানলে তোমরা সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের কথাও জানবে। এই বৃক্ষ কখনও পুরানো হয় না। ভক্তিমার্গ কবে শুরু হয় - এই কথা তোমরা জানো। এ'হল কল্প বৃক্ষ। নীচে কামধেনু বসে আছে। অবশ্যই তার পিতাও থাকবে। এখন তোমরাও কল্প বৃক্ষের তলায় বসে আছো, পরে তোমাদের নতুন বৃক্ষ শুরু হয়ে যাবে। প্রজা তো লক্ষ লক্ষ তৈরি হয়েছে আরও তৈরি হবে। যদিও রাজা হওয়া খুব কঠিন কাজ। এতেও সাধারণ, গরিবরাই উঠে আসে।

বাবা বলেন দীনের নাথ। দান তো গরিবদের করা হয়। অহল্যা, কুন্ডা, পাপ আত্মা যারা আছে, এমন এমন আত্মাদেরকে আমি এসে বরদান দিয়ে থাকি। তোমরা সন্ন্যাসীদেরও বসে জ্ঞান প্রদান করবে। ব্রাহ্মণ না হয়ে দেবতায় কেউ পরিণত হতে পারবে না। যারা দেবতা বর্ণের ছিল, তারা ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছে, তারপরেই পুনরায় দেবতা বর্ণে যেতে পারবে। তুমি মাতা পিতা.... এই গান তো সবাই গায় কিন্তু তোমরা এখন প্রাক্টিক্যালি আছো। এ'হল ব্রাহ্মণদের নতুন রচনা। উঁচু থেকে উঁচু কেশশিখা বা টিকি ব্রাহ্মণ, উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান পরে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। তাই তোমাদের অনেক নেশা থাকা উচিত। আমরা ঈশ্বরের নাতি-নাতনি প্রজাপিতার সন্তান। এখন ঈশ্বরের সন্তানদের তো সদা প্রফুল্লিত থাকা উচিত। কখনও কান্না কাটি করা উচিত নয়। এখানে অনেক ব্রহ্মাকুমার কুমারীরাও কান্নাকাটি করে। বিশেষ করে কুমারীরা। পুরুষ তো কাঁদে না। তো যারা কাঁদে তারা তো নাম খারাপ করে। দেখা যায় তারা মায়ার দাস হয়ে গেছে, আর শিববাবার নেই। বাবা ভিতরে ভিতরে তো বোঝেন কিন্তু বাইরে তো দেখাবেন না। তা নাহলে আরও পতিত হয়ে যাবে। বাবা বলেন নিজের খেয়াল নিজে রাখো। সন্দ্রুর নিন্দুক কোথাও ঠাঁই পায় না। তারা বুঝে নবে যে রাজসিংহাসন কখনওই আমাদের প্রাপ্ত হবে না। তোমাদের তো সর্বদা খুশীতে থাকা উচিত। যখন তোমরা এখানে খুশীতে থাকবে তবে ২১ জন্ম খুশীতে থাকবে। ভাষণ ইত্যাদি করা কোনও বড় কথা নয়, সেসব করা তো খুব সহজ। শ্রীকৃষ্ণের মতন হতে হলে এখন সদা হর্ষিত মুখে থাকো এবং মুখ থেকে রক্ত বের করো। আমি আত্মা, পরম পিতা পরমাত্মার কাছে ধন প্রাপ্ত করেছি, আমি আত্মার মধ্যে যা ধারণ হয়, সেসব আমি নিজ মুখের দ্বারা দান করি। যেমন বাবা শরীরের লোন নিয়ে দান করতে থাকেন, এমন অবস্থা চাই। বাবা বাচ্চাদেরকে যত্নালোবাসেন, কিন্তু দেখেন এর আচরণের দ্বারা নাম খারাপ হবে তখন বাবার বুঝতে পারেন এর কোথাও ঠাঁই হবে না। বাবা অনেক নালিশ শোনে ঈশ্বরীয় সন্তানেরা কান্নাকাটি কেন করে? সম্মান তো ঈশ্বরের নষ্ট হবে, তাইনা। কান্নাকাটি করে, ঝগড়া করে। উল্টো পাল্টা খাবার খায়। দেবতারা যদি কান্নাকাটি করে তাহলে আলাদা কথা, এরা তো ডায়রেক্ট ঈশ্বরের সন্তানেরা কান্নাকাটি করে, এদের কি গতি হবে ! এমন অকর্তব্য করা উচিত নয়, যাতে বাবার সম্মান নষ্ট হয়। প্রতিটি কথায় সতর্কতা চাই। তোমাদেরকে ঈশ্বর পড়াচ্ছেন।

এই সময় তো যত মানুষ তত মতামত - একে অপরের সঙ্গে মিল নেই। তো বাবা বোঝান এখানে তোমরা বসে আছো নিজের উঁচু থেকে উঁচু ভাগ্য নির্মাণের জন্য। উচ্চ ভাগ্য পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কেউ নির্মাণ করতে পারে না। সত্যযুগী সৃষ্টির আদি কালে আছেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। রচনা তো ভগবানই করেন। উনি লক্ষ্মী-নারায়ণকে রাজ্য কীভাবে দিয়েছেন ? যথা রাজা রানী তথা প্রজা কীভাবে হয়, সে কথা কেউ জানেনা। বাবা বোঝান কল্পের সঙ্গম যুগেই আমি এসে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করি। বাবা বলেন আমি তোমাদেরকে রাজতিলক দিচ্ছি। আমি স্বর্গের রচয়িতা তোমাদের রাজতিলক না দিলে কে দেবে? কথায় আছে না যে, তুলসীদাস চন্দন ঘষেন এই কথা আসলে এখানকারই কথা। বাস্তবে রাম হলেন শিববাবা। চন্দন ঘষার কথা নয়। অন্তরে বুদ্ধির দ্বারা পিতাকে এবং বর্সাকে স্মরণ করো। মায়াপুরীকে ভুলে যাও, এতে অপরিসীম দুঃখ আছে। এ'হল কবরখানা। মিষ্টি বাবা আর মিষ্টি সুখধামকে স্মরণ করো। এই দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে। বিদেশে তো বম্বস ইত্যাদি পড়বে তো সব গৃহ ইত্যাদি ভেঙে পড়বে, সবাইকে মরতে হবে। কাদা মাটি সব শেষ হবে। দেবতারা কাদা মাটিতে থাকেন না। লক্ষ্মীর আহবান করে তো স্বচ্ছতার উপরে বিশেষ খেয়াল রাখে তাইনা। এখন লক্ষ্মী-নারায়ণ আসবেন তো সম্পূর্ণ সৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে যাবে, অন্য সব খন্ড শেষ হয়ে যাবে, তারপরে দেবতারা আসবেন। ওনারা এসে নিজের প্রসাদ বানাবেন। বম্বে এমন ছিলই না। গ্রাম ছিল। এখন দেখা কি হয়েছে তো পরে এমন হবে যে অন্য খন্ড থাকবেই না। সত্যযুগে লবণাক্ত জলের ধারে কোনো গ্রাম থাকে না। মিষ্টি নদীর ধারে বাস করে। পরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। মাদ্রাস ইত্যাদি থাকে না। বৃন্দাবন, গোকুল ইত্যাদি নদীর ধারে থাকে, বৈকুণ্ঠের মহল সেখানে দেখানো হয়। তোমরা জানো আমরা এখানে এসেছি নর থেকে নারায়ণ হতে। শুধুমাত্র মানুষ থেকে দেবতা বোলো না, দেবতাদেরই তো রাজধানী! আমরা এসেছি রাজ্য প্রাপ্ত করতে। একেই বলা হয় রাজযোগ। এ'কোনও প্রজা যোগ নয়। আমরা পুরুষার্থ করে

বাবার কাছে সূর্যবংশী রাজ্য প্রাপ্ত করি। বাচ্চাদেরকে প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করা উচিত যে কোনও দোষত্রুটি করনি তো? কাউকে দুঃখ দাওনি তো? ডিস-সার্ভিস করনি তো? একটু সার্ভিস করেই ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। জিজ্ঞাসা করা উচিত সারা দিনে কি কি করেছো? মিথ্যা বললে পতন হবে। শিববাবার কাছে তো কিছুই লুকানো যায় না। এমন ভাববে না - কে দেখছে? শিববাবা তো তৎক্ষণাৎ জেনে যাবেন। মিছিমিছি নিজের সর্বনাশ করবে। সত্য বলা উচিত, তবেই সত্যযুগে নৃত্য করতে থাকবে। সত্য যেখানে সেখানে বসে নৃত্য করবে.... খুশীতে খুব হর্ষিত মুখে থাকা উচিত। দেখো স্ত্রী পুরুষ দুজনেই আছে। একের স্বর্গের বাদশাহী সৌভাগ্য রয়েছে, অন্যের ভাগ্যে নাও থাকতে পারে। কারো সৌভাগ্য এমনও আছে যে দুইজনেই পবিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তারা জ্ঞান চিতায় বসে একত্রে যাবে।

তোমরা বাচ্চারা জগদম্বা মায়ের বায়োগ্রাফি জানো অন্য কেউ ৮৪ জন্মের কথা মানবে না। তার অসংখ্য ভূজ দেখানো হয়েছে। তো মানুষ বুঝবে তারা তো হলেন দেবতা, জনম-মরণ হীন। আরে, চিত্র তো মানুষের, তাইনা। এত ভূজ তো হয়ই না। বিষ্ণুকেও ৪-টি ভূজ দেখানো হয় - প্রবৃত্তিকে প্রমাণ করার জন্য। এখানে তো দুই ভূজ-ই হয়। মানুষ যদিও নারায়ণকে চতুর্ভূজ, লক্ষ্মীকে দ্বি ভূজ দিয়েছে। কোথাও আবার লক্ষ্মীকে চার ভূজ দিয়েছে। নারায়ণকে শ্যাম বর্ণ, লক্ষ্মীকে গৌর বর্ণ দেখিয়েছে। কারণ কিছুই জানেনা। তোমরা এখন জানো - দেবতার যারা গৌর বর্ণ ছিল, দ্বাপরে এসে যখন কাম চিতায় বসেছে তখন আত্মা শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছে। তারপর বাবা এসে তাদের শ্যাম থেকে গৌর বর্ণে পরিণত করেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মিষ্টি বাবা এবং মিষ্টি সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। এই মায়াপুরীকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলে যেতে হবে।

২) সার্ভিসে কখনও ক্লান্ত হবে না। বিজয় মালায় আসার জন্য অক্লান্ত হয়ে সার্ভিস করতে হবে। শিববাবার কাছে সদা সৎ থাকতে হবে। কোনও রকমের ভুল-ত্রুটি করবে না। কাউকে দুঃখ দেবে না।

বরদান:- এক এর পাঠের দ্বারা নিরাকার, আকারকে সাকারে অনুভবকারী বরদানীমূর্তি ভব শুধুমাত্র এক এর পাঠ পাকা করে বরদাতাকে রাজি করে নাও তাহলে অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত প্রত্যেকটি দিনচর্যার কর্মে বরদান দ্বারাই প্রতিপালিত হবে, এগোবে, উড়তে থাকবে। সেই এক এর পাঠ হল - এক বল এক ভরসা, একমত, একরস, একতা এবং একান্ত প্রিয়.... এই "এক" শব্দটিই বাবার প্রিয়। যে এই এক এর পাঠ পাকা করে নেয় তাদের কখনও মুশকিল অনুভব হয় না। এমন বরদানী আত্মার বিশেষ বরদান প্রাপ্ত হয় তাই নিরাকার-আকারকে সাকারে অনুভব করে।

স্নোগান:- কারো কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের অবস্থা (স্থিতি) বানানোর পরিবর্তে সকলের সাহারা হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"নতুন বছরে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় ওড়ো আর সকলের প্রতি মহাদানী, বরদানী হয়ে ব্যর্থকে সমাপ্ত করো"

আজ, নব যুগ নতুন সৃষ্টির রচয়িতা বাপদাদা নিজের নবযুগের আধারমূর্ত্ত বাচ্চাদের দেখছেন। বাপদাদার সাথে সাথে তোমরা বাচ্চারা সবাই সদা সহযোগী হও, সেইজন্য তোমরাই আধারমূর্ত্ত। লৌকিক দুনিয়ার হিসেবে আজকের দিন বছরের সঙ্গম। পুরানো বছর চলে যাচ্ছে আর নতুন বছর আসছে। এটা বছরের সঙ্গম দিন আর তোমরা বসে আছ অসীম সঙ্গমযুগে। তোমরা সবাই নতুন বছরের সাথে সাথে নব যুগের জন্য সবাইকে অভিনন্দিত করো। শুধু একদিনের অভিনন্দন নয়, বরং নবযুগের অনেক জন্মের অভিনন্দন জানিয়ে থাকো। এই সঙ্গমে ভালো ভাবে অনুভব করো যে, এই সময় আমরা-ব্রাহ্মণ আত্মাদের নতুন জীবন। নতুন জীবনে এসে গেছে তো না। ব্রাহ্মণদের সংসারই নতুন। অমৃতবেলা থেকে যদি দেখ তো নতুন রীতি, নতুন প্রীতি। পুরানো দুনিয়ার দিনচর্যা আর নতুন জীবন ব্রাহ্মণ জীবনের দিনচর্যাতে কত প্রভেদ! সব নতুন হয়ে গেছে - স্মৃতি নতুন, বৃত্তি নতুন, দৃষ্টি নতুন, সব বদলে গেছে, তাই না। আর নতুন জীবন কত প্রিয় লাগে! তাছাড়াও, নতুন জিনিস সবার প্রিয় লাগে। তোমরা পুরানো জিনিস ছেড়ে দিতে চাও আর নতুন জিনিস নিতে চাও। তাইতো, এই সময়ের এটা একটা ছোট নতুন সংসার। সংসারও নতুন আর সংস্কারও নতুন, সেইজন্য দুনিয়ার সকলেও নতুন বছর ধুমধামের সাথে পালন করে।

পালন করার অর্থ হলো উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকা। উৎসাহ থাকে, সেইজন্য উদযাপনের দিনকে উৎসব বলা হয়ে থাকে। উৎসাহের সাথেই একে অপরকে শুভেচ্ছা বা অভিনন্দন অথবা গ্রিটিংস জানাও। তোমরা-ব্রাহ্মণ আত্মাদের জন্য প্রতিদিন উৎসব। সদা উৎসব অর্থাৎ উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকো। এই উৎসাহ-উদ্দীপনাই ব্রাহ্মণ জীবন। দুনিয়ার রেওয়াজ অনুসারে বিশেষ দিনকে উদযাপন করো, আজ উদযাপনের জন্য একত্রিত হয়েছ তো না। কিন্তু তোমাদের নবযুগ নতুন জীবনের উৎসাহ-উদ্দীপনা সদাই থাকে। এমন নয় যে ২ তারিখ হয়ে যাবে তো উৎসাহ-উদ্দীপনা শেষ হয়ে যাবে, একমাস হয়ে গেল তো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রতিদিন উৎসাহ-উদ্দীপনা বেড়ে যেতে থাকে, কম হয় না। এই রকমই তো তাই না? নাকি নিজের নিজের স্থানে ফিরে যাবে তো উৎসাহ-উদ্দীপনা শেষ হয়ে যাবে? প্রতি মুহূর্ত্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ উৎসাহ-উদ্দীপনাই তোমরা সব ব্রাহ্মণের উড়তি কলার পাখা। এই উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখায় সদা উড়তে থাকো। কার্যার্থে যদি কর্ম করতেও হয়, তখনও উড়তি কলার স্থিতি দ্বারা কর্মযোগী হয়ে কর্মে এসো। তোমরা তো উড়তি কলার, তাই না, সুতরাং পাখা ব্যতীত তো উড়তে পারবে না, তাইতো, উড়তি কলার এই উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখা সদা তোমাদের সাথে থাকে। এই উৎসাহ-উদ্দীপনা তোমরা সব ব্রাহ্মণের জন্য সর্বাধিক শক্তি। নীরস জীবন নয়। দুনিয়ার লোকে তো বলবে, কী করবো, মধুরতা নেই, একেবারে নীরস, রসকশীন আর তোমরা কী বলবে, সদাই উৎসাহ-উদ্দীপনার রস বিদ্যমান। তোমরা কখনো হতোদ্যম হতে পারো না। সদা আনন্দিত মন। যে কোনো সমস্যাসঙ্কুল বিষয় হোক না কেন, উৎসাহ-উদ্দীপনা কঠিন সমস্যাকে সহজ করে দেয়। উৎসাহ তুফানকেও তোহফা (উপহার) বানিয়ে দেয়, পাহাড়কেও সর্ষে নয়, বরং তুলোতে রূপান্তর করে দেয়। উৎসাহ কোনও পরীক্ষা কিংবা সমস্যাকে মনের প্রসন্নতার অনুভব করায়। সেইজন্য উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকা তোমরা নবযুগের আধারমূর্ত্ত, নব জীবনপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ আত্মা। তোমরা নিজেদেরকে জানো। দূঢ় প্রত্যয়ও আছে, নাকি শুধুই জানো? কী বলবে? তোমরা জানোও, মানোও আর সেইমতো অগ্রচালিত হও। সদা এই উৎসাহ থাকে যে, পূর্ব কল্পেও আমিই ছিলাম, এখনও আছি আর অনেকবার আমিই হবো। তাহলে, অবিনাশী উৎসাহ হলো তো না। ছিলাম, আছি আর সদা হবো - তিনকালের হয়ে গেল, তাই না। পাস্ট, প্রেজেন্ট আর ফিউচার তিনকাল তোমরাই হয়েছ। সুতরাং অবিনাশী হয়ে গেল, গেল তো না। বাপদাদা দেখছিলেন যে অবিনাশী উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকা আত্মারা নশ্বরক্রমে আছে, নাকি সবাই নশ্বর ওয়ান? যখন তোমরা নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী হয়েই আছ, তাহলে বিজয়ী তো অবশ্যই নশ্বর ওয়ান হবে তো না, থোড়াই নশ্বরক্রমে হবে!

অতএব, সদা এই নব জীবনের এই উৎসাহে উড়ে চলো কেননা, তোমরা আধারমূর্ত্ত। শুধু নিজের জীবনের জন্য নও, বরং বিশ্বের সকল আত্মার জন্য তোমরা আধারমূর্ত্ত। তোমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা বিশ্বের বাতাবরণ পরিবর্তন হচ্ছে। তোমাদের পবিত্র দৃষ্টিতে বিশ্বের আত্মা আর প্রকৃতি - উভয়ই পবিত্র হচ্ছে। তোমাদের দৃষ্টিতে সৃষ্টি পরিবর্তন হচ্ছে। তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরি হচ্ছে। তাহলে, কত দায়িত্ব তোমাদের! বিশ্বের দায়িত্বের মুকুট পরে আছ, আছ না? নাকি কখনও ভারী মনে হয় বলে নামিয়ে দাও? কী করো? যারা ডবল লাইট থাকে তাদের এই দায়িত্বের মুকুটও সদা

লাইট (হালকা) অনুভব হবে, ভারী লাগবে না। এই সময়ের মুকুটধারী ভবিষ্যতের মুকুটধারী হয়। সুতরাং নতুন বছরে কী বলবে তোমরা? অব্যক্ত বছর উদযাপন করেছ, অব্যক্ত বছর অর্থাৎ ফরিস্তা হয়ে গেছ, নাকি এখনও হতে হবে? ফরিস্তা কী করে?

অব্যক্ত হওয়ার অর্থই হলো ফরিস্তা। পুরানো বছর যখন সম্পূর্ণ করেছ তো ফরিস্তা হয়েছ তো না? নাকি হওনি? তবে কী এখন অব্যক্ত বছর লম্বা করা উচিত? দুই বছরে এক বছর বানানো উচিত? তোমাদের এখন আরও এগিয়ে যেতে হবে, হবে তো না। অব্যক্ত বছর উদযাপন করেছ, এখন ফরিস্তা হয়ে কী করবে?

সদা প্রতিদিন, প্রতিটা মুহূর্ত মহাদানী আর বরদানী হতে হবে। সুতরাং এই বছর মহাদানী বরদানী বছর হিসেবে উদযাপন করো। সম্পর্ক-সম্বন্ধে যে আসবে মহাদানী হয়ে সেই আত্মাকে কোনো না কোনো শক্তির, জ্ঞানের, গুণের দান দিতেই হবে। তিন ভাগুর কত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে! জ্ঞানের ভাগুর পূর্ণ হয়েছে, নাকি একটু কম আছে? মাস্টার নলেজফুল তোমরা, তাই না। তাইতো তোমাদের জ্ঞানের ভাগুরও আছে, শক্তির ভাগুরও আছে আর গুণের ভাগুরও। এই তিন ভাগুরে সম্পন্ন তোমরা নাকি একটা ভাগুরে, অন্য দুটোতে নও? বর্তমান সময়ে আত্মাদের এই তিনের খুবই আবশ্যিকতা রয়েছে। সারাদিনে কোনো না কোনো দান দিতেই হবে, হয় তা জ্ঞানের, নয়তো শক্তির অথবা গুণের, কিন্তু দিতেই হবে। মহাদানী আত্মাদের যেন কোনও দিন বিনা দানে না অতিবাহিত হয়। এমন নয়, বছর পুরিয়ে যাবে আর তখন বলবে আমি তো চাম্পই পাইনি। চাম্প নেওয়াও নিজের উপরে, নাকি চাম্প দেবেন যিনি, তিনি চাম্প দিলে তবেই নিতে পারবে! নাকি নিজেও চাম্প নিতে পারো, নিতে জানো? নাকি কেউ দিলে তবেই নিতে জানো? কেউ চাম্প না দিলে তবে কী করবে? দেখতে থাকবে আর ভাবতে থাকবে? সারাদিনে হয় ব্রাহ্মণ আত্মাদের, অথবা অঙ্গানী আত্মাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসতে তো হচ্ছেই, তাই না। যাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কেই আসে তাদের কোনো না কোনো দান অর্থাৎ সহযোগ দাও। দান শব্দের রূহানী অর্থ সহযোগ দেওয়া। তো প্রতিদিন মহাদানী কিংবা বরদানী হয়ে বরদান কীভাবে দেবে? বরদান দেওয়ার বিধি কী? তোমাদের জড় চিত্র তো এখনও বরদান দিচ্ছে। সুতরাং বরদান দেওয়ার বিধি হলো - যে আত্মারাই সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে তাদেরকে নিজের স্থিতির বায়ুমন্ডল দ্বারা এবং নিজের বৃত্তির ভাইব্রেশন দ্বারা সহযোগ দেওয়া অর্থাৎ বরদান দেওয়া। যেমনই আত্মা হোক, এমনকি সে যদি তোমায় কটু কথাও বলে, নিন্দা করে, তবুও কিন্তু তোমার নিজের শুভ ভাবনা, শুভ কামনা দ্বারা, বৃত্তি দ্বারা, স্থিতি দ্বারা এমন আত্মাকেও গুণ দান কিংবা সহনশীলতার শক্তির বরদান দাও। ক্রোধাল্লিতে জ্বলছে এমন কেউ যদি তোমাদের সামনে আসে, তাহলে সেই অগ্নিতে তেল দেবে নাকি জল দেবে? জল দেবে নাকি একটু তেলের ছিঁটে দেবে? ক্রোধীর সামনে নিজের বোল দ্বারা ক্রোধ হয়তো করলে না, কথা না বলে শান্ত থাকলে কিন্তু চোখ দ্বারা, চেহারা দ্বারা ক্রোধের ভাবনা যদি রাখা তবে সেটাও তেলের ছিঁটে দেওয়া হলো। ক্রোধী আত্মা পরবশ হয়, দয়ার শীতল জল দ্বারা তাদের বরদান দাও। তো এমন বরদানী হয়েছ? নাকি প্রয়োজনের সময় সহনশক্তির তির কাজ করে না? যদি সময়মতো কোনও অমূল্য বস্তু কার্যকরী না হয় তাহলে তাকে অমূল্য বলা যাবে? অমূল্য অর্থাৎ যেটা যে কার্যের জন্য সেটা সঠিক সময়ে কার্যে প্রয়োগ হলে তবেই তার মূল্য। সুতরাং এই বছরে কী করবে? মহাদানী, বরদানী হও।

তোমরা সাকার রূপে মহাদানী বরদানী হওয়ার সংস্কারে নিজেদের পরিপূর্ণ করো, তবেই তো জড় চিত্র দ্বারাও বরদানী মূর্ত হও। সংস্কার তো এখনই ভরতে হবে, তাই না। নাকি যে সময়ে মূর্তি হবে সেই সময় ভরবে? মহাদানী-বরদানী মূর্ত হওয়াতে ব্যর্থ আপনা থেকেই শেষ হয়ে যাবে, কারণ যে মহাদানী, বরদানী হয় সে দাতা, অন্যকে দেয়। দাতা হওয়ার অর্থই হলো সমর্থ হওয়া। সমর্থ হবে তবে তো দেবে! সুতরাং যেখানে সমর্থ সেখানে আপনা থেকেই ব্যর্থ শেষ হয়ে যায়। সমর্থ স্থিতি হলো সুইচ অন হওয়া। যেমন, এই স্কুল লাইটের সুইচ অন করা অর্থাৎ অন্ধকারকে সমাপ্ত করা, ঠিক তেমনই সমর্থ স্থিতি অর্থাৎ সুইচ অন করা। তো তোমাদের সুইচ অন আছে নাকি কখনো ঠিক, কখনো লুজ হয়ে যায় নাকি ফিউজ হয়ে যায়? অন করতে জানো তো না! আজকাল তো ছোট ছোট বাচ্চারাও সুইচ অন করতে পারদর্শী। তারা টিভির সুইচ অন করে দেয়, দেয় না? তো সুইচ অন করায় প্রত্যেক ব্যর্থ সঙ্কল্পকে সমাপ্ত করার পরিশ্রম থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। অব্যক্ত ফরিস্তাদের এটাই শ্রেষ্ঠ কার্য। আর কী নতুন করবে? অব্যক্ত বছরে নিজেদের চার্ট রেখেছিলে নাকি কখনো রেখেছিলে, কখনো রাখনি? যারা কখনো-কখনো রাখে সেরকম হয়েছ, নাকি যারা সদা রাখে তেমন হয়েছ? কখনো কখনো যারা রাখে তাদের সংখ্যা বেশি।

এই নতুন বছরে নতুন চার্ট রাখো। কী নতুন চার্ট রাখবে? চার সাবজেক্ট তো ভালোভাবে জানো। তো এই বছরে চার সাবজেক্টেই এই চার্ট রাখতে হবে - জ্ঞানে যোগে ধারণায় সেবায়, প্রতিটা সাবজেক্টে প্রতিদিন কোনো না কোনো নবীনত্ব আনতে হবে। জ্ঞান অর্থাৎ বুঝদার হওয়া, জ্ঞান-বুদ্ধি দেওয়া এবং বিচক্ষণ হয়ে চলা। জ্ঞানে নবীনত্বের অর্থ হলো নিজের

মধ্যে যেটা খামতি রয়েছে তা ধারণ করা অর্থাৎ নিজের ঘাটতি পূরণ করা, তাহলেই তো নবীনত্ব হলো, তাই না। নেই থেকে আছে হলো, তো নতুনই হলো, হলো না! এই রীতিতে যোগের প্রয়োগে প্রতিদিন কোনো না কোনো নতুন কিছু অনুভব করো। খুব ভালো ভাবে যোগে বসেছ, খুব ভালো যোগ হয়েছে, কিন্তু নবীনত্ব কী হয়েছে? পার্সেন্টেজ বর্ধিত হওয়াও নবীনত্ব। আজ যদি তোমার যোগের পার্সেন্টেজ হয় শতকরা ৫০ ভাগ আর কাল ৫০ থেকে বৃদ্ধি হয়ে যায় তবে সেটাই নতুনত্ব। এমন নয় যে, এক মাসে ৫০% ৫০% পর্যন্তই যোগ লাগাও। চার সাবজেক্টের মধ্যে স্ব-প্রগতিতে নবীনত্ব, বিধিতে নবীনত্ব, প্রয়োগে নবীনত্ব, অন্যদের সহজ যোগী বানানোতে নবীনত্ব হতে দাও, পার্সেন্টেজ বেড়ে যাওয়া মানেই নবীনত্ব। কাকে দুঃখ দিয়েছ, কার প্রতি ক্রোধ করেছ এটা বলা তো কমন চার্ট। এই চার্ট তো যারা তোমাদের রয়্যাল প্রজা তারাও রাখে। তোমরা রয়্যাল প্রজা নাকি রাজা? তো নবীনত্বের দ্বারা আপনা থেকেই তীব্র পুরুষার্থের সমীপতার অনুভূতি হতে থাকবে। বুঝেছ, কোন চার্ট রাখতে হবে? আর প্রতি তিন মাসের রোজকার চার্ট এখানে পার্টিও না, কাজ বেড়ে যাবে। এই বছর তোমাদের ইকনমিক্যাল হতে হবে তো না। এই বছর বিশেষ ইকনমি বছর। একনামি আর ইকনমি। জ্ঞান সরোবর বানাচ্ছ তো সবকিছু তোমাদের ইকনমিক্যাল করতে হবে। সমগ্র ভাণ্ডারের সাথে ইকনমিক্যাল হও - সময়ের সাথেও, সঞ্চলে, সম্পত্তিতে সবকিছুতে। সুতরাং প্রতি তিন মাসের চার্ট নিজেই সাক্ষী হয়ে চেক করে শর্টে নিজের সমাচার দিও। প্রতি তিন মাসে দেখ প্রগতি হয়েছে নাকি যেমন ছিল তেমনই আছে? অধোগতি কলায় তো যেতে চাও না। কিন্তু এমনও হতে দিও না যে, যেমনকার তেমনই থাকবে। পুরুষার্থে মিজিট (বামন/লিলিপুট) হয়ে না। মিজিট ভালো লাগবে! এমন ব'লো না যে, চেয়েছিলাম তো কিন্তু কী করব... ! কী কী বলা উচিত নয়। ব্রাহ্মণদের ভাষা এটা নয় কী করবো, কীভাবে করবো, এভাবে করবো, ওভাবে করবো... বরং অন্যকেও সহযোগ দেবে এভাবে করো। বুঝেছ, কোন চার্ট রাখতে হবে? তারপরে দেখব কে কে কী কী করে!

বাপদাদা স্নেহের কারণে নাম অ্যানাউন্স করেন না। কে কী করেছে, তিনি জানেন তো না। আজকাল টিভি থাকা একটা ফ্যাশন, বাপদাদার কাছেও টিভি আছে। বাপদাদা জানেন, বিগত বছরে যে কাজ দিয়েছিলেন সেটা কে কতটা করেছে ! যতই হোক, তিনি কি নাম অ্যানাউন্স করবেন, কত হাফ কাস্ট থেকেছে, কত ফুল কাস্ট থেকেছে?

সুতরাং এই বছরে নিজেদের জন্যও মহাদানী-বরদানী মূর্ত হও এবং অন্য সকলের জন্যও। আর প্রতিদিন কোনো না কোনো নবীনত্ব অর্থাৎ প্রোগ্রেস অবশ্য করো। তো এটাই হলো নিজের জন্য পুরুষার্থ। সেবাতে কী করবে? সেবাতেও নতুনত্ব আনতে হবে তো না ! মেলাও অনেক করেছ, অগণিত প্রদর্শনী করেছ, সেমিনার-কনফারেন্সও অনেক করে নিয়েছ, এখন তোমাদের মাইক প্রস্তুত করতেই হবে যাঁর আওয়াজ অতি মহৎস্বপূর্ণ, কিন্তু তার বিধি কী? আগেই তোমাদের বলা হয়েছিল, কিন্তু সেটা তোমরা কম করেছ। সেবার রেজাল্টেও দেখা গেছে যে, নেতা হোক বা কোনো বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হোক, কিংবা কোনো বড় অফিসার, এই নিমিত্ত আত্মাদের কাছে আনার সাধন হলো, আগে তাদের সেক্রেটারীদের বুদ্ধি করে কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কর্তব্যাক্তিদের ক্ষেত্রে টাইম দিয়ে থাকো, তাঁরাও ভালো ভালো ব'লে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপরে আবার তাদের জাগানোর জন্য তোমাদের কাছে পর্যাপ্ত সময় থাকে না, না তারা সময় দেয়, না তোমরা যেতে পারো। সেক্রেটারি যারা হয় তারা বদলায় না, বড় মাথারা সব বদলেও যায়। আজ তোমরা এক মিনিষ্টারের সেবা করো আর কাল সে প্রজা (সাধারণ লোক) হয়ে যায়। সেক্রেটারি যথেষ্ট সহযোগী হতে পারে। যে কোনো শ্রেণীবর্গের সেবাতে এই বছর বিশেষভাবে সেক্রেটারি, ম্যানেজার, কিংবা প্রাইভেট অ্যাসিস্টেন্ট অর্থাৎ যারাই প্রভাবশালী কর্তব্যাক্তিদের কাছাকাছি হবে, সেই আত্মাদের বিশেষ সেবা করো।

আরেকটা বিষয়, তোমাদের আগেই বলা হয়েছে যে, বর্তমান সময় 'খরচ কম, অর্থ সুপ্রসিদ্ধি' - এই বিধিতে যে সমস্ত ছোট বা বড় সংস্থা আছে, অ্যাসোসিয়েশন আছে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ-সম্পর্ক রাখো, প্রস্তুত করা স্টেজে নাম খ্যাতিসম্পন্ন করো। কম খরচ, সুপ্রসিদ্ধি। করছ, কিন্তু আরও তীব্রগতিতে করো। প্রতিটা দেশে কিংবা প্রতিটা গ্রামে অথবা প্রতিটা জেলায় বিভিন্ন ধরনের যে যে অ্যাসোসিয়েশন আছে বা বিভিন্ন শ্রেণীর কার্যে যুক্ত, যারা কনফারেন্স করে বা সম্মেলন করে, প্রস্তুত করা সেই স্টেজে বার্তা দাও। তবেই সময় আর পরিশ্রম দুইই বেঁচে যাবে। এখন এটা তীব্রগতিতে করো। চেক করো, যে দেশের কিংবা যে স্থানের তোমরা নিমিত্ত হয়েছে, সেই স্থানের কোনও সংস্থা যেন বঞ্চিত না থেকে যায়, কারণ বর্তমান সময়ে বায়ুমন্ডল পরিবর্তন হয়ে গেছে। লোকের এখন ভয় কম, স্নেহ বেশি। তারা বিশ্বাস করে এটা ভালো। তারা ভালো হয় না, কিন্তু ভালো হিসেবে মান্যতা দেয়। সেইজন্য দূরকমের সেবাকে আরও আন্ডারলাইন করো তবে সহজে মাইক তৈরি হয়ে যাবে। নতুন বছর শুরু করেছ তো নতুন বিধি আর বিধানও চাই তো না।

এই নতুন বছরের অমৃতবেলা সদা এই স্লোগান ইমার্জ করো, "সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় উড়তে হবে আর অন্যকেও উড়াতে

হবে।" মাঝে মাঝে চেক করো, ইমার্জ করো, উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবর্তে অন্য কোনো রাস্তায় তোমরা চলে যাওনি তো? উড়তি কলার পরিবর্তে আর কোনো কলা নিজের দিকে আকর্ষণ করেনি তো? আচ্ছা !

চতুর্দিকের নব জীবন অনুভবকারী সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাকে, সদা নব যুগের আধারমূর্ত শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা সঙ্কল্প, বোলের কর্ম দ্বারা মহাদানী বরদানী আত্মাদের, সদা নিজের স্থিতি দ্বারা অন্যদের পরিস্থিতিকেও সহজ বানানো সমর্থ আত্মাদের, সদা প্রতিদিন নিজের মধ্যকার প্রগতি অর্থাৎ নবীনত্ব অনুভব করে এমন সমীপ আত্মাদের, যারা সদা একনামি এবং ইকনমি করে সেই সমীপ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- তনকে আত্মার মন্দির মনে করে তাকে স্বচ্ছ বানিয়ে নম্বর ওয়ান শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মা ভব
আমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা সারা কল্পে নম্বর ওয়ান শ্রেষ্ঠ আত্মা, হীরে তুল্য, এই স্মৃতি দ্বারা তনকে আত্মার মন্দির মনে করে স্বচ্ছ রাখতে হবে। মূর্তি যত শ্রেষ্ঠ হয় ততই মন্দিরও শ্রেষ্ঠ হয়। সুতরাং এই শরীর রূপী মন্দিরের আমি ট্রাস্টি, এই ট্রাস্টি বোধ নিজেই স্বচ্ছতা এবং পবিত্রতা নিয়ে আসে। এই বিধিতে তনের পবিত্রতা সদা রুহানী সুগন্ধির অনুভব করাতে থাকবে।

স্নোগান:- রুহানিয়তে থাকার ব্রত নেওয়াই স্ত্রানী তু আত্মা হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন অসীম সৃষ্টির সেবাতে, নরককে স্বর্গ করে তোলা - এই সেবা কল্পে-কল্পে বাবাই করে থাকেন"

*প্রশ্নঃ - সঙ্গম যুগের কোন্ রীতি সম্পূর্ণ কল্পের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন?

*উত্তরঃ - সম্পূর্ণ কল্প বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার করে, কিন্তু সঙ্গম যুগে বাবা বাচ্চাদের নমস্কার করেন। বাবা বলেন তোমরা আমার হারিয়ে যাওয়া বাচ্চারা যাদের সেবা করার জন্য উপস্থিত হয়েছি সুতরাং তোমরা বাচ্চারা বড়, সেটাই দাঁড়াল তাইনা। বাবা কল্পের শেষে বাচ্চাদের কাছে আসেন সম্পূর্ণ সৃষ্টি থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করে নরককে স্বর্গ করে তুলতে। বাবার মতো নিরাকার, নিরহঙ্কারী আর কেউই হতে পারে না। বাবা তাঁর ক্লান্ত হয়ে পড়া বাচ্চাদের পা মালিশ করেন।

ওম্ শান্তি । বাবা এলে প্রথমে বাচ্চাদের নমস্কার করবেন নাকি বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার করবে? (বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার করবে) না, প্রথমে বাবাকে নমস্কার করতে হয়। সঙ্গম যুগের রীতি-নিয়ম সবচাইতে ভিন্ন। বাবা স্বয়ং বলেন আমি তোমাদের সবার পিতা তোমাদের সার্ভিস করতে উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং বাচ্চারা বড়ো, এটাই দাঁড়াল তাই না ! দুনিয়াতে বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার করে। এখানে বাবা বাচ্চাদের নমস্কার করেন। গাওয়াও হয়ে থাকে তিনি নিরাকারী, নিরহঙ্কারী সুতরাং সেটা তো দেখাতেও হবে তাই না । ওরা তো সন্ন্যাসীদের চরণে মাথা নত করে । চরণ চুম্বন করে। কিছুই জানে না। বাবা আসেনই বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে - কল্প শেষে। অসংখ্য হারানিধি বাচ্চা, সেইজন্যই বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দ্রোপদীরও পা মালিশ করেছিল না ! সুতরাং তিনি সার্ভেন্ট তাইনা। বন্দে মাতরম কে উচ্চারণ করেছিল? বাবা করেছিলেন। বাচ্চারা জানে যে বাবা এসেছেন সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে অসীম জগতের সেবাতে। সৃষ্টিতে কত নোংরা। এটা হলোই নরক সুতরাং বাবাকে আসতেই হয়, নরককে স্বর্গ করে তুলতে - অনেক উৎসাহ আর ভালোবাসার সাথে আসেন। তিনি জানেন আমাকে বাচ্চাদের সেবার জন্য আসতে হবে। কল্পে-কল্পে সেবার জন্য উপস্থিত হতে হবে। যখন তিনি স্বয়ং আসেন বাচ্চারাও বোঝে যে বাবা আমাদের সেবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। এখানে বসেই সবার সেবা হয়ে যায়। এমন নয় যে সবার কাছে যেতে হবে। সর্বব্যাপীর অর্থও ওরা জানে না। সম্পূর্ণ সৃষ্টির কল্যাণকারী দাতা তো একজনই তাইনা। তাঁর তুল্য সেবা কোনো মানুষই করতে পারবে না। ওঁনার হলো অসীম জগতের সেবা।

গীত : - জাগো সজনীরা জাগো.....

ওম্ শান্তি । দেখো কত সুন্দর গান। নব যুগ আর পুরানো যুগ.... যুগের উপরেও বোঝান উচিত। যুগ হলো ভারতবাসীদের জন্যই। ভারতবাসীদের থেকেই ওরা শোনে যে সত্যযুগ, ত্রেতা পার হয়ে গেছে, কেননা তারা তো আসেই দ্বাপরে। তাই অন্যদের কাছ থেকে শোনে যে প্রাচীন খন্ড ভারত ছিল, সেখানে দেবী-দেবতারা রাজ্যস্থ করতো। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, এখন নেই। গাওয়াও হয় ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালনা করান। তারা করে না, তাদের দিয়ে করানো হয়। তো এ হলো ওঁনার মহিমা। বাস্তবে ওঁনাকে প্রথমে রচনা করতে হয় সূক্ষ্মলোকের, কেননা তিনি হলেন ক্রিয়েটর। গীতাকে সবাই বলে সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি শ্রীমদ্ভগবত গীতা। কিন্তু ভগবানের নাম জানে না, কোন্ ভগবান? ব্যাস (দেব) ইত্যাদি যারা শাস্ত্র তৈরি করেছে তারা শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। গীতা তো দেবী-দেবতা ধর্মের মাতা-পিতা। বাকি সব কিছু পরে এসেছে। সুতরাং এই গীতাই হলো প্রাচীন। আচ্ছা ভগবান গীতা কবে শুনিয়েছিলেন? নিশ্চয়ই সেই সময় সব ধর্ম থাকা উচিত। সব ধর্মের জন্য বাস্তবে এক গীতাই হলো মুখ্য। সব ধর্মাবলম্বীদের এটা মানা উচিত। কিন্তু মানে কোথায়। মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীরা হলো খুব কড়র। তারা নিজেদের ধর্ম শাস্ত্রকেই মানে। যখন জানতে পারে যে গীতা প্রাচীন শাস্ত্র তখন চেয়ে পাঠায়। কিন্তু এটা তো জানে না যে ভগবান গীতা কবে শুনিয়েছিলেন? চিন্ময়ানন্দ বলেন ৩৫০০ বছর বিফোর ক্রাইস্ট, গীতার ভগবান গীতা শুনিয়েছিলেন। ৩৫০০ বছর আগে এই ধর্ম গুলো তো ছিলই না। তবে কীভাবে এটা সব ধর্মের শাস্ত্র হতে পারে। সব ধর্ম তো এই সময়েই আছে। সব ধর্মকে গীতা দ্বারা সঙ্গতি দেওয়ার জন্যই বাবা এসেছেন। বাবার উচ্চারিত মহাবাক্য এই গীতা। বাবার পরিবর্তে বাচ্চার নাম দিয়েই মুশকিল করে ফেলেছে । এই শাস্ত্র কখন শিবরাত্রি পালন করতে হবে তা বলে না। শিব জয়ন্তী আর কৃষ্ণ জয়ন্তী

প্রায় একই সময়ে উদযাপন করা হয়। শিব জয়ন্তী শেষ হলে কৃষ্ণের জন্ম হয়।

কখনও শ্রী কৃষ্ণ জ্ঞান যজ্ঞ গাওয়া হয় না। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ গাওয়া হয়, এই যজ্ঞের দ্বারাই বিনাশের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। সেটাও প্রকৃতপক্ষে দেখছে তোমরা। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম পুনরায় স্থাপিত হচ্ছে। এরপর অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। কৃষ্ণও তখনই আসবে যখন সব ধর্ম থাকবে না। এটাও বোঝার বিষয় তাইনা। সত্যযুগে সূর্য বংশীয় দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল নিশ্চয়ই তখন অল্প সংখ্যক মানুষ ছিল। বাদবাকি আত্মারা তখন মুক্তিধামে থাকে। ভগবানের সাথে তো সবাইকেই মিলিত হতে হবে তাই না! বাবাকে সলাম তো করবে তাইনা। বাবাও তারপর এসে সলাম করেন বাচ্চাদেরকে। বাচ্চারাও এরপর বাবাকে করে। এই সময় বাবা চৈতন্যে এসেছেন। তারপর ওখানে (মুক্তিধাম) সব আত্মারা বাবার সাথে অবশ্যই মিলিত হবে। কোথায় মিলিত হবে? এখানে তো মিলিত হতে পারবে না। কেননা কোটিতে কেউ, তার মধ্যেও কেউ মিলিত হবে। সুতরাং সব ভক্তরা কবে আর কোথায় মিলিত হবে? যেখানে ভগবানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, সেখানে গিয়েই মিলিত হবে। ভগবানের নিবাস স্থান হলো পরমধাম। বাবা বলেন আমি সব বাচ্চাদের পরমধামে নিয়ে যাই - দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে। এই কাজ একমাত্র ওঁনার। এখন অসংখ্য ভাষা আছে। যদি সংস্কৃত ভাষা দিয়ে শুরু করি সবাই কিভাবে বুঝবে। আজকাল গীতাও সংস্কৃত ভাষায় কন্ঠস্থ করে ফেলে। অনেকেই সংস্কৃতে খুব ভালো গীতা গান করে। এখন অহল্যা, কুন্ডা, অবলা যারা আছে... তারা সংস্কৃত কেউ-ই জানে না। হিন্দি খুব কমন ভাষা। হিন্দি ভাষার প্রচারও বেশি। ভগবানও হিন্দিতে শুনিয়ে থাকেন। ওরা তো গীতার অধ্যায় বলে থাকে, এর অধ্যায় কীভাবে তৈরি করবে। এ তো শুরু থেকেই মুরলী চলতেই থাকছে। বাবাকে আসতেই হয় পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করে তোলার জন্য। হেভনলি গডফাদার নিশ্চয়ই স্বর্গই ক্রিয়েট করবেন। তিনি থোড়াই নরক রচনা করবেন, নরকের স্থাপনা তো রাবণ করে থাকে। স্বর্গের স্থাপনা বাবা করেন, ওঁনার নাম শিব। শিব অর্থাৎ বিন্দু। আত্মাও বিন্দু তাইনা। স্টার কীরকম? কতটা ছোট? থোড়াই এমন হবে যে আত্মারা উপরে গেলে বড় হয়ে যাবে। ব্রহ্মকুটির মাঝখানে একে চিহ্ন দেখানো হয়। বলাও হয় ব্রহ্মকুটির মাঝখানে জ্বলজ্বল করে এক আজব নক্ষত্র। এতো ছোট আত্মা ব্রহ্মকুটির মধ্যেই থাকতে পারবে। সুতরাং যেমন আত্মা তেমনই পরমাত্মা। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের যে প্রতিটি এতো ছোট আত্মার মধ্যে সমস্ত জন্মের পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। যা কখনোই মোছে না, চিরদিনের জন্য চলতেই থাকে। কত গুহ্য বিষয় এটা। বাবা আগে কখনো এসব কথা কি শুনিয়েছেন? প্রথমে তো বলতেন আত্মার লিঙ্গ রূপ, অঙ্গুষ্ঠাকার। প্রথমেই যদি এটা বলতেন তোমরা বুঝতে পারতে না। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বসেছে। স্টার তো সবাই বলবে। স্টারের সাক্ষাৎকারও হয়। তোমাদের কোন্ জিনিসের সাক্ষাৎকার চাই? নতুন দুনিয়ার। নতুন দুনিয়া হলো স্বর্গ যা বাবা রচনা করেন। সেখানেই সবাইকে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি স্বয়ং একবারই আসেন। মানুষ এখন শান্তি চায় কেননা সবাই শান্তিতেই যেতে চায়। বলে থাকে (ক্ষণিকের) সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান। গীতাতে আছে রাজযোগ...যার মাধ্যমে রাজাদের রাজা হওয়া যায়। সন্ন্যাসীরা গীতাকে গ্রহণ করতে পারে না। বাবা বলেন দুই প্রকারের সন্ন্যাস আছে। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অনেক রকমের আছে। এখানে একই প্রকার সন্ন্যাস। তোমরা বাচ্চারা পুরানো দুনিয়া থেকে সন্ন্যাস নিয়ে থাকো। তোমাদের গৃহস্থ পরিবারে থেকেও, কমল পুষ্পের মতো থাকতে হয়। কিভাবে থাকা যায়, সে'কথা এদেরকে জিজ্ঞাসা করো। অনেকেই আছে যারা এভাবে (পবিত্র) থাকে। এই কাজ সন্ন্যাসীদের জন্য নয়। তা না হলে কেন ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যায়। চ্যারিটি বিগনস্ অ্যাট হোম (ঘর থেকেই প্রথম শুরু করা)। প্রথম তো স্ত্রীকে শেখাতে হয়। শিববাবাও বলেন আমি তো প্রথমে নিজের স্ত্রীকেই (সাকার ব্রহ্মা) বোঝাই তাইনা। শিববাবার এটা চৈতন্য হোম। সবার প্রথমে তো এই স্ত্রী শেখে তারপর তার অ্যাডস্ট করা বাচ্চারা নম্বর ক্রমানুসারে শিখছে। বড় গুহ্য এই বিষয়। সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান হলো গীতা। কিন্তু গীতা শাস্ত্র থেকে কেউ অনুপ্রেরণা নেয় না। তিনি তো এখানে আসেন, তাঁর স্মৃতিচিহ্নও রয়েছে। শিবের অনেক মন্দির আছে। তিনি স্বয়ং বলেন আমি সাধারণ ব্রহ্মা শরীরে আসি। সে নিজের জন্ম সম্পর্কেও জানে না। এটা শুধু একজনের কথা নয়। সব ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীরা বসে আছে। শুধু একজনকে বাবা বোঝাবেন, তা নয়। ব্রহ্মা মুখ দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণরা রচিত হয়েছে, সুতরাং বাবা ব্রাহ্মণদেরই বোঝান। যজ্ঞ সবসময় ব্রাহ্মণদের দ্বারাই চলে। যারা গীতা শোনায় তাদের কাছে ব্রাহ্মণ থাকে না, সেইজন্যই সেটাকে যজ্ঞ বলা যায় না। এই যজ্ঞ অনেক বড়। অসীম জগতের পিতার দ্বারা অসীমের যজ্ঞ এটা। সেই কবে থেকে যজ্ঞ কুন্ড জ্বলে আসছে। এখনও পর্যন্ত ভান্ডারা চলতেই থাকছে। সমাপ্ত কবে হবে? যখন সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তারপর নম্বরানুসারে পার্ট প্লে করার জন্য পাঠিয়ে দেবো। এমন কথা আর কেউ-ই বলতে পারবে না যে আমি তোমাদের পান্ডা, তোমাদের নিয়ে যাব। যত পতিত মানুষ আছে, সবাইকে পবিত্র করে নিয়ে যান। তারপর নিজ-নিজ সময়ানুসারে ধর্ম স্থাপনা করার জন্য পবিত্র আত্মারা আসতে শুরু করে। এখন অনেক ধর্ম আছে। একটাই ধর্ম এখন আর নেই, তারপর অর্ধেক কল্প কোনো শাস্ত্র থাকে না। সুতরাং গীতা সব ধর্মের, সব শাস্ত্রের শিরোমণি। কেননা এর দ্বারাই সবার গতি সঙ্গতি হয়। সুতরাং বোঝানো উচিত - সঙ্গতি হয়

ভারতবাসীদের, বাকিদের গতি হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে জ্ঞান তারাই নেবে যারা প্রথমে পরমাত্মার থেকে আলাদা হয়েছে, তারাই প্রথমে জ্ঞান অর্জন করবে। তারাই আবার প্রথমে যেতে শুরু করবে। নশ্বরের ক্রমানুসারে তারপর সবাইকে আসতে হবে। সত্যোঃ, রজোঃ এবং তমোঃ-র মধ্য দিয়ে সবাইকেই পার হতে হবে। এখন কল্পের আয়ু সম্পূর্ণ হয়েছে। সমস্ত আত্মারা উপস্থিত আছে। বাবাও এসেছেন। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে। নাটকে সব অ্যাক্টর একত্রে তো আসে না, নিজের-নিজের সময় অনুসারে আসে। বাবাও বুঝিয়েছেন নশ্বরানুসারে কীভাবে আসে। বর্ণের রহস্যও বুঝিয়েছেন। কেশশিখা হলো ব্রাহ্মণদের। কিন্তু ব্রাহ্মণদের কে রচনা করেছেন? শূদ্র তো রচনা করবে না। চোটির উপরে তারপর হলো ব্রাহ্মণদের পিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মার পিতা হলেন শিববাবা। সুতরাং তোমরা হলে শিব বংশী ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। তোমরা ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা হবে। বর্ণের হিসেব বোঝাতেও হবে। বাচ্চাদেরকে রায়ও দেওয়া হয়। এটা তো জানা আছে যে সবাই একইরকম হুঁশিয়ার নয়। একজন বিদ্বান বা পন্ডিত যদি একজন নতুন আসা কারো সাথে ডিবেট করে সে তো বোঝাতে পারবে না। সুতরাং বলা উচিত যে আমি নতুন। আপনি অমুক সময় আসুন আমার সিনিয়র আপনাকে বুঝিয়ে বলবেন, আমার থেকেও তীক্ষ্ণ অন্যরা রয়েছেন।

ক্লাসেও নশ্বরানুসারে আছে না ! দেহ-অভিমাণে আসা উচিত নয়। না হলে সম্মান হানি হয়। বলে থাকে বি.কে.তো ভালো করে বোঝাতে পারে না, সেইজন্যই দেহ-অভিমান ত্যাগ করে অন্য কারো কাছে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। বাবাও বলে থাকেন না যে আমি উপর থেকে জিজ্ঞাসা করব। পন্ডিত লোকেরা মাথা খারাপ করে দেবে। সুতরাং তাদের বলা উচিত - আমি এখন শিখছি, আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি আগামী কাল আসবেন আমাদের বড় ভাই-বোন আপনাকে বোঝাবে। মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পদাতিক তো আছে তাইনা। কেউ আবার সিংহবাহিনীও। সিংহ সবচেয়ে তীক্ষ্ণ (হিংস্র)। জঙ্গলে একাই থাকে। হাতি সবসময় দলবদ্ধ হয়ে থাকে। একলা থাকলে কেউ মারতেও পারে। শক্তিদেরও সিংহের উপর অধিষ্ঠিত দেখানো হয়েছে।

তোমাদের মিশনকেও বাইরে (বিদেশে) নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু বাবা দেখেন কে এ বড় মহত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেবে। প্রাচীন দেবতা ধর্ম কে স্থাপন করেছিল - সেটা প্রমাণ করে ব্যাখ্যা করতে হবে। অনেকেই গড গডেসের কথাও বলে। তারা মনে করে গড গডেস আলাদা, ঈশ্বর আলাদা। তারা লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান ভগবতী বলে থাকে। কিন্তু এটা হলো ল' এর বিরুদ্ধ। ওরা হলো দেবী-দেবতা। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান ভগবতী বলে থাকে তবে তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও দেবতা বলতে হবে। বোঝার মতো বুদ্ধি চাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ-অভিমানকে ছেড়ে নিজের থেকে বড়দের সামনে এগিয়ে দিতে হবে। বাবার মতো নিরহঙ্কারী হতে হবে।

২) চ্যারিটি বিগন্স অ্যাট হোম.....আগে নিজের গৃহস্থ পরিবারে থেকে কমল ফুলের মতো হতে হবে। ঘর পরিবারে থেকেও বুদ্ধি থেকে পুরানো দুনিয়ার থেকে সল্ল্যাস নিতে হবে।

বরদানঃ:- - সম্বন্ধে সন্তুষ্টতা রূপী স্বচ্ছতাকে ধারণ করে সদা হাস্য আর খুশিতে থাকা সত্যিকারের পুরুষার্থী ভব সারাদিন ভ্যারাইটি আত্মাদের সাথে সম্পর্কে আসতে হয়। এখন চেক করো সারাদিন নিজের সন্তুষ্টতা এবং সম্বন্ধে আসা অন্য আত্মাদের সন্তুষ্টতার পারসেন্টেজ কতটা থাকে? সন্তুষ্টতার লক্ষণ হলো নিজেও মন থেকে হাস্য আর খুশি থাকবে আর অন্যান্যরাও খুশিতে থাকবে। সম্বন্ধে স্বচ্ছতা অর্থাৎ সন্তুষ্টতা এটাই হলো সম্বন্ধের সত্যতা এবং পরিচ্ছন্নতা। সেইজন্যই বলা হয় যেখানে সত্য থাকে সেখানে মন খুশিতে নাচে। সত্যিকারের পুরুষার্থী সবসময় খুশিতে নাচতে থাকবে।

স্লোগানঃ:- যার কোনো বিষয়েই কোনো রকম দুঃখ (গম) নেই, সেই বেগমপুরের বাদশাহ।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো বাবার জ্ঞানের চমৎকারিত্ব যে তোমরা এই জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাও, বাবা এসেছেন তোমাদেরকে জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানপরী বানাতে"

*প্রশ্নঃ - বাবার চমৎকারের জন্য বাচ্চারা বাবাকে ইন-অ্যাডভান্স কোন্ পুরস্কার দিয়ে থাকে?

*উত্তরঃ - বাবার কাছে সমর্পিত হয়ে যাওয়াই হলো তাঁকে ইন-অ্যাডভান্স পুরস্কার দেওয়া। এমন নয় যে বাবা প্রথমে সুন্দর বানাবেন তারপর সমর্পিত হয়ে যাবে। এখনই সম্পূর্ণ বলিপ্রদত্ত হতে হবে। শরীর নির্বাহ করে, সন্তানসন্ততি প্রতিপালন করেও শ্রীমতে চলাই হলো সমর্পিত হয়ে যাওয়া। এই পুরানো দুনিয়ায় তো কেবল নুড়ি পাথর রয়েছে। এর থেকে বুদ্ধি যোগ বের করে বাবা আর নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করতে হবে।

*গীতঃ- তুমি প্রেমের সাগর....

ওম শান্তি । বাচ্চারা জানে যে বাবা সম্মুখে বসে রয়েছেন আর যারা দূরে রয়েছে, সকলের উদ্দেশ্যে বলে থাকেন, শুনতে তো তাদেরকেও হবে। বাচ্চারা জানে যে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাহলে অবশ্যই ওঁনার মধ্যে জ্ঞান থাকবে, তাই না ! যেমন সল্যাসীরা বিদ্বান হয় তখন তারা মনে করে যে আমরা হলাম বিদ্বান। বাচ্চারা জানে পরমপিতা পরমাত্মা, মাতা-পিতা সম্মুখে বসে রয়েছেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। সেই জ্ঞানসাগর থেকে যেন ঘটি ভরে নিয়ে থাকে। সাগর তো সর্বদাই পরিপূর্ণ, তাইনা ! সাগরের থেকে কত জল সমগ্র দুনিয়ায় প্রাপ্ত হতে থাকে। কখনো অভাব হয় না, অথৈ জল। তাহলে বাবাও হলেন জ্ঞানের সাগর, বাচ্চারা যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকে ওঁনার থেকে জ্ঞান শুনতেই থাকে। তিনি হলেন সদা সম্পন্ন (ভরপুর)। সামান্য জ্ঞান রত্ন দিয়ে দেন তাতেই সমগ্র সৃষ্টি সদগতি পায়। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, সুখের সাগর, ওঁনার সঙ্গের দ্বারা অপবিত্রও পবিত্র হয়ে যায়। তোমরা হলে জ্ঞান গঙ্গা, মানস-সরোবর রয়েছে, তাই না ! সরোবর হলো একটি বড় জলাশয়। সেও কৈলাস পর্বতে দেখানো হয়ে থাকে। মনে করে বড় সাগর, সেখানে ডুব দিলে মানুষ পরী হয়ে যায়। পরীদের অর্থ তো কেউ বুঝতে পারে না। পরীরা অত্যন্ত শোভনীয় হয়। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে বাবা আমাদের এই জ্ঞান স্নান করিয়ে এইরকম সুন্দর সুশোভিত জ্ঞান পরীতে পরিণত করছেন। ওখানে তো ন্যাচারাল বিউটি থাকে। এখানে কাজল, ক্রীম ইত্যাদি লাগিয়ে শূঙ্গার করতে হয়। এ হলো আর্টিফিশিয়াল বিউটি। তব্বই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ওখানে তব্বও সতোপ্রধান হয়ে থাকে। দেবতাদের মতো সৌন্দর্যময় কেউ হতে পারে না। এখানকার বিউটির সাথে হেল্খ তো থাকে না। ওখানে তোমাদের হেল্খও ভালো থাকে আর বিউটিও থাকে। বাচ্চারাও মনে করে বাবা তো চমৎকার ঘটিয়ে থাকেন। মানুষ বড় বড় মার্বেলের মূর্তি তৈরি করে অথবা সুন্দর সুন্দর আর্টের দ্বারা চিত্রাঙ্কন করে থাকে তখন তারা অনেক পুরস্কার লাভ করে। এখন বিচার করে দেখো যে, বাবা জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা আমাদের কি থেকে কি বানিয়ে দেন। এ তো বাবা চমৎকার (কামাল) করে দেন। জ্ঞান আর যোগের কত বড় চমৎকারিত্ব। কামাল হলো, বাবার জ্ঞানের বলের দ্বারা আত্মা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়। ৫ তব্বও পবিত্র হয়ে যায়, যার ফলে ন্যাচারাল বিউটিও থাকে। নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়ার মধ্যে তফাৎ রয়েছে, তাই না ! প্রতিটি জিনিস সতোপ্রধান, সতঃ, রজঃ, তমঃ হয়ে থাকে। দুনিয়াও এইরকম হয়ে থাকে। যেমন যেমন মানুষ তেমনই আবার তাদের জন্য বৈভবও (প্রাচুর্য) থাকে। ধনবান দের কাছে বৈভবও কম থাকে না ! গরিবদের কাছে থাকে নুড়ি পাথর । তাই এই পুরানো দুনিয়াতেও রয়েছে নুড়ি পাথর । নতুন দুনিয়ায় সবকিছু নতুন থাকবে। তাহলে কতখানি মোস্ট বিলাভেড হলেন বাবা, ওঁনারই আমরা মহিমা করবো। বাবা নিজে তো বলবেন না - আমি কত প্রিয়। বাচ্চারা বাবার মহিমা করে থাকে। বাবা বলেন - আমি তোমাদেরকে জ্ঞান, যোগের দ্বারা কী বানিয়ে দিই। তখন বাবার কি পুরস্কার প্রাপ্য হয় ! ইন-অ্যাডভান্স বাবাকে পুরস্কার দেওয়া হয় অর্থাৎ ওঁনার কাছে বলিপ্রদত্ত হয়ে যায়। গায়নও করে থাকে যে তোমার কাছে বলিপ্রদত্ত হয়ে যাব, তাহলে অবশ্যই ইন-অ্যাডভান্স বলিপ্রদত্ত হয়ে যাবে, তাই না ! এইরকম খোড়াই হবে যে প্রথমে বাবা বিউটিফুল বানাবেন তারপর পরে তোমরা বলিপ্রদত্ত হবে। সমর্পণও সম্পূর্ণরূপে হওয়া চাই। সেই রহস্যও বুঝিয়েছেন। এইরকম নয় যে সব বাবার কাছে নিয়ে এসে বসে পড়তে হবে। তোমাদের শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। উনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা। ওঁনাকে আত্মাদের রচয়িতা বলা হবে না। রচয়িতা অথবা স্বর্গের রচয়িতা বলা হবে। এছাড়া আত্মা আর এই খেলা তো হলো অনাদি। কিন্তু এই সময় পুরানো দুনিয়াকে নতুন করে দেন। চেঞ্জ করেন। শরীর হলো বিনাশী। বাবা এখন আমাদের আয়ু কত বাড়িয়ে দেন। অসীম জগতের আয়ু হয়ে যায়। ওখানে গড় আয়ু ১৫০ বছর থাকে। এখানে তো কারোর এক বছরও আয়ু হয়ে থাকে, কারোর আবার একমাসও থাকে না। জন্মালো আর মৃত্যু। ওখানে

এইরকম হয়না, সকলের আয়ু দীর্ঘ থাকে। নিয়ম অনুসারে তাড়াতাড়ি বাসন ভেঙ্গে যেতে পারে না। তাই বাবা বুম্বিয়ে থাকেন এখন প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। তোমরা শিবশক্তি সেনারা হলে বাবার সহযোগী। তোমরা বোঝো যে এই সময় হলো রাবণ রাজ্য। সকলেই হলো বিকারী। ওই বিকারীদের থেকে সন্ন্যাসীরা দূরে সরে যায় তারপর আর তাদের দ্বারা সৃষ্টি রচিত হয় না। সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস সৃষ্টি রচনা করবে অর্থাৎ মুখের দ্বারা নিজেদের সমান সন্ন্যাসী বানাবে, তাকে বংশাবলী বলা হবে না। বংশাবলী গৃহস্থ আশ্রমে থাকে। সত্যযুগে বংশাবলী ফুলের মতন হয়। সন্ন্যাসীদের বংশাবলী হতে পারেনা। লিমিটেড হয়। এ তো আনলিমিটেড হয়, তাই না ! একে গৃহস্থ আশ্রম বলা হয়ে থাকে। বাস্তবে আশ্রম তো হলো অনেক উচ্চ। আশ্রম পবিত্র হয়। বিকারী গৃহস্থকে আশ্রম বলতে পারো না। বাবা পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম-ধর্মীয় বানান। মায়া-রাবণ অধর্মীয় বানিয়ে দেয়। মানুষ অধর্মীয় হয়ে গেছে। ধর্মীয়, অধর্মীয় মানুষকেই বলা হবে। জানোয়ারকে খোড়াই বলা হবে। তাহলে বাবা এসে ধর্মীয় বানান। মায়া অধর্মীয় বানিয়ে দেয়। কিন্তু মানুষ তাঁকে জানেই না। যেমন ঈশ্বরকে জানে না, তেমন মায়াকেও জানে না। পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলে দেয়, তিনি সর্বব্যাপী। কিন্তু সর্বব্যাপী তো হলো ৫ বিকার। এই সময় ভক্তরা সকলেই বাবাকে স্মরণ করে অর্থাৎ সকলের মধ্যেই ভগবানের স্মরণ রয়েছে। এইরকম নয় যে তিনি সর্বব্যাপী। ৫ বিকারই দুঃখ দিয়ে থাকে। অত্যন্ত দুঃখী হয়ে পড়েছে মানুষ, সেইজন্য ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে থাকে। তারপর বলে দেয় দুঃখ সুখ ভগবানই দিয়ে থাকেন। রাবণের নামই ভুলে যায় আর সম্পত্তিকে মায়া মনে করে নেয়। সম্পত্তি তো ধন-দৌলতকে বলা হয়ে থাকে। এই সময়ে সকল মানুষই মায়া রাবণের দাস। তোমরা এসে ঈশ্বরের দাস হয়েছো। ওরা রাবণের দুঃখের উত্তরাধিকার নিয়ে থাকে। তোমরা বাবার থেকে সুখের উত্তরাধিকার নিয়ে থাকো। বাবা এসে মাতাদের গুরুপদ দিয়ে থাকেন। এখানে বলা হয় যে স্বামী হলো স্ত্রী-র গুরু। কিন্তু সে তো আরোই অপবিত্র বানিয়ে দেয়। দ্রৌপদীও বলেছিল না -- আমার সম্বন্ধ রক্ষা করো! এখন বাবা বলেন, এই কন্যাদের দ্বারাই উদ্ধার করবো। কন্যাদের গায়ন রয়েছে। কুমারী সে-ই যে পিতা এবং স্বশুরকুলকে ২১ জন্মের জন্য উদ্ধার করে। এই সময় তোমরা কন্যা হয়ে যাও, তাইনা ! মাতারাও কুমারী হয়ে যায়। ব্রহ্মাকুমারী হও, তাই না ! সেইজন্য এই সময়ে তোমাদের মহিমা কীর্তন চলে আসছে। কুমারীরা কামাল করে দিয়েছে। বাবা-ই কুমারীদের আপন করে নিয়েছেন। তাহলে নাম সুপ্রসিদ্ধ করতে হবে। মাতারাও ঈশ্বরীয় কোলে এসে কুমারী হয়ে যায়। কন্যাদের মহিমা এমনিতে কেবল গায়ন মাত্রই রয়েছে। এখন আবার প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের বাবা জাগ্রত করেন। বাবা কুমারীদের আপন করে নিয়েছেন। সিঁড়ি চড়ে তারপর নামা মুশকিল হয়ে যায়। এখনও দেখো না বলে, বিয়ে না করলে ভালো করতাম। তারপর বাচ্চার জন্ম হলে মোহের তার জুড়ে যায়। সেইজন্য বাবা বুম্বিয়ে থাকেন অর্ধেক-কল্প কন্যাকে বিবাহ করিয়ে বিকারী বানানো হয়েছে। এখন বাবা এসেছেন বলেন পবিত্র হও। তোমরা দেখেছোও যে পবিত্রতায় সুখও রয়েছে, তো সম্মানও রয়েছে। সন্ন্যাসীদের কত সম্মান। বন্ধনমুক্ত হয়ে যায়। ওটা হলো পবিত্রতার বল, ওটা কোনো যোগের বল নয়। যোগবল কেবল তোমাদের কাছেই রয়েছে। ওদের হলো তত্ত্বের সাথে যোগ, যেখানে বসবাস করে। যেমন পঞ্চতত্ত্ব রয়েছে তেমনি ওটা আবার হলো ষষ্ঠ তত্ত্ব, তাকেই ব্রহ্ম ঈশ্বর বলে দেয়, সেইজন্য ওদের যোগ হলো আর্টিফিশিয়াল। সেই যোগের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয় না, সেইজন্য গঙ্গাস্নান করতে যায়। যদি নিশ্চয় হতো যে যোগের দ্বারা পবিত্র হওয়া যায় তাহলে গঙ্গাস্নান করতো না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তাদের যোগ নিয়মের বিরুদ্ধে। যেমন হিন্দু কোনো ধর্ম নয় তেমনই ব্রহ্মও ঈশ্বর নয়। বসবাসের স্থানকে ঈশ্বর মনে করে নিয়েছে। একথা বাবা এসে বুম্বিয়ে থাকেন। তাহলে কুমারীরাও বোঝাতে পারে। আমরা বি.কে.-রা এই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য নির্মাণ করে থাকি। বাবা বলেন -- মাতাদের নাম অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ করতে হবে। পুরুষদের এতে সহায়তা করা উচিত। এরা পবিত্র থাকতে চায় তো পবিত্র থাকতে দাও। সে'জন্য বাবা এসে প্রথমে মাতাদের এবং কুমারীদের জ্ঞান প্রদান করে আপন করে নেন। সকলেই তো হলো শিববংশীয়, তারপরে ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী হয়। কিন্তু কুমারও রয়েছে অল্পসংখ্যক। কুমারীরা বেশি। তোমাদের স্মৃতি-স্মারক মন্দিরও এখানে অ্যাকিউরেট রয়েছে। মানুষ মনে করে বিকার ব্যতীত বিশ্বে সৃষ্টি (জন্ম) হবে কীভাবে? বাবা বলেন এখন এই দুঃখ প্রদানকারী পতিত সৃষ্টি চাই না। সেইজন্য অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে। গভর্নমেন্টও বলে জন্ম কম হোক কারণ মনে করে এত অল্প (খাদ্য) কোথা থেকে আসবে! তারা পবিত্রতার কথা বোঝে না। তোমরা জানো এখন শিবালয় স্থাপিত হয়। অসীমের দুনিয়া শিবালয় হয়ে যায়। ওরা তো একটি মন্দিরের নাম রেখে দিয়েছে শিবালয়। সে তো হয়ে গেল জাগতিক শিবালয়। এ হলো অসীম জগতের শিবালয়। সমগ্র স্বর্গকেই শিবালয় বলা হবে। শিব দেবী-দেবতাদের রচনা করেছেন। ওঁনার মন্দির নির্মিত রয়েছে। ও'টা (স্বর্গ) হলো চৈতন্য শিবালয়। তারপর এটা বেশ্যালয় হয়ে যায়। চৈতন্য দেবতাদের আবার জড় মন্দির নির্মাণ করে তাদের আবার বিকারী লোকেরা পূজা করে। শিবালয় শিববাবা রচনা করেন। সহযোগী হলো শিবশক্তি পান্ডবসেনা। মেজরিটি শক্তির হওয়ার কারণে তাদের নাম প্রসিদ্ধ হয়। কন্যারা হলো সংখ্যায় অধিক। শিববাবা তোমাদের আপন করে নেয়। শ্রীকৃষ্ণ হলো ছোট প্রিন্স, সে কিভাবে আপন করে নেবে। সে তো স্বয়ং-ই স্বয়ংবর করে মহারাজা হয়। তাই এখানে শিববাবা তোমাদের কংসপুরী থেকে বের করে শ্রীকৃষ্ণপুরী, সত্যযুগে নিয়ে চলে। এ হলো

কংসপুরী। এখন সমগ্র দুনিয়া হলো একদিকে আর তোমরা কন্যারা হলে অন্যদিকে। অর্ধেক-কল্প ধরে মানুষ উল্টো বুঝিয়েছে। বাবা এসে সঠিক বুঝিয়েছেন। পূর্বে কন্ড্রাস্টের (তুলনা করে বোঝানোর) অত্যন্ত ভালো বই ছিল। এখন তো পয়েন্টসও আরো আরো ভালো বেরোচ্ছে। বাবা বলেন, প্রতিদিন তোমাদের অনেক গুপ্ত কথা শুনিয়ে থাকি। সমস্ত জ্ঞান একসাথেই তো দেবো না! প্রথমে হাঙ্কা করে শোনাতাম। দিনে দিনে রহস্যপূর্ণ হয়ে যেতে থাকে। সমস্ত রহস্যপূর্ণ কথা একসময়ে কীভাবে শোনাবো। যা কিছু বোঝাচ্ছি সেগুলোই কল্পপূর্বেও বুঝিয়েছিলাম। এর মাঝে সংশয়ের কোনো কথা নেই। এইরকম নয় যে পূর্বে তো বাবা এ'রকম বলতেন। এখন আবার এইরকম বলেন।

আরে পূর্বে তো প্রথম ক্লাস ছিল। এখন অনেক পয়েন্টস রয়েছে যা আরো বেরিয়ে আসতে থাকবে। যতদিন পর্যন্ত বাঁচবে, বাবা শোনাতে থাকবেন। বাবা কিছু গুপ্ত রহস্য শুনিয়েছেন যা পুনরায় বলবেন। এখন আমরা অধ্যয়ন করছি। ওই শাস্ত্রজ্ঞদেরও শাস্ত্র কন্ঠস্থ থাকে। তবে ১৮ অধ্যায় তো নেই না। ইনি তো হলেন জ্ঞানসাগর। শোনাতেই থাকেন। ওই বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, শান্তির সাগর। এই দুনিয়ায় তো কিছুই নেই। না ভালোবাসা আছে, না সার আছে। তারা তো সবাই হলো কথার সাগরই সাগর।

মানুষ বলে যে তিনি সর্বব্যাপী। আমরাও তাই, কিন্তু ওঁনার মহিমা তো অতি মহান। সকল ভক্ত, সাধু ইত্যাদিগণ ওঁনাকে স্মরণ করে থাকে। দুঃখী হয়ে গেছে তাই তো বলে থাকে পুনরায় নির্বাণধামে যাবো। সে তো যখন নির্বাণধামের মালিক আসবেন তখনই নিয়ে যাবেন। বাচ্চাদের জন্য স্বর্গের উপহার বাবা-ই নিয়ে আসেন। স্বয়ং স্বর্গের মালিক হন না। বাবা দিয়ে থাকেন স্বর্গের উপহার। পুনরায় রাবণ এসে দুঃখ দিয়ে থাকে। দুঃখকে উপহার বলা যাবে না। স্বর্গের সওগাতের চাবি দিয়েছেন কন্যাদেরকে। কন্যারা ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে থাকে। কন্যারা নিজেদের মিত্র-পরিজনেদেরকেও বোঝাতে পারে - আমরা পারলৌকিক মাতা-পিতার কোলে গিয়েছি (দত্তক নিয়েছেন)। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) গৃহস্থকে আশ্রম অর্থাৎ পবিত্র বানাতে হবে। পবিত্রতাতেই বল রয়েছে, পবিত্রতাতেই মান, সে'জন্য যোগবল আর পবিত্রতার বল জমা করতে হবে।

২) মোস্ট বিলাভেড (সর্বপেক্ষা প্রিয়তম) হলেন একমাত্র বাবা, ওঁনার উপর সম্পূর্ণরূপে বলিপ্রদত্ত হয়ে পুরানো দুনিয়ার থেকে বুদ্ধি বের করে দিতে হবে।

বরদানঃ:- রুহানী আকর্ষণের দ্বারা সেবা আর সেবাকেন্দ্রকে উত্তরণ কলায় এগিয়ে নিয়ে চলা যোগী তু আত্মা ভব যে যোগী তু আত্মারা আত্মিকতায় থাকে, তাদের রুহানী আকর্ষণ স্বতঃই সেবা এবং সেবাকেন্দ্রকে উত্তরণ (চড়তি) কলায় নিয়ে যায়। যোগযুক্ত হয়ে আত্মিকতার সঙ্গে আত্মাদের আহ্বান করলে জিজ্ঞাসু স্বতঃই বৃদ্ধি পায়। তারজন্য মনকে সদা হাঙ্কা রাখো, কোনো প্রকারের বোঝা যেন না থাকে। হৃদয়কে স্বচ্ছ রেখে ইচ্ছে গুলো পূর্ণ করতে থাকো, তবেই প্রাপ্তিগুলি তোমাদের সামনে স্বতঃই চলে আসবে। তোমাদেরই অধিকার রয়েছে।

স্নোগানঃ:- পরমাত্মা জ্ঞানী সে-ই, যে সর্ববন্ধন এবং আকর্ষণ থেকে মুক্ত।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;